পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 271 Monday, 1 September, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৭১ সংখ্যা ✱ ১৫ ভাদ্র ১৪৩২, সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘ভারত-চিন সম্পর্কে ২০৮ কোটি মানুষের ভবিষ্যৎ জড়িত’

জিনপিঙের সঙ্গে বৈঠকে বললেন মোদি

তিয়ানজিন, ৩১ আগস্টঃ ৭ বছর পর চিন সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন সামিটের বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছেন তিনি। আর সেখানেই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে তাঁর। দুই দেশের বন্ধুত্বে গোটা বিশ্বের মঙ্গল হবে বলে উল্লেখ করেন। ভারতের উপরে যখন আমেরিকা ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে, সেই সময় চিন ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। সেই আবহেই এবার ভারত-চিনের রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠক। এদিন, (৩১ আগস্ট) চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রী মোদির। প্রায় ৫০ মিনিট আলোচনা হয় তাদের। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও শি জিনপিং গত বছর কাজানে হওয়া বৈঠকের প্রসঙ্গ তুলে আনেন। বলেন যে গত বছরের কাজান বৈঠক ফলপ্রদ ছিল, যা ভারত-চিন সম্পর্ককে ইতিবাচক দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সীমান্তে সেনা প্রত্যাহার, শান্তি স্থাপন ও সম্পর্ক স্থিতাবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীও বলেন যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মানের উপরে ভিত্তি করে ভারত-চিনের সম্পর্ক এগিয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত নিয়ে ভারত-চিন বিশেষ চুক্তিতে রাজি হয়েছে। কৈলাস মানসরোবর যাত্রাও শুরু হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট চালু হয়েছে। এই বিষয়গুলিও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংহতির উপর ভারত এবং চিনের ২০৮ কোটি মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে। এই সম্পর্কে সারা পৃথিবীর কল্যাণ হবে। পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান এবং সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে আমরা এই সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।’’ অন্যদিকে, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলেন। তিনি বলেন যে ভারত ও চিন বিশ্বের সবথেকে জনবহুল দুই দেশ এবং গ্লোবাল সাউথের অংশ। ‘ড্রাগন ও হাতি’কে একসঙ্গে আসতে অনুরোধ করেন তিনি।

এবার তৃণমূলের গোটা মহিলা-মহলকেই নিশানা কল্যাণের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩১ আগস্টঃ ‘দিদি-অভিষেকের কাছে অনেক কথা ফিল্টার হয়ে যায়’, এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘‘অনেক কথা যায়, সব কথা যায়না, সংসদে আমাকে হুমকি দেওয়া হলে দলের মহিলা সাংসদরা চুপ করে বসে থাকে’’, আবার বিস্ফোরক কল্যাণ। সেই সঙ্গে দলের মহিলা সাংসদদেরও নিশানা করলেন তিনি। কিছুদিন আগেই কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সঙ্গে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে। একবার নয়, একাধিকবার সামনে আসে সেই দ্বন্দ্ব। সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশও করেন। চিপ হুইপ পদে ইস্তফাও দেন তিনি। তাঁর জায়গায় কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে লোকসভার চিপ হুইপ করে দল, ডেপুটি লিডার পদ দেওয়া হয় শতাব্দী রায়কে। আর এবার কল্যাণ দাবি করলেন, তাঁকে আক্রমণ করা হলে তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা কোনও প্রতিবাদ করেন না। শ্রীরামপুরের সাংসদ এদিন বলেন, ‘‘রমেশ বিধুরী মহুয়া সম্পর্কে যে বাজে বাজে কথা বলেছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য না। মহুয়ার ন্যায় বা অন্যায় নিয়েও আমি কোনও কথা বলব না। ঠিক একই সময়ে সংসদে দাঁড়িয়ে রাজীব প্রতাপ রুডি মহুয়াকে সমর্থন করতে গিয়ে আমাকে থ্রেট করেছিল। সেখানে ডেপুটি লিডার

শতাব্দী রায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সেদিন তিনি রাজীব প্রতাপ রুডিকে কিছু বলেননি। আর মহুয়া তো বলবেই না ছেড়ে দিন। আমাকে যখন অ্যাটাক করা হচ্ছে, তখন তৃণমূলের মহিলা মহল সব চুপ করে বসে থাকে।’’ কল্যাণের অভিযোগ, বিজেপি আক্রমণ করলেও তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা সবাই চুপ করে বসে থাকে। সমাজবাদী পার্টির সাংসদরা সেদিন তাঁকে সমর্থন করেছিলেন বলেও দাবি করেন কল্যাণ। এদিকে এসএসসি চিহ্নিত ‘অযোগ্য’দের নামের তালিকায় রয়েছে তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রীর নাম। কোনও নেতার মেয়ে, কোনও নেতার পুত্রবধূ, আবার কোনও নেতা নিজেই আছেন সেই তালিকায়। কিন্তু এবার তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা দাবি, তালিকায় বিজেপির লোকজনের নামও আছে, সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নামও জড়িয়েছেন কল্যাণ। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘‘খবরেই তো বেরিয়েছে বিজেপি নেত্রীর নাম। আগে তৃণমূল করত, এখন বিজেপি করে। সব শুভেন্দু অধিকারী করিয়েছে। দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ যেখানে যেখানে শুভেন্দু অধিকারীর আধিপত্য ছিল সেখানে কী হয়েছিল খোঁজ নিন।’’ এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক মামলায় কমিশনের পক্ষে সওয়াল করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬-র প্যানেল সংক্রান্ত এই মামলাতেও সওয়াল করেন তিনি। অন্যদিকে, চাকরিহারাদের পক্ষে অর্থাৎ এসএসসি-র বিরুদ্ধে সওয়াল করেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, ফিরদৌস শামিমের মতো আইনজীবীরা। তাঁদেরও এদিন আক্রমণ করেন কল্যাণ। কল্যাণ বলেন, ‘‘শামিমরা যাদের হয়ে মামলা করেছিল, তারা কি একজনও পেয়েছে? যাদের জন্য মামলা করতে গিয়েছিল, তাদের চাকরি দিতে পারেনি, উল্টে অন্যদের চাকরি খেয়েছে।’’ তাঁর আরও দাবি, ‘‘অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারক ছিলেন ততদিন বিকাশ রঞ্জনের জুনিয়র মামলার নামে অনেক টাকা তুলেছে।’’ তারও তদন্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন কল্যাণ।

‘চাকরিহারাদের যাঁরা দাগি বলে চিহ্নিত, তাঁদের থেকেও মহাদাগি মমতার সরকার’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ একটা চাকরিও কোনও নির্বাচিত সরকার অবৈধভাবে দিতে পারে না। গোটা ভারতবর্ষ দেখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অবৈধভাবে চাকরি দিয়েছে এবং চাকরিহারাদের যাঁরা ‘দাগি’ বলে চিহ্নিত হলেন, তাঁদের থেকেও মহাদাগি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এসএসসি-র ‘অযোগ্য’ তালিকা বেরোতেই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুসারে শনিবারই ‘দাগি অযোগ্য’দের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তালিকায় ১৮০৬ জনের নাম রয়েছে। সেই ব্যাপারেই শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘এখানে অনেকেই রাজনৈতিক সুপারিশে চাকরি পেয়েছেন। তাছাড়া অনেকেই আছেন, গয়নাগাটি, গরু-বাছুর, জমি বিক্রি করে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এঁরা সুপ্রিম কোর্টের ভাষায় ‘দাগি’। আর মহাদাগি হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এতদিন জনসভাতে, খবরে আমরা বলাতাম, তাঁর সরকার চাকরি চোর। এখন সেটা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে।’’ তাঁর কথায়, ‘‘এই দাগিদের মধ্যে ৯০ ভাগ টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন। অন্যদিকে পিছনের দরজা দিয়ে নেতা-মন্ত্রীদের সুপারিশে চাকরি পেয়েছেন ১০ ভাগ।’’ বস্তুত, এসএসসি-র ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ৭ দিনের মধ্যে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনেই শনিবার সেই তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। আদালতের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই ১ হাজার ৮০৪ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। পরে রাতের দিকে আরও একটি তালিকা দিয়ে দু’জনের নাম প্রকাশ করে কমিশন। অর্থাৎ এখন দাগিদের সংখ্যা ১৮০৬। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের কাউন্সিলর, অঞ্চল সভাপতি-সহ বিধায়ক ঘনিষ্ঠদের নাম। নাম প্রকাশের পর এসএসসির বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন দাগি অযোগ্যদের তালিকায় থাকা শিক্ষকেরা। তাঁদের দাবি, এসএসসি পিঠ বাঁচাতে এই তালিকা প্রকাশ করেছে।

‘আচার্যর দাঁড়ে বাঁধা টুনটুনি’, শান্তা দত্তকে ফের আক্রমণ ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত গত ২৮ আগস্ট নির্বিঘ্নেই পরীক্ষা হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুরোধ সত্ত্বেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন পরীক্ষা বন্ধ করা হয়নি। এই পুরো বিষয়টাকে শান্তার জয় বলেই মনে করছে শিক্ষামহল। তবে সেই পরীক্ষার পর ফের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিশানায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। পরীক্ষা নিয়ে বিতর্কের আবহে ব্রাত্য বসু বলেছিলেন, রাজ্যপাল তথা আচার্য শান্তা দত্তকে বিশেষ স্নেহ করেন। পরীক্ষা না পিছনোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বারবার শাসকদলের নিশানায় পড়তে হয় শান্তাকে। তৃণমূল নেতারা বলেছিলেন, রাজনৈতিক বস-দের সন্তুষ্ট করার জন্য নাকি উপাচার্য পরীক্ষাটা পিছোচ্ছেন না। এবার ব্রাত্য বসু দাবি করলেন, উপাচার্য মিথ্যাচার করছেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্রাত্য বলেন, ‘‘উপাচার্য যদি সরকার বা উচ্চশিক্ষা দফতরের মুখাপেক্ষী হন, তাহলে সেটা যেমন খারাপ, তেমনই উপাচার্য যদি আচার্যের দাঁড়ে বাঁধা টুনটুনি বা ময়না হন, সেটাও স্বাযত্বশাসনের পক্ষে খারাপ। মিথ্যা কথার একটা সীমা আছে।’’ এদিকে, শান্তা দত্ত বারবার দাবি করেছেন, তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। এদিন সেই অভিযোগও নস্যাৎ করেন ব্রাত্য বসু। তিনি দাবি করেন, এভাবে মিথ্যাচার করেছেন শান্তা। আদতে মুখ্যমন্ত্রী কোনও অনুরোধ করেননি বলেই দাবি করেছেন ব্রাত্য।

নির্মল ঘোষের ছেলের বৌ-এর নামও জ্বলজ্বল করছে অযোগ্যদের তালিকায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ সুপ্রিম কোর্ট জানতে রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল আগামী সাত দিনের মধ্যে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। কোর্টে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, শনিবার (৩০ আগস্ট) এর মধ্যেই অযোগ্যদের তালিকা দিয়ে দেবে কমিশন। আর সেই মতো এসএসসি তালিকা প্রকাশ করে। তারপর থেকেই প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক শাসকদলের নেতা ঘনিষ্ঠদের তালিকা। এবার পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ ও রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ঘনিষ্ঠের নামও তালিকায় রয়েছে দেখা গেল। এসএসসি-র প্রকাশিত অযোগ্যদের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, নির্মলের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষের নাম রয়েছে। সংশ্লিষ্ট তালিকার ১২৬৯ নম্বরে নাম রয়েছে তাঁর। জানা যাচ্ছে, বিধায়কের পুত্রবধূ নৈহাটির একটি স্কুলে চাকরি করেন। দাপুটে বিধায়ককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর, ‘‘তাতে কী হয়েছে? কে দাগি কে নয় সেটার বিচার চলছে। আইনই যা বলার বলবে। আমার কাছে কোনও কাগজ নেই। থাকলে দেখে যাচাই করে যা বলার বলব।’’ নির্মল ঘোষ বর্তমানে বিধানসভার মুখ্য সচেতক। তাঁর বৌমা শম্পা ঘোষ উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটির একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি নিজে অবশ্য জানিয়েছেন, ‘‘এ বিষয়ে আমি এখন কোনও কথাই বলব না।’’ এছাড়া রয়েছে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ঘনিষ্ঠ সামসুদ্দিন আহমেদের নাম। এই সামসুদ্দিনের স্ত্রী আবার জেলা পরিষদেরও সদস্য। উল্লেখ্য, শনিবার অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পরই চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল বলছিলেন, এই নামগুলি তাঁরা আগেও জানতেন। তাঁরা বারবার চেয়েছিলেন লিস্ট যেন এসএসসি-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। তাঁরা বারবার বলতে গিয়েছিলেন বিকাশ ভবনে। তাঁরা এও বলেছিলেন যে কারা দাগি সেটা তাঁরা জানেন। সেই লিস্টটা দিয়ে দিক কমিশন। এখন যখন পরীক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে তখন আর উপায় না পেয়ে ওরা লিস্ট প্রকাশ করল। লিস্ট তো বেরল, এরা পরীক্ষায় বসতে পারবে না তাঁরা জানতে পারলাম। কিন্তু বাকিদের চাকরি ফেরত আসবে তো? নাম প্রকাশের পর এসএসসির বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন দাগি অযোগ্যদের তালিকায় থাকা শিক্ষকেরা। তাঁদের দাবি, এসএসসি পিঠ বাঁচাতে এই তালিকা প্রকাশ করেছে। বস্তুত, প্রথমে ‘দাগি অযোগ্য’ প্রার্থীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যেই সেই তালিকা হঠাৎ প্রত্যাহার করা হয়। এই অঘটন ঘিরেই কমিশনের দফতরে তৈরি হয় নাটকীয় পরিবেশ। ঠিক সেই সময়েই কমিশনে হাজির হন এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। তিনি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। বৈঠকের পরেই ফের নতুন করে প্রকাশ করা হয় সংশ্লিষ্ট ‘দাগি অযোগ্য’ প্রার্থীদের তালিকা। আগামী ৭ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির নিয়োগ পরীক্ষা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চের নির্দেশ রয়েছে, ‘দাগি অযোগ্য’ প্রার্থীরা পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এই পরিস্থিতিতে গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, অযোগ্য চাকরিপ্রাপকদের নামের তালিকা সাত দিনের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। শীর্ষ আদালতের ওই নির্দেশ মতো ‘দাগি অযোগ্য’দের নামের তালিকা প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টির তাণ্ডব, ধুয়ে গেল ভারত-চিন সংযোগকারী সেতু, বিচ্ছিন্ন বহু গ্রাম

দেরাদুন, ৩১ আগস্টঃ দুর্যোগের বৃষ্টিতে উত্তরাখণ্ডজুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করছে। চামোলি জেলায় জ্যোতির্মঠ-মালারী হাইওয়ের তামক এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ সেতু রবিবার গভীর রাত ২টো নাগাদ ধসে পড়ে, তামক প্রবাহের বাঁধ ভাঙার কারণে। তামক হচ্ছে একটি মৌসুমি উপনদী, উপরের এলাকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় এটি ফুলে ওঠে এবং স্রোতের তীব্রতা বেড়ে যায়। সেতুটি ছিল ওই অঞ্চলের ভারত-চীন সীমান্তে সরাসরি যাওয়ার একমাত্র পথ। সেতুটি ধসে যাওয়ায় দুর্গম নীতি উপত্যকায় ডজনেরও বেশি সীমান্তগ্রাম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ঘটনাটি ধৌলিগঙ্গা নদীর তীরবর্তী এলাকায় ঘটেছে, ধৌলিগঙ্গা হচ্ছে আলকানন্দার একটি উপনদী। এ ঘটনার ফলে ওই বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে কোনো হতাহতের খবর এখনও পাওয়া যায়নি, তবে কাঠামোগত ক্ষতির পরিমাণ বড় এবং পুনরুদ্ধার কাজে সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, পাশের ব্রিজ-সংলগ্ন বিআরও সড়কের একটি অংশও এই প্রবল জলে ভেসে গেছে। একদিকে, ধসের জেরে ধ্বংসাবশেষ ও মাটিচাপা পড়ে যাওয়ার কারণে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ

হাইওয়ে অচল হয়ে পড়েছে। বদ্রীনাথ ন্যাশনাল হাইওয়ে চামোলি ও জ্যোতির্মঠের মধ্যে ভানিরপাণি ও পাগলানালা স্থানে ব্লক হয়ে গেছে, জরুরি ভিত্তিতে ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে উদ্ধারকাজ চলছে। অন্যদিকে, কুন্দ-চামোলি ন্যাশনাল হাইওয়ে, যা কেদারনাথকে চামোলির সঙ্গে যুক্ত করে, বৈরাগনা এলাকায় ভূমিধসের পর বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, যমুনোত্রী ধামের তীর্থযাত্রার পথও কট্টর ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। উত্তর গ্রামের উত্তরে উত্তরকাশীতে যমুনা নদীর জল বেড়ে শিয়ানা ছাটি ব্রিজের ওপর দিয়ে বইছে, যা যাতায়াত ব্যবস্থাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক করে তুলেছে এবং নিরাপদ যান চলাচল কেটে ফেলেছে। রুদ্রপ্রয়াগ ও চামোলি জেলা এই দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডেওয়াল এলাকার মপাটা-তে এক ক্লাউডবার্স্টে দু’জন নিখোঁজ হয়েছেন এবং একটি বাড়ি ধ্বংস হয়ে পড়ে, ওই বাড়ির একজন দম্পতিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে এক গবাদি পশুর পালঘরও ধ্বংস হয়ে ১৫-২০টি গবাদি পশু ধ্বংসাবশেষের নীচে পুড়ে বা চাপা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শুক্রবার সকালে রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা নদী বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়ে বিভিন্ন বাড়ি জলে তলিয়ে পড়ে, প্রায় বন্যার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বহু এলাকা থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং শহরের বিশিষ্ট হনুমান মন্দিরও জলের তলায় পড়ে গেছে। এপর্যন্ত রাজ্যজুড়ে অন্তত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং ১১ জন নিখোঁজ রয়েছেন, উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু অবিরাম বৃষ্টি ও ব্যাপক অবকাঠামোগত ক্ষতি কাজে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দাগি-তালিকা বেরতেই ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন ফিরদৌস শামিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্টঃ অনেক টালবাহানার পর শনিবার রাতে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। ১৮০৬ জনের নাম রয়েছে সেই তালিকায়। রয়েছে শাসক দলের অনেক নেতা-নেত্রী বা নেতা-ঘনিষ্ঠদের নাম। তবে এই তালিকার বাইরে কি আর কোনও ‘অযোগ্য’ নেই? সেই প্রশ্নই এবার সামনে আসছে। তাই তালিকা বেরনোর পরও আবারও আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। এসএসসি-র প্রকাশিত তালিকার বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। আইনজীবীর দাবি, এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। এর বাইরে আরও অনেক অযোগ্য আছে বলে দাবি আইনজীবীদের। স্কুল সার্ভিস কমিশন এর আগে সুপ্রিম কোর্টে চিহ্নিত অযোগ্যদের হিসেব দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উল্লেখ আছে, ঠিক কতজনকে কী কী অভিযোগে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ওএমআর জালিয়াতি ও র‍্যাঙ্ক জাম্প মিলিয়ে নবম-দশমে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৯৯৩ জনকে, একাদশ-দ্বাদশে ৮১০ জনকে চিহ্নিত করার কথা উল্লেখ

করা হয়েছিল। শনিবার যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, মূলত ওএমআর জালিয়াতি ও র‍্যাঙ্ক জাম্পেপর অভিযোগের ভিত্তিতেই তৈরি। তবে এর বাইরেও আরও অনেক বেআইনি নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের দাবি, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁরাও বেআইনি চাকরিপ্রাপক বলে দাবি আইনজীবীদের। অভিযোগ, প্যানেলের মেয়াদ থাকে এক বছর, সেই হিসেবে তৃতীয় কাউন্সেলিং থেকে পুরো প্রক্রিয়াটাই বেআইনি। সে ক্ষেত্রে আরও অনেক নাম বাদ পড়া উচিত বলে দাবি আইনজীবীদের। শামিমের বক্তব্য, কাদের অতিরিক্ত নিয়োগ করা হল, সেই লিস্টও নেই। তাঁর দাবি, ১১,৬১০ জনের নাম সুপারিশ করেছিল এসএসসি, আর নিয়োগ করা হয়েছে ১২,৯৬৪ জনকে। এছাড়াও ২০১৬-র ওই নিয়োগে প্যানেলে নাম না থাকা বা সুপারিশ না করা অনেকেই নিয়োগপত্র পেয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের নামও যাতে প্রায় প্রকাশ করা হয়, সেই দাবি জানাবেন চাকরিহারাদের একাংশ। তবে কমিশন ওই চাকরিহারাদের অযোগ্য তালিকায় ফেলতে নারাজ।

ছাত্র নেই, কিন্তু শিক্ষক আছে! এমন স্কুলের নিরিখে দেশের মধ্যে ‘ফার্স্টবয়’ বাংলা

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ ছাত্র নেই অথচ স্কুল আছে। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এমন স্কুলের সংখ্যা চমকে দেওয়ার মতো। একইভাবে ছাত্রবিহীন স্কুলে সর্বাধিক শিক্ষক থাকার সংখ্যাতেও দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ। কোভিড পিরিয়ডের পর টানা তিন শিক্ষাবর্ষ যাবত পশ্চিমবঙ্গে কমছে স্কুলের সংখ্যা। স্কুলে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা এবং শিক্ষকের সংখ্যার ক্ষেত্রে উঠে আসছে মিশ্র ছবি। পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একজন শিক্ষক নিয়ে চলা স্কুলের সংখ্যা ৬৪৮২। মাত্র একজন শিক্ষক পরিচালিত স্কুলগুলিতে পঠন পাঠনরত মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৩৫৪৯৪। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের Unified District Information System for Education Plus 24-25 বা UDISE ২৪-২৫ এর রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। সারা দেশের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুল পরিকাঠামোর উপর সমীক্ষা করে এই রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে তথ্য এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট স্কুলের সংখ্যা ৯৩৭১৫। এরমধ্যে কম্পিউটার শিক্ষার পরিকাঠামো রয়েছে মাত্র ২২৭২১টি স্কুলে। ইন্টারনেট পরিষেবা আছে মাত্র ১৭৪৪১টি স্কুলে। যদিও স্কুলের বিদ্যুতায়ন, ছাত্রী টয়লেট, কিচেন সহ পরিকাঠামোর নিরিখে অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক ছবি যথেষ্ট সন্তোষজনক। ছাত্র নেই অথচ স্কুল আছে। অর্থাৎ সারা শিক্ষাবর্ষে জিরো এনরোলমেন্ট,

সারা দেশে এমন স্কুলের সংখ্যা ৭৯৯৩। এরইমধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে এমন স্কুলের সংখ্যা ৩৮১২। তেলেঙ্গনায় এমন স্কুলের সংখ্যা ২২৪৫। দেশের বাকি সব রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাকি স্কুলগুলি। তবে পশ্চিমবঙ্গের গত তিন শিক্ষাবর্ষ ধরে ক্রমশ বাড়ছে এমন স্কুলের সংখ্যা। যেমন ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাটা ছিল ৩৮১২। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাটা ছিল ৩২৫৪। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ২০১৩। একইভাবে ছাত্রবিহীন স্কুলে সর্বাধিক শিক্ষক থাকার সংখ্যাতেও দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ। সারা দেশে ছাত্রবিহীন স্কুলে কর্মরত শিক্ষকের মোট সংখ্যা ২০৮১৭। এর মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই আছেন মোট ১৭৯৬৫। এক্ষেত্রেও গত তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রবিহীন স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে। রিপোর্ট বলছে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাটা ১৭৯৬৫। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাটা ১৪৬২৭। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ৭১৫৫। গত তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে কমছে স্কুলের সংখ্যা। রিপোর্ট বলছে, ২০২২-২৩ সালে সংখ্যাটা ছিল ৯৪৪০২। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাটা ৯৩৯৪৫। কমেছে ৪৫৭টি। অন্যদিকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাটা ৯৩৭১৫, ২৩০টি স্কুলে সেইবার কমেছে। একইসঙ্গে গত এক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের মোট ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ১৭০৮১৫১১। ২০২৩-২৪ সালের তুলনায় ২০২৪-২৫ সালে অর্থাৎ গত এক বছরে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কমেছে নয় লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চোদ্দ জন। যদিও ২০২২-২৩ সালের তুলনায় ২০২৩-২৪ সালে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছিল। সেই শিক্ষাবর্ষে মোট ভর্তির সংখ্যা বেড়েছিল ২,৫৮,৯৬৭। গত তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধির হারও সন্তোষজনক নয় বলেই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে তা ৫৮৩৮২৫। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে তা ছিল ৫৭৬৫৫৭। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে তা ছিল ৫৭৮৩৭৫। অর্থাৎ ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাত্র ৫,৪৫০ জন শিক্ষক এখনও পর্যন্ত বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে স্কুল প্রতি শিক্ষকের গড়হার মাত্র ৬ জন।

মনোযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিভা সেতু পোর্টাল চালু করা তৈরি করা হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃ আন্তরিক ও মনোযোগী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিভা সেতু পোর্টাল চালু করা তৈরি করা হয়েছে। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ইউপিএসসি দেশের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষা পরিচালনা করে। হাজার হাজার এমন প্রার্থী আছেন যারা অত্যন্ত সক্ষম, কিন্তু খুব কম ব্যবধানে চূড়ান্ত তালিকায় পৌঁছতে পারেন না। এই প্রার্থীদের অন্যান্য পরীক্ষার জন্য নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হয় যার জন্য তাদের সময় এবং অর্থ উভয়ই ব্যয় হয়। সেই কারণেই, এখন এই ধরনের আন্তরিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে - প্রতিভা সেতু পোর্টাল। 'প্রতিভা সেতু' সেইসব প্রার্থীদের তথ্য সংরক্ষণ করে যারা ইউপিএসসির বিভিন্ন পরীক্ষার সমস্ত ধাপে উত্তীর্ণ হয়েছেন, কিন্তু তাদের নাম চূড়ান্ত মেধা তালিকায় আসেনি। বেসরকারি কোম্পানিগুলি এই প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং তাদের নিয়োগ করতে পারে।

সোমবার শৈলেন মান্নার জন্মদিন

কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ বিশ শতকের অন্যতম সেরা ভারতীয় ফুটবলার শৈলেন মান্নার সোমবার জন্মদিন। ১৯২৪ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ব্যাঁটরায় তাঁর জন্ম হয়। ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে (১৯৫৩) একমাত্র এশিয়ান ফুটবলার, যিনি বিশ্বের সেরা দশ অধিনায়কের একজন হয়েছিলেন।তিনি ৪০-এর দশক থেকে ৬০-এর দশক পর্যন্ত মূলত কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব ও পরে কিছুদিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলেছেন। ১৯৪১ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের হয়ে তাঁর খেলোয়াড় জীবন হয় শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বাংলা ফুটবল দলের এবং একসঙ্গে ভারতের ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ১৯৫১ সালের এশিয়াডে ফুটবলে ভারত স্বর্ণপদক জয় করে। ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ফ্রান্সের কাছে ভারতের ২-১ গোলে পরাজয় হয়েছিল, সেই ম্যাচে পেনাল্টি মিস করে তিনি নিন্দিত হন। ১৯৬০ সালে ফুটবল থেকে তিনি অবসর নেন।ফুটবল বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গোষ্ঠ পালের পর ভারত শৈলেন মান্নার মতো এত ব। ডিফেন্ডার পায়নি। খালিপায়ে রুখে দিয়েছেন দেশ-বিদেশের স্ট্রাইকারদের। শৈবলরত্ন' উপাধি। ২০০১ সালে হয়েছেন 'মোহনবাগান রত্ন'। ২০১১ সালে রাজ্য সরকার দিয়েছে ' ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৮৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

প্রয়াত প্রেম সাগর, টেলিভিশনে 'রামায়ণে'র চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা তাঁর হাত ধরেই

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃ প্রয়াত হলেন রামানন্দ সাগরের পুত্র ও প্রখ্যাত চলচিত্র নির্মাতা প্রেম সাগর। রবিবার, ৩১ আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৮৪। বেশ কিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। চলচিত্র থেকে টেলিভিশন, দুই ক্ষেত্রেই প্রেম সাগর রেখে গিয়েছেন ছাপ। তাঁর প্রযোজিত ও নির্মিত কাজের মধ্যে রয়েছে 'চরস', 'আঁখে', 'আলিফ লায়লা', 'লালকার'-এর মতো বহু জনপ্রিয় ছবি ও ধারাবাহিক। তবে সর্বাধিক পরিচিতি এনে দিয়েছিল 'রামায়ন'। প্রখ্যাত পরিচালক রামানন্দ সাগরের পুত্র হিসেবে তিনি বাবার পথ ধরে এগিয়েছিলেন, আর তাঁর সঙ্গে যৌথভাবেই গড়ে তুলেছিলেন 'সাগর আর্টস' ব্যানার। সেই ব্যানারের প্রযোজনাতেই ১৯৮৭ সালে দূরদর্শনে প্রথম সম্প্রচারিত হয়েছিল মহাকাব্য-ভিত্তিক ধারাবাহিক রামায়ণ, যা ভারতীয় টেলিভিশনের ইতিহাসে আজও মাইলফলক হয়ে আছে। শুধু চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন নয়, সাহিত্যেও অবদান রেখেছেন প্রেম সাগর। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন জগতে। 'রামায়ন'-এ লক্ষ্মণের ভূমিকায় অভিনয় করা সুনীল লাহরী এক্স-এ লিখেছেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক খবর। আমরা হারালাম প্রেম সাগরজিকে, রামানন্দ সাগরজির পুত্র। ওঁ শান্তি।' অভিনেতা অরুণ গোবিল, যিনি 'রামায়নে' রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, গভীর শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, 'প্রয়াত শ্রী রামানন্দ সাগরের পুত্র ও প্রখ্যাত প্রযোজক শ্রী প্রেম সাগরের মৃত্যু সংবাদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যিনি টেলিভিশনের মাধ্যমে ভগবান শ্রী রামের মর্যাদা ও আদর্শ কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁর প্রয়াণ শিল্পজগতের অপূরণীয় ক্ষতি। ভগবান শ্রী রামের চরণে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আত্মার শান্তি দেন এবং পরিবারকে এই শোক সহ্য করার শক্তি দেন।'

যমুনার জলস্তর বিপদসীমার ঊর্ধ্বে, দিল্লির নীচু এলাকায় বন্যার আতঙ্ক বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্টঃদিল্লির বুকে যমুনা নদী যেন প্রতি মুহূর্তে ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। টানা বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে ওঠা নদীর জল ইতিমধ্যেই বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এর ফলে রাজধানীর নীচু এলাকাগুলিতে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। রবিবার সকাল থেকেই পুরানো যমুনা সেতু সংলগ্ন এলাকা জুড়ে অস্বাভাবিক আতঙ্কের ছবি ধরা পড়েছে। যেখানে সাধারণত ভোরের সময় মানুষজন নদীর ধার ঘেঁষে হাঁটতে বেরোন, সেখানে এদিন সকাল থেকেই দেখা গিয়েছে শুধু গর্জন করা নদীর জল, বিক্ষুব্ধ স্রোতের গতি আর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা জলস্তরের পরিমাপ।যমুনার জলস্তরের ক্রমোন্নতিপুরানো যমুনা সেতুর কাছাকাছি সরকারি পর্যবেক্ষণ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে নদীর জলস্তর ২০৫.৫২ মিটার ছুঁয়েছে। এই পরিমাণ জলস্তর রাজধানীর জন্য বিপজ্জনক। কারণ দিল্লিতে সতর্কতার সঙ্কেত ধরা হয় ২০৪.৫ মিটার থেকে, বিপদসীমা ধরা হয় ২০৫.৩ মিটার এবং নদীর জল যদি ২০৬ মিটারে পৌঁছয়, তবে বাধ্যতামূলকভাবে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। অর্থাৎ রবিবার সকালেই বিপদসীমা অতিক্রম করেছে যমুনা। আর প্রতিটি ঘণ্টা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সেই স্রোত ক্রমশ বাড়ছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, গত কয়েকদিন ধরে দিল্লি ও লাগোয়া উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশে টানা ভারী বর্ষণ হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে আসা জলের চাপ ও প্রবল বর্ষণের কারণে যমুনা নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। দিল্লির বিভিন্ন পয়েন্টে জলের চাপ বৃদ্ধির কারণেই পরিস্থিতি ঘোরতর হয়ে উঠছে। নদীর স্রোত যত বাড়ছে, তত আতঙ্ক ছড়াচ্ছে স্থানীয়দের মধ্যে।পুরানো সেতুর গুরুত্বদিল্লির পুরানো যমুনা সেতু শুধু একটি ঐতিহাসিক কাঠামোই নয়, বরং নদীর প্রবাহ এবং সম্ভাব্য বন্যার ঝুঁকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটিকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ধরা হয়। এই সেতুর কাছে যমুনার জলস্তর কীভাবে বাড়ছে বা কমছে, তার উপরই নির্ভর করে প্রশাসনিক সতর্কবার্তা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ। এদিন সকাল থেকে সেতুর রেলিংয়ের সঙ্গে জলের ফেনিল ঢেউ এসে লাগছে দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক আরও বেড়ে গিয়েছে। অনেকেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে নদীর রূপ দেখছিলেন, কিন্তু সেখানে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তা উপলব্ধি করতে বেশি সময় লাগেনি।নিম্নাঞ্চলে বন্যার আশঙ্কাযমুনার জলস্তর বিপজ্জনক মাত্রা অতিক্রম করায় সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, দিল্লির নিম্নাঞ্চলগুলি। বিশেষ করে নদীর ধার ঘেঁষে থাকা বস্তি, অস্থায়ী ঘরবাড়ি এবং ছোট ছোট বাজার এলাকাগুলিতে জল ঢুকে পড়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আগে বহুবার দেখা গিয়েছে, যমুনার জল একবার বিপদসীমা অতিক্রম করলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তার প্রভাব নীচু এলাকায় এসে পড়ে। ছোট বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ, সকলেই তখন গৃহহীন হয়ে পড়েন।এবারও সেই আশঙ্কাই তীব্র হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় প্রশাসন লাউডস্পিকারের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করছে। যারা নদীর ধার ঘেঁষে বাস করেন, তাঁদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। বহু মানুষ সপরিবারে সামান্য মালপত্র নিয়ে নিরাপদ জায়গার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। কারও কারও গবাদি পশু, দোকানের মালপত্র রক্ষা করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।প্রশাসনের সতর্কতা ও পদক্ষেপদিল্লি প্রশাসন জানিয়েছে, যমুনার জলস্তরের উপর প্রতি মুহূর্তেই নজর রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিপদসীমা অতিক্রম করায় উদ্ধারকারী বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নৌকা, ট্রলার, রাবারের নৌকা সবকিছুই স্ট্যান্ডবাইতে রাখা হয়েছে যাতে জরুরি অবস্থায় দ্রুত মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) এবং সিভিল ডিফেন্স টিমকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নদীর জল যদি ২০৬ মিটার অতিক্রম করে তবে এক মুহূর্তও দেরি না করে নীচু এলাকার মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু স্কুল ও কমিউনিটি হলকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে।মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও দুর্ভোগস্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুযায়ী, গত কয়েকদিন ধরে তাঁরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। টানা বৃষ্টির কারণে চারিদিকে কাদা আর জল জমে রয়েছে। রাস্তা-ঘাট একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরই মধ্যে যমুনার জল যদি এলাকায় ঢুকে পড়ে, তবে দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। অনেকেই জানিয়েছেন, তাঁরা এখনও আগের বছরের বন্যার দুর্দশার কথা ভুলতে পারেননি। সেই ভয়াবহ স্মৃতি এখনও তাঁদের মনে গেঁথে রয়েছে। এবছরও সেই ছবি যেন আবার ফিরে আসতে চলেছে।বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কাআবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিনও উত্তর ভারতের একাধিক জায়গায় বৃষ্টি চলতে পারে। বিশেষ করে হিমাচল, উত্তরাখণ্ড এবং হরিয়ানায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নদীর জলস্তর আরও বাড়তে পারে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, অতি বৃষ্টিপাত এবং অস্বাভাবিক আবহাওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, জল যদি আরও বাড়ে তবে দিল্লির বড় অংশে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।শেষকথাএখন সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে যমুনার উপর। প্রতিটি ঘণ্টা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে যে জলস্তর বাড়ছে, তাতে মানুষের মনে আতঙ্ক আরও গভীর হচ্ছে। প্রশাসন সতর্ক থাকলেও পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, তা এখন সময়ই বলে দেবে। রাজধানীর বাসিন্দারা প্রার্থনা করছেন, যেন এবার আর ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি না হতে হয়। তবে প্রকৃতির রুদ্ররূপকে আটকে রাখা মানুষের পক্ষে যে সম্ভব নয়, তা অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই স্পষ্ট। আর সেই কারণেই যমুনার স্রোতের দিকে তাকিয়েই উদ্বেগে কেটে যাচ্ছে দিল্লির মানুষের প্রতিটি মুহূর্ত।

উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে জল ও মাটি

শিবরাজ সিং চৌহান(কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী),নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃজলই জীবন এবং মাটিই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের ভিত্তি। জল ও মাটি ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। আজ যখন পরিবেশের সংকট গভীরতর হচ্ছে, কূপ শুকিয়ে যাচ্ছে, নদীর স্রোত দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং ভূগর্ভস্থ জল মাটিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তখন আগামী প্রজন্মের জন্যও জল ও মাটি রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। যখন আমাদের ক্ষেত সবুজ হবে এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হবে, তখনই প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির উন্নত ভারত-২০৪৭-এর সংকল্প বাস্তবায়িত হবে, কারণ এই সংকল্পের পথটি আমাদের গ্রামের ফুটপাত, উর্বর মাটি এবং সবুজ ফসলের মধ্য দিয়ে যায়।আজ, পরিবেশ সংকটের কারণে, অনেক জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হাজার-দেড় হাজার ফুট নিচে নেমে গেছে। যদি আমাদের উর্বর মাটি এভাবে ভেসে যেতে থাকে এবং জমি অনুর্বর হতে থাকে, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্য কী হবে? এই দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ নিয়ে, আমাদের সরকার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী সর্বদা দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি কেবল আজকের কথা নয়, পরবর্তী ৫০-১০০ বছর সম্পর্কেও ভাবেন। তাঁর নেতৃত্বে, ভারত সরকারের ভূমি সম্পদ বিভাগ সারা দেশে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা'-এর আওতায় 'জলবিভাজিকা উন্নয়ন উপাদান (ডব্লিউডিসি-পিএমকেএসওয়াই) বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু সরকার একা এই কাজ করতে পারবে না। এই মহান অভিযানে সমাজকেও সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটি পৃথিবী বাঁচানোর একটি অভিযান। জল, মাটি এবং জমি বাঁচানো গেলে ভবিষ্য বাঁচানো যাবে। এই প্রকল্পটি বিশেষ করে খরা এবং বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এই অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী আমাদের কৃষক ভাই-বোনদের জীবনে সমৃদ্ধি আনার জন্য একটি দুর্দান্ত অভিযান, যেখানে একসময় তাদের প্রত্যেক ফোঁটা জলের জন্য লড়াই করতে হত।অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই জলাধার প্রকল্পটি কী? আমি তাদের সহজ ভাষায় বলি যে এটি কেবল একটি সরকারি প্রকল্প নয়, বরং জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি বিপ্লব। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্র হল- ক্ষেতের জল মাঠেই থাকা উচিত এবং গ্রামের জল গ্রামেই থাকা উচিত। এর আওতায়, আমরা সকলেই মাঠের সীমানা শক্তিশালী করি, মাঠেই ছোট ছোট পুকুর তৈরি করি এবং ছোট ছোট ড্রেনের উপর চেকড্যামের মতো জলের কাঠামো তৈরি করি। এর ফলে বৃষ্টির জল বয়ে যায় না এবং নষ্ট হয় না, বরং ধীরে ধীরে পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটায়, যার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পায় এবং মাটি দীর্ঘ সময় ধরে আর্দ্র থাকে।এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ। গ্রামের মানুষ একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, কোথায় পুকুর খনন করা হবে, কোথায় সীমানা তৈরি করা হবে এবং কোথায় গাছ লাগানো হবে। ভূমিহীন পরিবার এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে হাঁস-মুরগি এবং মৌমাছি পালনের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের আয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি খুবই আনন্দায়ক ফলাফল দিচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা আমাদের কৃষক ভাই-বোনেরা পেয়েছেন, যাদের আয় ৮ থেকে ৭০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে কারণ ২০১৫ সাল থেকে সরকার ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করেছে এবং সারা দেশে ৬,৩৮২টিরও বেশি প্রকল্প পরিচালনা করেছে এবং প্রায় ৩ কোটি হেক্টর জমিকে আবার উর্বর করতে পেরেছে।মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায়, যেখানে একসময় খরা ছিল একটি বড় সমস্যা, আজ জনজাতি গ্রামগুলিতে প্রচুর জল রয়েছে এবং মাটির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার ২২টি গ্রামে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর এক মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃষিকাজেও পরিবর্তন এসেছে। এখানকার কৃষক ভাইয়েরা জানিয়েছেন যে গ্রামে চেকড্যাম নির্মাণের পর, তাঁরা এখন ভুট্টার পাশাপাশি ছোলার চাষ করছেন, যার ফলে তাঁদের আয় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এছাড়াও, ঝাবুয়ার পারওয়ালিয়া পঞ্চায়েতে, ১২টি খামারে নির্মিত কৃষি পুকুরের কারণে কৃষকদের আয় প্রতি হেক্টর ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।এই প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষেরও বেশি চেকড্যাম, জলাশয়, কৃষি পুকুর এবং অন্যান্য জলাশয় কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ৫.৬ কোটিরও বেশি মানব-দিবস সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্প এলাকায় যেখানে আগে জলের ঘাটতি ছিল, সেখানে এখন জলের উৎস ১.৫ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ ১৬ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর এখন কৃষকরা ঐতিহ্যবাহী ফসল ছাড়াও ফল এবং অন্যান্য গাছপালার চাষ শুরু করেছেন, যার ফলে উদ্যানপালন এবং বৃক্ষ চাষের পরিধি ১২ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৯ লক্ষ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। রাজস্থানের বারমেরের মতো মরুভূমি অঞ্চলে, যেখানে জলের অভাব কৃষকদের অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য করছিল, সেখানে আজ ডালিম চাষের মাধ্যমে সবুজায়ন ফিরে এসেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১২০ জনেরও বেশি কৃষককে ডালিমের চারা সরবরাহ করা হয়েছে, যা বালুকাময় মাটি এবং সীমিত জলের মতো কঠিন পরিস্থিতিতেও সহজেই জন্মায়। ডালিম চাষ কেবল তাঁদের আয় বৃদ্ধি করেনি, বরং বুধিওয়ারা গ্রামের মাঙ্গিলাল পারাঙ্গি বলেছেন যে তাঁর মতো কৃষকরা এখন অ্যারন্ডি বা ক্যাস্টর চাষ ছেড়ে উদ্যানপালনের দিকে ঝুঁকছেন। ত্রিপুরার দাশি রিয়াং এবং বিমান রিয়াংয়ের মতো কৃষকরা এই প্রকল্পের সাহায্যে আনারস চাষ করে তাঁদের অনুর্বর জমিকে আবার উর্বর করে তুলছেন এবং ভালো আয় করছেন।এই পুরো বিপ্লবকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং এটিকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করার জন্য, আমরা একটি 'জলবিভাজিকা যাত্রা'রও আয়োজন করেছি। এই যাত্রার মাধ্যমে, আমরা সারা দেশে জল সংরক্ষণ এবং ভূমি সমৃদ্ধকরণের জন্য একটি জনসচেতনতামূলক অভিযান চালিয়েছি। আমরা এই প্রকল্পে প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহারও করেছি। 'ভুবন জিওপোর্টাল (সৃষ্টি)' এবং 'দৃষ্টি' মোবাইল অ্যাপের মতো ডিজিটাল পরিষেবাগুলি প্রকল্পের অগ্রগতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং আমাদের প্রকল্পের প্রভাবে সারা দেশে ফসলের জমি বেড়েছে। স্যাটেলাইট তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে ফসলের জমি প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর (৫ বৃদ্ধি) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জলের উসের জমি ১.৫ লক্ষ হেক্টর (১৬ বৃদ্ধি) বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, ৮.৪ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি অনুর্বর জমি এখন আবার চাষযোগ্য হয়ে উঠেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদীজির দক্ষ নেতৃত্বে, আজ ভারতের স্বাধীনতার এই ' কাল'-এ আমরা সবাই মিলে ভূমি সংরক্ষণের একটি নতুন অধ্যায় লিখছি। এগুলি শুধুই পরিসংখ্যান নয়, এগুলি আমাদের কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং তাঁদের উন্নত ভবিষ্যতের একটি জীবন্ত গল্প। আমরা যখন জল এবং মাটি সংরক্ষণ করব, তখনই আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে সক্ষম হব। আসুন, আমরা একসঙ্গে এই সংকল্প পূরণ করি, কৃষকদের সমৃদ্ধ করি এবং ভারতকে উন্নত করি।প্রধানমন্ত্রী মোদীজি বিশ্বাস করেন যে এই অভিযান কেবল সরকারের নয়, সমাজের অংশগ্রহণেই সফল হবে। একই চিন্তাভাবনার অধীনে, 'জলবিভাজিকা যাত্রা'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং এটি একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এটি ভারতীয় কৃষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং পরিবর্তিত ভবিষ্যতের গল্প। ভারত তখনই নিরাপদ হবে যখন জল এবং মাটি নিরাপদ থাকবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের স্বপ্ন তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন গ্রামের জমি সমৃদ্ধ হবে এবং কৃষকরা সমৃদ্ধ হবে। আসুন, আমরা একসঙ্গে জল এবং মাটি রক্ষার এই সংকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

চিন সফরে ভ্লাদিমির পুতিন, এসসিও সম্মেলনে অংশ নেবেন রুশ প্রেসিডেন্ট

তিয়ানজিন, ৩১ আগস্টঃরাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রবিবার পৌঁছলেন চিনে। উত্তর চিনের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী তিয়ানজিনে নেমেই তিনি যোগ দেবেন সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে। দু'দিন ধরে চলবে এই বৈঠক, যেখানে উপস্থিত থাকবেন সংগঠনের দশটি সদস্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানরা।এসসিও-র এই সম্মেলনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট কৌতূহল তৈরি হয়েছে। কারণ এই মঞ্চে ভারত, রাশিয়া, চিন, পাকিস্তান সহ মধ্য এশিয়ার একাধিক দেশ একসঙ্গে যোগ দেয়। বর্তমানে এসসিও-র সদস্য দেশ ১০টি- ভারত, বেলারুশ, চিন, ইরান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান। আঞ্চলিক নিরাপত্তা, বাণিজ্য, জ্বালানি সহযোগিতা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই- সবকিছু নিয়েই আলোচনা হয় এই বৈঠকে।পুতিনের এই সফরকে কূটনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশেষত ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্ক যখন ক্রমশ তিক্ত হয়ে উঠছে, তখন চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাশিয়ার কাছে অনেক বড় কৌশলগত প্রাপ্তি। এই সফরের মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই আরও জোরালো হবে বলে মনে করা হচ্ছে।অন্যদিকে, এসসিও-র ফাঁকে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে বসতে পারেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদি সত্যিই এই বৈঠক হয়, তবে তা হবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ভারত যেমন ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে জোর দিচ্ছে, তেমনি রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রতিরক্ষা ও জ্বালানি সহযোগিতা ভারতের কাছে অপরিহার্য। ফলে পুতিন-মোদী বৈঠক হলে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, ভূরাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ভারসাম্য।এদিকে, চিনও এই সম্মেলনকে ব্যবহার করতে চাইছে নিজের আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের জন্য। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পরিসর বাড়ানোর পাশাপাশি মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ায় কৌশলগত উপস্থিতি জোরদার করতে চাইছে বেইজিং। ফলে এসসিও মঞ্চে রাশিয়া ও চিনের একসঙ্গে অবস্থান আন্তর্জাতিক মহলে এক নতুন বার্তা দেবে বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের।পুতিনের এই সফর চলবে চার দিন। সম্মেলনের পাশাপাশি তাঁর একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও নির্ধারিত রয়েছে। বিশেষত চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর সঙ্গে তাঁর বৈঠক বিশ্ব কূটনীতির অন্দরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

দিল্লিতে সাইকেল সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ মনসুখ মান্ডভিয়ার

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃকেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া রবিবার সকালে দিল্লিতে ফিট ইন্ডিয়া সানডেস অন সাইকেলের বিশেষ জাতীয় ক্রীড়া দিবস সংস্করণ উপলক্ষ্যে সাইকেল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। বিপুল উৎসাহের সঙ্গে দিল্লির রাজপথে আয়োজিত এই সাইকেল র‍্যালিতে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন।'ফিট ইন্ডিয়া - সানডেস অন সাইকেল'-এর বিশেষ জাতীয় ক্রীড়া দিবস সংস্করণে যোগদানের সময় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেন, জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে তিন দিনের জাতীয় ক্রীড়া উৎসব পালিত হচ্ছে। প্রথম দিনে, সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ খেলাধুলার বার্তা প্রচারের জন্য এক ঘণ্টার জন্য খেলার মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনে, দেশব্যাপী ২০০টিরও বেশি স্থানে ক্রীড়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। তৃতীয় দিনে, সারা দেশে ১০,০০০টিরও বেশি স্থানে 'সানডেস অন সাইকেল' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

দিল্লিতে ফিরে এল ইন্দোরগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান, যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ৩১ আগস্ট ঃ 'আগুনের সঙ্কেত' পেয়ে দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরে এল এয়ার ইন্ডিয়ার ইন্দোরগামী একটি বিমান। রবিবার ইন্দোরগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান উ।ানের কিছুক্ষণ পরেই দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরে আসে। পাইলট বিমানের বিমানের ডান ইঞ্জিনে আগুনের সঙ্কেত পেয়েছিলেন।তাই ঝুঁকি না নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার ইন্দোরগামী বিমানটি দিল্লিতে ফিরে আসে। এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র জানিয়েছেন, ৩১ আগস্ট দিল্লি থেকে ইন্দোরগামী ফ্লাইট এআই ২৯১৩ উড়ানের কিছুক্ষণ পরেই দিল্লিতে ফিরে আসে, কারণ ককপিট ক্রুরা ইঞ্জিনে আগুন লাগার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি অনুসরণ করে, ককপিট ক্রু ইঞ্জিনটি বন্ধ করে দিল্লিতে ফিরে আসেন, যেখানে ফ্লাইটটি নিরাপদে অবতরণ করা করা হয়। বিমানটি পরিদর্শনের জন্য বিমানবন্দরে রাখা হয়েছে এবং যাত্রীদের জন্য একটি বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা শীঘ্রই ইন্দোরের উদ্দেশ্যের উড়ে যাবে।

আবহাওয়া খারাপই, ষষ্ঠদিনের জন্য স্থগিত মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা

কাটরা, ৩১ আগস্ট ঃ ভারী বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের প্রেক্ষিতে রবিবারও স্থগিত রয়েছে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। সাম্প্রতিক বিপর্যয় ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে রবিবার পঞ্চম দিনের জন্যও স্থগিত রয়েছে শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা। ভক্তদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে আপাতত শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে।হড়পা বানে বিপর্যস্ত রামবানের রাজগড় এলাকার বিভিন্ন স্থান। ভারতীয় সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ-এর ৮৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ন, সিআরপিএফ-এর ২৩৯ নম্বর ব্যাটেলিয়ন, ইউটিডিআরএফ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। এসএসপি রামবানের মতে, এখনও পর্যন্ত চারটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

রাশিফল

মেষঃআপনি নিজের মধ্যে আবেগের এক অন্যদিক খুঁজে পাবেন। যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল, সন্ধ্যাবেলার মধ্যে সেগুলির মিটমাট হয়ে যাবে। বিবাহের যোগ হবে আজ
বৃষঃ আজ আপনার ভাগ্য ভালো নাও যেতে পারে। দুইধরনের মানসিকতার মধ্যে পার্থক্যের কারণে আপনি হয়তো শান্তি পাবেন না। প্রিয়তমের সঙ্গে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।
মিথুনঃ ভালোবাসা ও রোমান্সের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অসাধারণ হতে পারে। আপনার কাছের বন্ধুদের সান্নিধ্যে আনন্দময় সন্ধ্যা কাটাতে পারেন।শুভদিন হবে
কর্কট রাশি ঃআপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। প্রেমের শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্য আপনার উত্তেজনাপূর্ণ কিছু করার প্রয়োজন হতে পারে।
সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যদিও আপনি তাদের মানসিক সমর্থন পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সম্পর্কগুলিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে পারবে। শুভদিন হবে।
কন্যা ঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে। পুরনো কোনও বন্ধুর আকস্মিক ফোনকল আপনার মনকে স্মৃতিমেদুর করে তুলতে পারে।।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ
ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।
মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।
কুম্ভঃ আপনি হয়তো একা সময় কাটাবেন, কাজেই প্রেম জীবন একঘেঁয়ে ও নীরস হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর মেজাজ ভালো নাও থাকতে পারে, কাজেই এই দূরত্ব যাতে বর্তমান সম্পর্কে প্রভাব না ফেলে তা নিশ্চিত করুন।।
মীনঃ আপনি শত্রুদের হারাতে ও নিজের ক্ষমতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আপনাকে এই লোকদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। বিব্রত বোধ করলে লং-

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০২.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে হতে পারে।

চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে সংশোধনাগারে গ্রন্থাগার পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগরঃ আজকে সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস পালন করা হয়েছে। সংশোধনাগারে আবাসিকদের সেরা পাঠক সম্মান প্রদান করা হয়। একজন আবাসিক সাত মাসে ১০৬টি বই আর একজন ৯৪টি বই পড়েছেন, তাদের পুরস্কার ও সম্মাননা দেওয়া হয়। আজ ৫১ জন আবাসিক বই নিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ কবি ও লেখক ড সুবীর মুখার্জী, গ্রন্থাগারিক ডঃ সোমনাথ ব্যানার্জী, লেখিকা সুচন্দ্রিতা ঘোষাল চক্রবর্তী এবং জেলার সাহেব। শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র রাম চক্রবর্তী। বেশ কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য এবং আরো বেশি করে বই পড়ার সুফল আলোচনা করা হয়। লেখক সুবীর মুখোপাধ্যায় এবং লেখিকা সুচন্দ্রিকা ঘোষ চক্রবর্তী

বসিরহাটের বিভিন্ন গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা গুগলি শামুক সংগ্রহ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ প্রত্যন্ত গ্রামের দরিদ্র মানুষ বেঁচে থাকার জন্য একসময় গুগলির মাংস খেতেন। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের কাছে তা ছিল ব্রাত্য। কিন্তু সময় পাল্টেছে। এখন বহু ভালো হোটেলে এই গুগলির ব্যাপক চাহিদা। বাংলার নদী ও খালবিল ঘেঁষা বিস্তীর্ণ জনপদে এখনও অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন শামুক সংগ্রহ করে। এক সময় প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের খাদ্যতালিকায় শামুকের উপস্থিতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আজও তার গুরুত্ব কমেনি। বিশেষ করে ইউরোপ সহ দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা কেন্দ্রে সাদা শামুকের গুণাগুণ নিয়ে চলেছে নানা চর্চা। পুষ্টিগুণ ও সহজপাচ্য হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার স্বরূপনগর, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ ও বসিরহাট ব্লক জুড়ে শত শত পরিবার আজও খালবিল থেকে 'গুগলি' শামুক ধরে বিক্রি করে দিন গুজরান করেন। নদীর পাড় বা বিলের জলে ঘুরে বেড়ানো এই শামুকের বৈজ্ঞানিক নাম হেলিক্স পোমাটিয়া। এক টিন শামুকের দাম মাত্র ৮০ টাকা। তবে কলকাতা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে; ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরার বাজারে পৌঁছে এর কদর বেড়ে যায় বহুগুণে। সেখানকার আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার। সুন্দরবনের এক শামুক সংগ্রাহক গড়িমন বিবি বলেন, 'ভোর তিনটেয় নদীর পাড়ে নামতে হয়। তিন ঘণ্টা শামুক কুড়িয়ে আয় হয় মাত্র ২০০ থেকে ২৫০ টাকা।' আরেকজন সংগ্রাহক আয়েশা বিবি জানান, 'সাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের ভয়ে জল

বসিরহাট পৌরসভা পেলেন ভালো কাজের বিশেষ স্বীকৃতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, উঃ ২৪ পরগনা ঃ প্রতিবছর কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন, নগরোন্নায়ন দপ্তর সারা দেশ জুরে কাজের নিরিখে বিধানসভাগুলোকে পুরস্কৃত করে। এবছর সেই তালিকায় বসিরহাট পৌরসভা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসন ও নগরোন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে চালু হওয়া স্বচ্ছ মিশন ২.০-এর অধীনে সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে বিশেষ সমীক্ষা হয়। এই সমীক্ষায় প্রতিটি পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা ও নাগরিক অংশগ্রহণের মান যাচাই করা হয়। সেই রিপোর্টে বসিরহাট পৌরসভা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। শহরের প্রতি ওয়ার্ডে ভেজা ও শুকনো আবর্জনা আলাদা করা, দরজায় দরজায় সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করায় এই স্বীকৃতি এসেছে। শুধু প্রশাসন নয়, এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন সাধারণ মানুষও। ফলস্বরূপ বসিরহাটে পরিচ্ছন্নতার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। এই সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহরজুড়ে দেখা দিয়েছে আনন্দ ও গর্বের পরিবেশ। স্থানীয় স্কুল, ক্লাব ও সামাজিক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে পরিচ্ছন্নতা অভিযানে জড়িত ছিল। তাদের অবদানকে বিশেষভাবে স্বীকার করেছে পৌর প্রশাসন। নাগরিকদের সচেতনতা ও সহযোগিতা এই সম্মানের অন্যতম মূল ভিত্তি বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। পৌর প্রশাসন ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, আগামী দিনে আরও আধুনিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি ভেজা-শুকনো আবর্জনা পৃথকীকরণ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের ব্যবহারকে আরও শক্তিশালী করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। ফলে পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পুরুলিয়ার 'মিনি সুন্দরবন' আপনাকে মুগ্ধ করবে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়াঃ বাংলার এমন এক জেলা যেখানে আছে প্রকৃতির বিপুল সম্ভার। দিনের পর দিন পুরুলিয়া জেলার উন্নতি হয়েই চলেছে। পুরুলিয়ার অর্থনীতির একটা বড়ো বিষয় পর্যটন। এবার পুরুলিয়ায় সেজে উঠেছে নতুন 'মিনি সুন্দরবন'। সুন্দরবনের রোমাঞ্চ এবার মিলতে পারে পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়ায়! শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রঞ্জনডি জলাধার বা যোগমায়া সরোবর এখন পরিচিত পুরুলিয়ার 'মিনি সুন্দরবন' নামে। প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা এই মনোরম স্থানটি ধীরে ধীরে পর্যটকদের অন্যতম প্রিয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। মানগ্রোভ অরণ্য নেই ঠিকই, কিন্তু বিস্তীর্ণ সোনাইজুড়ি জঙ্গল আর রঞ্জনডি ড্যামের জলরাশি মিলে তৈরি হয়েছে এক স্বপ্নময় পরিবেশ। চারদিকে সবুজের আলিঙ্গন, নির্জনতা আর পাখির কলতানে এখানে মন যেন আপ্লুত হয়। আপনি শান্ত হয়। বিশেষ করে বর্ষার দিনে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে এই প্রকৃতি যেন আরও জ্যান্ত হয়ে ওঠে। গত পাঁচ বছর ধরে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে যোগমায়া জলাধারকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে নতুন পর্যটন কেন্দ্র। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের যৌথ চেষ্টায় এখন সেখানে গড়ে উঠেছে থাকার জন্য আকর্ষণীয় কটেজ, রেস্টুরেন্ট, পর্যটকদের জন্য শৌচালয়, পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে পিকনিক করার উপযোগী স্থান। সম্প্রতি যোগমায়া সরোবরে নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে একটি অত্যাধুনিক খেলার পার্ক, যা বিশেষ করে শিশুদের আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খেলার উপকরণ, যেমন দোলনা, স্লাইড, সি-সো-সহ আরও অনেক কিছু। কাশীপুর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন বেলথরিয়া জানিয়েছেন, 'এই জায়গাটিকে ঘিরে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছি। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এটি আগামী দিনে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। পর্যটকদের সুবিধার্থে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এখানে।'

হকারদের পুনর্বাসনের কাজ শুরুর মুখে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুরঃ মুখ্যমন্ত্রী হকারদের পুনর্বাসনের পক্ষে। তাঁর কথা মত, বোলপুর পুরসভা আকাশদের পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হকার্সদের পুনর্বাসনের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। ইতিমধ্যে পাঁচটি মার্কেট সাংশন হয়েছে। টেন্ডার হয়ে গেছে এবং পাশাপাশি ওয়ার্ক অর্ডারের প্রক্রিয়ার কাজ চলছে। সেই পাঁচটি জায়গা হল যথাক্রমে শ্যাম বাটি মার্কেট, টুরিস্ট লজ মোড়, গার্লস হাই স্কুলের পাশে, ভুবন ডাঙ্গা ইলেকট্রিক সাপ্লাই এর কাছে এবং প্রান্তিকে। আরো দুটি জায়গা বাছা হয়েছে। যদিও সেগুলি এখন মঞ্জুরির অপেক্ষায়। জায়গা দুটি হল হাসপাতালের কাছে এবং স্টেট ব্যাংকের কাছে। মন্ত্রী বলেন, এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে পথে চলাচল করতে পারবে। বোলপুরবাসীর এ নিয়ে দীর্ঘদিনের একটা অভিযোগ ছিল। সেটার সমাধান হবে। পাশাপাশি ফুটপাত ব্যবসায়ীদেরও একটা অভিযোগ ছিল যে তাদের কোন স্থায়ী ঠিকানা নেই। সেটারও সমাধান হবে।

মায়াপুর ইসকন মন্দিরে পালিত রাধা অষ্টমী উৎসব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, দেবাশিস কংশবণিক ঃ মায়াপুর রবিবার মায়াপুর ইসকন শ্রীশ্রী চন্দ্রদয় মন্দিরে মহাসমারোহে পালিত হল রাধা অষ্টমী উৎসব। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও রাধারানির আবির্ভাব দিবস হিসেবে এই দিনটি পালন করা হয়। সে কারণেই প্রতিবছর ইসকন মন্দিরে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয় এই বিশেষ দিনেই। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখ লাখ ভক্তরা রাধা অষ্টমী পালন করার জন্য নবদ্বীপের শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন মন্দিরে উপস্থিত হন। রাধা অষ্টমী উপলক্ষে এদিন ভোরে মঙ্গলারতির মধ্য দিয়ে রাধা অষ্টমীর কর্মসূচি শুরু হয়। মঙ্গল আরতি শেষে দেশ-বিদেশের ভক্তদের সামনে বিভিন্ন ভাষায় ভাগবত পাঠ করা হয়। রাধা অষ্টমী দিনটি কেন পালন করা হয় তার পিছনে রয়েছে ইতিহাস। সেই সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ভক্তদের। রবিবার দুপুরে রাধা অষ্টমীর মূল অনুষ্ঠানে রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ঘটান হয়। ইসকনের বিভিন্ন মহারাজরা রাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে দুধ এবং পুষ্পাঞ্জলি প্রদর্শন করেন। গোটা দিন জুড়েই ইসকন মন্দিরে চলে ভক্তদের নাচ,গান এবং হরিনাম সংকীর্তন। রবিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের সংখ্যাও বাড়ছিল মন্দিরে। সেই কারণে ইসকন কর্তৃপক্ষের তরফে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। রাধা অষ্টমীর দিন যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।

কোন্নগরে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে রাধা অষ্টমী উৎসব

দুরন্তবার্তা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর ঃ ৩১শে আগস্ট, রবিবার কোন্নগরে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে রাধা অষ্টমী উৎসব উপলক্ষে সকাল থেকেই পূর্ণার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করার মতো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূণ্যার্থীর সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূর্ণার্থীদের নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শ্রীমতি রাধা রানীর আবির্ভাব মহোৎসব রাধা অষ্টমী পালন করা হচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণ ফুল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে। রাধা এবং কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন, দুজনেই সমান, যেমন দুধ এবং তার ধবলত্ব, অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি, যেমন অভেদ করা যায় না তদরুপ রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই তনুধারী এক ও অভিন্ন। ভগবান যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন লীলা বিলাসের জন্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধারানীর ভালোবাসা তার প্রতি যে আকর্ষণ সেটি ছিল বিশুদ্ধ প্রেম। রাধা অষ্টমী উপলক্ষে মন্দির খোলা থাকে সারারাত। সেবা মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচিচৎ স্বরূপ এবং শ্রীধর দ্বিবেদী বলেন, প্রতিবছর রাধা অষ্টমী পূজোয় কয়েকশত ভক্তের সমাগম হয় মন্দিরে। রাধারানীকে ভোগ নিবেদনে ছিল দুধ, দই, মাখন, মোহনভোগ, পায়েস, চাটনি, পোলাও, বাসন্তী পোলাও, মধু, আতা ফল, বিভিন্ন রকমের ফল, মিষ্টি, খিচুড়ি, তালের বড়া, পাঁচ রকমের ভাজা, চিনি, জল প্রভৃতি। উৎসব উপলক্ষে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মন্দিরে মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মন্ত্র এবং স্ত্রোতপাঠের মাধ্যমে বিশেষ পুজো পাঠ করা হয়। মঠে শ্রীমতি রাধারানীর রাধা অষ্টমী দেখতে ভোর থেকেই মানুষের ঢল নামে সারাদিন চলে পুজো পাট, হোম, যজ্ঞ। মন্দিরে ৬৪টি যোগিনীর পুজো হয়। সকালে শোভাযাত্রায় কয়েকশত ভক্ত সামিল হন। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ছিল ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা। এ বিষয়ে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠের পক্ষ থেকে শ্রীধর দ্বিবেদী জানান রাধা অষ্টমী উপলক্ষে আমরা দুইদিন ধরে উৎসব পালন করছি। মঠে শ্রীমতি রাধা অষ্টমী দেখতে ভোর থেকেই মানুষের ঢল নামে। সকালে শোভাযাত্রা বের হয় এতে কয়েকশত ভক্ত সামিল হন। রাধা অষ্টমী উপলক্ষে পুজোর আয়োজনে ছিলেন ব্রহ্মচারী ঋত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে, প্রভাত পাচৌরি প্রমুখরা।

'অবিলম্বে আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিন' — দাবি সুমন বিশ্বাসের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুমন বিশ্বাস। তাকে একাধিকবার পুলিশের নিগ্রহের মুখেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু তিনি আন্দোলন থেকে সরে আসেন নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে অবশেষে অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। ১৮০৪ জন শিক্ষকের নাম আছে সেই তালিকায়। আর তারপরই নানাবিধ তোপের মুখে পড়েছে এসএসসি। তারা আরও আগে এই তালিকা প্রকাশ করলে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি হারানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতো না বলে অভিযোগ উঠছে। এই বিষয়ে রবিবার এসএসসি-কে কড়া ভাষায় তোপ দেগেছেন যোগ্য আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মঞ্চের আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাস। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে এসএসসি অযোগ্য শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করার পরই যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে। এই প্রসঙ্গে যোগ্য চাকরিহারাদের মঞ্চের অন্যতম মুখ সুমন বিশ্বাস বলেন, অবিলম্বে যোগ্যদের চাকরি ফিরিয়ে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করুন। পাশাপাশি তিনি এসএসসি ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে তালিকায় থাকা ১৮০৪ জন অযোগ্য শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তাও দিয়েছেন। বলেছেন, যাদের টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন তাদের নামটা এবার বলুন। সেই নেতাদের কলার চেপে ধরে নিজের টাকা আদায় করুন। এসএসসি'র প্রকাশ করার তালিকা যোগ্য চাকরিহারাদের তরফ থেকে যে তালিকা অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গে প্রায় মিলে গেছে বলে সুমন বিশ্বাস আরও জানিয়েছেন। তালিকায় থাকা ১৮০৪ জনকে ১২ শতাংশ সুদ সহ এতদিন যত বেতন পেয়েছেন সবটাই ফেরত দিতে হবে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সামাজিক বিপর্যয়ের কথাও উল্লেখ করেন।

দিলীপ ঘোষকে প্রাসঙ্গিক করতে উঠেপড়ে লেগেছে শমীক ভট্টাচার্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে একসময় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক চিলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি দলের বহু পদ সামলেছেন। এখন গোষ্ঠীকোন্দলের কারণে তিনি কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন। তবে রাজনৈতিক মহলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন দিলীপ ঘোষ কি ফিরতে পারেন রাজ্য কমিটিতে? কিংবা দলের অন্য কোনও সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে পারেন দিলীপ? যদিও দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি সহ রাজ্য বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব সকলেরই একই মত, দিলীপ ঘোষ সম্পর্কে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তবে এবার দিল্লির নেতারা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে ফের রাজ্য কমিটি কিংবা অন্যান্য কমিটিতে আসন দেন কিনা, সেটাই দেখার। শেষবার রাজ্য বিজেপির সল্টলেক দফতরে শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দিলীপ বলেছিলেন, তাঁর এখনও 'মার্কেটে' দাম আছে। দলীয় পদ নেই, সাংসদ পদও গিয়েছে ২০২৪ সালে। তবু যে তিনি বাংলার রাজনীতি থেকে প্রাসঙ্গিকতা হারাননি, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বারবার। এবার কি তবে নতুন করে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে? আবার কি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য কমিটিতে জায়গা পাবেন দিলীপ? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন সাংসদ পূর্বে জানিয়েছেন, 'দেখি পার্টি কীভাবে চায়। আমি তো বিধানসভায় আগে প্রার্থী হয়েছি, লোকসভাতেও হয়েছি। পার্টির প্রয়োজনে যেটা দরকার, সেটা করব।' শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর দলে পুরনোদের আধিক্য এবং গুরুত্ব যে বেড়েছে, তা বলাই বাহুল্য। আদি কর্মীদের দায়িত্বভার বৃদ্ধি এবং তাদের রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাই শমীক ভট্টাচার্যের অন্যতম লক্ষ্য, সে কথাও আগে স্পষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দিলীপ ঘোষ যে বিজেপির দাপুটে নেতা, সে কথা অনস্বীকার্য। সুতরাং আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিলীপ ঘোষকে ফের প্রাসঙ্গিক করে পদ্ম শিবিরের রাজনীতির সামনের সারিতে আনা হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

শুভেন্দু এবার বাধ্য হয়েই রাকেশের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতা রাকেশ সিং ছিলেন শুভেন্দুর খুবই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু শনিবার থেকে হঠাৎ করেই শুভেন্দু রাকেশের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে থাকেন। রাজনৈতিক মহল বলছেন প্রদেশ কংগ্রেসের অফিসে হামলা চালানোর কারণেই শুভেন্দুর এই দূরত্ব তৈরী। শুক্রবার প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে তাণ্ডব চালিয়েছেন রাকেশ। রাহুল গান্ধী-সহ কংগ্রেসের নেতাদের ছবি ও তাদের দলীয় পতাকায় আগুনও ধরিয়ে দিতে দেখা গিয়েছে রাকেশ ও তাঁর দলবলকে। আর এই ঘটনায় কার্যত চাপে পড়েই রাজ্য বিজেপি পাশে থাকছে না রাকেশের। গেরুয়া শিবিরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত রাকেশ। তাই তাঁর পাশে বিজেপি নেতারা কেউই না দাঁড়ানোয় বঙ্গ বিজেপির কোন্দলও সামনে এসেছে। শুভেন্দুও কার্যত চাপে পড়ে এ প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর বক্তব্যই সমর্থন করেছেন। শমীক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকায় আগুন লাগানোর ঘটনা বিজেপি সমর্থন করে না।' তাছাড়া, এটা পার্টির কোনও অনুমোদিত কর্মসূচি ছিল না বলেও তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। যদিও তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মঞ্চে দেখা গিয়েছে রাকেশকে। অন্যদিকে কংগ্রেস দপ্তরে রাকেশের নেতৃত্বে হামলা প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, ''রাকেশ বিজেপি সমর্থক। বিজেপির মেম্বারশিপ নিয়েছে। সে থাকতেই পারে। তবে এই ঘটনা নিয়ে আমাদের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য যা বলেছেন, সেই বক্তব্যই আমি সমর্থন করি। শমীকদা বলেছেন এটা দলের অনুমোদিত কর্মসূচি নয়।

অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকায় পানিহাটি বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্রবধূর নাম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শনিবার এসএসসি বাধ্য হয়েই অযোগ্য শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশ করেন। আর সেই তালিকা প্রকাশের পরেই সামনে আসে একের পর এক চমক। সেই তালিকায় রয়েছে শাসক দলের বহু নেতা মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ জেনেরা। এসএসসি-র প্রকাশিত অযোগ্যদের তালিকায় ১৮০৪ জনের মধ্যে রয়েছে পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষের নাম। তালিকার ১২৬৯ নম্বরে নাম রয়েছে তৃণমূলের অন্যতম সিনিয়র এই বিধায়কের পুত্রবধূর নাম। যদিও এ বিষয়ে ফোন করা হলে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত শম্পা ঘোষ। বিধানসভার মুখ্য সচেতক পদেও রয়েছেন নির্মল ঘোষ। সূত্রের খবর, উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটির একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন নির্মল ঘোষের পুত্রবধূ শম্পা ঘোষ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো এ দিন সন্ধ্যায় ১৮০৪ জন চাকরি হারানো অযোগ্য শিক্ষকদের নাম প্রকাশ করেছে এসএসসি। এই অযোগ্যদের মধ্যে যাঁরা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁদের তালিকাও প্রকাশ করে অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করেছে কমিশন। এসএসসি যে তালিকা প্রকাশ করেছে, সেই তালিকায় শাসক দলের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীরাই শুধু নয়, তাঁদের আত্মীয় পরিজনদের নামও রয়েছে বলে খবর। পুরসভা, পঞ্চায়েত থেকে দলীয় পদে থাকা অনেক নেতা নেত্রী বা তাঁদের আত্মীয়রাই অযোগ্য হিসেবে ২০১৬ সালের প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছে এসএসসি। তালিকায় নাম রয়েছে রাজপুর-সোনারপুরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কুহেলি ঘোষ সহ বহু তৃণমূল নেতার নাম।

অযোগ্য শিক্ষকের নামের তালিকায় ভরে আছে শাসক দলের নেতা-কর্মীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এটা প্রত্যাশিত ছিল। অযোগ্য শিক্ষকদের বড়ো অংশ প্রচুর টাকার বিনিময়ে চাকরি কিনেছেন। আর একটা বড়ো সংখ্যার শিক্ষক হলেন শাসক দলের নেতা-মন্ত্রী বা তাদের ঘনিষ্ঠ। দাগি শিক্ষকদের নামের তালিকা প্রকাশ পেতেই অনেকটাই সামনে চলে এসেছে। খোদ বিধায়ক কন্যার নাম ছিল বাতিল শিক্ষকদের তালিকায়। শোরগোলও পড়ে গিয়েছিল চোপড়ায়। এরই মধ্যে এসএসসির আদালতে যে হলফনামা দেয় সেখানে বেআইনি নিয়োগ হিসেবে বলা হয়েছিল চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের মেয়ে রোশনারা বেগমকে। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় দাগিদের যে লিস্ট সামনে আনা হয় তাতে নাম ছিল না রোশনারার। তা নিয়ে চাপানউতোর বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত মধ্যরাতে এসএসসির দাগি তালিকায় জুড়ল হামিদুল রহমানের মেয়ের নাম। ২০১৮ সাল থেকে কালীগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন রোশনারা। এসএসসির হলফনামায় স্পষ্টতই তাঁর নিয়োগকে বেআইনি নিয়োগ হিসাবে জানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাল প্রকাশিত প্রথম তালিকায় অর্থাৎ যে ১৮০৪ জনের নাম সামনে আনা হয়েছিল তাতে নাম ছিল না রোশনারার। কিন্তু বিতর্ক শুরু হতেই দেখা যায় মাঝরাতেই তৃতীয় তালিকায় যুক্ত হল বিধায়ক কন্যার নাম। শুধু বিধায়ক কন্যারই যে নাম রয়েছে এমনটা নয়। তালিকায় তৃণমূল কাউন্সিলর যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিও। হুগলির খানাকুলের দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য বিভাস মালিকের নাম রয়েছে তালিকায়। একইসঙ্গে নাম রয়েছে তাঁর স্ত্রীরও। তালিকায় রয়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের তৃণমূল সভানেত্রীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল। নাম রয়েছে হুগলির জেলা পরিষদের সদস্য সাহিনা সুলতানার। রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত জলচক অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি অজয় মাঝির নাম। রয়েছে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কুহেলি ঘোষের নাম। রয়েছে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষের পুত্র বধূর নাম।

ঢোলায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই তরুণ তরুণী

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মর্মান্তিক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক নাবালক এবং এক যুবতীর।দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ঢোলাহাট থানার বাহিরচক এলাকায় এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা ঘটে শনিবার রাতে। মৃত নাবালকের নাম সমিত মন্ডল, বাড়ি পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বয়স এখনো আঠারো হয়নি। ঘরে রয়েছে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী, সংসারের হাল ধরতে কাজ করছিল হোটেলে। অন্যদিকে মৃত যুবতী কোয়েল রায়, বাড়ি জলপাইগুড়ি, বয়স মাত্র কুড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাত প্রায় দুটো নাগাদ সমিত ও কোয়েল মোটর সাইকেলে প্রচণ্ড গতিতে আসছিল লক্ষীকান্তপুর দিক থেকে, আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে গাছে। রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গদামথুরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে। চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। জানা যায়, লক্ষীকান্তপুর এলাকায় একটি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে কাজ করত সমিত, তার দিদি, এমনকি কোয়েলও। সংসারের অনটনে পড়েই সেখানে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল তারা। শনিবার রাত একটা নাগাদ সমিত, তার দিদি, কোয়েল এবং আরও এক যুবক দুটি মোটরসাইকেলে বের হয় অজানার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফেরেনি সমিত ও কোয়েল ফিরল মৃতদেহ হয়ে। তবে এই ঘটনায় উঠে আসছে একাধিক প্রশ্ন, ভিন জেলার এত অল্পবয়সি ছেলে মেয়েরা ওই হোটেলে কাজ করে কেন? রাতের অন্ধকারে এত দেরি করে তারা বাইরে বেরোলো কেন? কারা পাঠিয়েছিল তাদের এই অজানা যাত্রায়? ঢোলাহাট থানার পুলিশ রবিবার মৃতদেহ দুটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

পথ দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উওেজনা জয়নগরে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শনিবার সন্ধ্যায় একটি পথ দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উওেজনা ছড়ালো জয়নগরে। জানা যায়, এদিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসত দাস পাড়া দাস বিল্ডার্সের সামনে একটি মোটরবাইক ও একটি স্কুটির মধ্যে ধাক্কা হয়। এতে সেরকম হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ঐ এলাকায় থাকা স্থানীয় মানুষ উওেজিত হয়ে আচমকা দূর্ঘটনা গ্রস্থ মোটরবাইক চালককে না তুলে মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। তাকে প্রচন্ড ভাবে মারধর করে বলে অভিযোগ। এর পরে কিছু মানুষ এগিয়ে এসে মারধরে আহত গাড়ি চালককে উদ্ধার করে স্থানীয় পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানাতরিত করে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তার। আহত যুবকের নাম সাজ্জু সরদার, বয়স কুড়ি বছর, বাড়ি জয়নগর থানার শ্রীপুর পঞ্চায়েতের উওরপাড়া নিজ এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এদিকে এদিন রাতে আহত যুবকের মা সাজিদা সরদার জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে এ ব্যাপারে আহত যুবকের মা সাজিদা সরদার বলেন, রাস্তায় কোনোভাবে দূর্ঘটনা ঘটে গেছে, আমার ছেলেকে কোনো কারণ ছাড়াই স্থানীয় কয়েকজন বেধড়ক মারধর করে। আমার ছেলের হাতে ও পায়ে ভীষণ চোট হয়েছে। এখন বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি আছে। আমি চাই অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তি দেওয়া হোক। এই ঘটনায় রবিবার একজনকে আটক করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

বিএসএফ-এর বড় সাফল্য কোচবিহারে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার ঃ কোচবিহারের দিনহাটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৫ কোটিরও বেশি টাকার সোনার বিস্কুট জব্দ। গতকাল শনিবার কোচবিহার জেলার দিনহাটায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযান চালিয়ে ৪৩টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে তারা যার ওজন ৫.০১৭ কেজি। এই সোনার আনুমানিক বাজার মূল্য ভারতীয় টাকায় ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৬ টাকা। বিএসএফের ১৩৮ ব্যাটালিয়নের জাওয়ানরা চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকরি ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখায় গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এই বিশেষ অভিযান চালায়। বিএসএফ সূত্রের খবর অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে সোনার বিস্কুটগুলি একটি টেনিস বলের ভিতর ঢোকানো হয় তারপর তা আটকে নির্দিষ্ট প্যাকেটে রাখা হয় এবং সেগুলি ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নিয়ে আসা হয়। পাচারের আগেই কর্তব্যরত বিএসএফ জাওয়ানেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এমতাবস্থায় ব্যাগ ফেলে দুষ্কৃতী বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায়।

বেহাল রাস্তার জন্য দুই গ্রামে মেয়েদের বিয়ে দিতে চাইছে না

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়াঃ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেলেও পুরুলিয়ার মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের চাঁদড়া পায়রাচালী অঞ্চলের গোবদ্দা, কোলডিহা গ্রামের রাস্তা একই রকম আছে। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর ধরে এ গ্রামে নেই রাস্তা। চারিদিক খানাখন্দে ভরা। উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে পথ চলতে হয়। প্রতিনিয়ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। নাহলে যে-কোনও সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। প্রশাসনকে জানিয়েও সমাধান হয়নি। রাস্তা না হওয়ার কারণে নানান সমস্যার মধ্যে পড়ছেন গ্রামবাসীরা। কেউ অসুস্থ হলে গ্রামে ঢোকে না অ্যাম্বুলেন্স। গর্ভবতীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় খাটিয়ায় করে। রাস্তা সমস্যার কারণে ভেস্তে যাচ্ছে একাধিক বিয়ে। আর বর্ষার দিনে এই রাস্তার অবস্থা একেবারেই ভয়ঙ্কর। গ্রামবাসীরা বলেন, এই রাস্তার কারণে মাঝে মধ্যেই বিপদ ঘটছে। ছোট শিশুরা আইসিডিএস সেন্টারে যেতে পারছে না। মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। এমনকি গ্রামে কেউ নিজের বিয়ে করে আসতেও চাইছে না। প্রসূতি মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে বেশ কয়েকবার। তাই তারা অবিলম্বে রাস্তা নির্মাণের দাবি করছেন। তবে তারা সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে এবার বড়ো বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭১ সংখ্যা, সোমবার, ১৫ ভাদ্র, ১৪৩২

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

স্বাধীনতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে কত হাজারো স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ। বাঙালি কি মনে রেখেছে তাদেরকে? আজথেকে প্রায় ৮০ বছর আগের ঘটনা, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সালে একসাথে ৯ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল মাদ্রাজে। তাদের মধ্যে একজন মানকুমার বসু ঠাকুর, তিনি হলেন ভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধী নৌ বিদ্রোহের শহীদ। মানকুমার বসু ঠাকুর এর জন্ম হয়েছিল ২৮শে আগস্ট ১৯২০ সালে। তার আদি নিবাস ঢাকা মালখানগার। মানকুমার বসুর পিতার নাম ছিল ভূপতিমোহন বসু ও মাতার নাম ছিল হেমপ্রভা দেবী। মানকুমার বসু ঠাকুর ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুলে পরতেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৩৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর তিনি পড়ার জন্য ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময় রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন তিনি। পরিবারের অমতে কলেজ ছেড়ে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীতে যোগ দেন মানকুমার বসু। তিনি ভারতীয় উপকূল রক্ষা বাহিনীর ১৩ টি বিভাগীয় পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকার করেছিলেন। ১৯৪২ সালে যখন ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও অন্য দিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 'দিল্লী চলো' আহবানে সৈন্যশিবিরে দেশীয় সিপাইদের মধ্যে বিপুল উত্তেজনা দেখা দেয়। তখন মানকুমার বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীর গোপন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করেন। তারপর তিনি দেশী সিপাইদের মধ্যে বিদ্রোহের চেতনা জাগিয়ে তোলেন। তারই নেতৃত্বে গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যরা সঞ্চিত গোলাবারুদ গোপনে সমুদ্রে ফেলে দিতে থাকে। ইংরেজ ও দেশী সৈন্যদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব ও আনুষঙ্গিক নানা অব্যবস্থার প্রতি অসন্তোষ ধ্বনিত হয়। চতুর্থ মাদ্রাজ উপকূল বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বীজ আছে এই অভিযোগে ১৮ই এপ্রিল ১৯৪৩ সালে সামরিক পুলিশ মানকুমার সহ বারো জনকে গ্রেপ্তার করে। শুরু হলো বিচারের পালা।
মানকুমার বসু সহ ১২ সিপাহীর শুরু হলো বিচার, যুদ্ধে বাধাসৃষ্টি, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে প্ররোচনা ও বিদ্রোহের অপরাধে ৫ই আগস্ট ১৯৪৩ সালে মানকুমার বসুঠাকুর এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। তার সঙ্গে আরো ৮ জনের ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। বাকি তিনজনের মধ্যে আবদুল রহমান ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষের দ্বীপান্তর এবং অনিলকুমার দে'র সাত বছর কারাদন্ড হয়েছিল। এসে গেল সেই প্রহর যখন ৯ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে শহীদ হতে হবে। দিনটি ছিল ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সাল মানকুমার বসু ও বাকি ৮ জন সঙ্গী 'বন্দেমাতরম' স্লোগান দিতে দিতে ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেলেন। একসাথে ৯ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশের জন্য মাদ্রাজের দূর্গে ফাঁসিতে নিজেদের আত্মবিসর্জন দেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। এত বড় স্বাধীনতা সংগ্রাম আর বিশ্বের আর কোনও দেশে হয়েছিল তা তা অবশ্য জানা যায় না। সারা বিশ্ব জুড়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চ প্রস্তুত করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।

বিভূতিভূষণ

১৯৫০ সাল। ১৫ কার্ত্তিক। কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারে নেমে এল ঘন অন্ধকার। তিনদিন আগে ধলভূমগড় রাজবাড়ির আমন্ত্রণে এক সাহিত্যসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। সে দিন সকালেও প্রতিদিনের মতো হাঁটতে বেরুবেন তিনি। তাঁর প্রিয় খাবার শুকনো চিঁড়ে আর নারকোল কোরা খেতে দিয়েছিলেন কল্যাণীদেবী। খাওয়ার পরেই উনি বললেন, বুকে বোধহয় চিঁড়েটা আটকে গেছে, বুকটা কেমন ব্যথা লাগছে। কল্যাণী বুকে পিঠে মাসাজ করে দিয়ে বললেন, আজকে আর হাঁটতে যেও না। বিভূতিভূষণ চিরপথিক, কথা না শুনে যথারীতি হাঁটতে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় রাজবাড়ি থেকে এলো তাঁকে নিয়ে যেতে। অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিকেরা এসেছিলেন এই সভায় সে দিন। হঠাৎ তাঁর শরীর খারাপ হল। কয়েক বার বমি করলেন। অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাঁকে সকলে ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। বেশ ঠান্ডা পড়েছে তখন ঘাটশিলায়। খোলার ছাদের বাড়িতেও খুব ঠান্ডা, তা সত্ত্বেও ওঁকে ভেতরের ঘরে নিয়েই যাওয়া গেল না। চারদিকে কাপড় টাঙিয়ে একটা খাটিয়ায় তাঁকে শোওয়ানো হল। ডাক্তার ভাই নুটবিহারী কোরামিন দেওয়া থেকে শুরু করে গরমজলে সেঁক দেওয়া এবং আনুষঙ্গিক যা যা করার করলেন। সকলের আপ্রাণ দৌড়াদৌড়ি সত্ত্বেও আরও অসুস্থ হতে থাকলেন তিনি। ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ এসে পড়েছেন। তাঁকে দেখে বিভূতিভূষণ বললেন, আমাকে নাম শোনান। এর মধ্যে তাঁর স্ত্রী কল্যাণীদেবী, ভ্রাতৃবধূ যমুনারা বুঝতে পেরেছেন বিভূতিভূষণের মৃত্যু আসন্ন। কল্যাণী স্বামীকে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, তুমি আর দেশের বাড়ি যাবে না? কষ্ট হচ্ছে, তাও উনি বলছেন, তোমরা যাবে, আমি সঙ্গে থাকবো। এমন সময় পাশের ঘরে পুত্র বাবলু, তখন মাত্র তিন বছর বয়স, কেঁদে উঠেছে। উনি কল্যাণীর আঁচল ধরে বাবলুকে নিয়ে আসার জন্য ডাকলেন। কল্যাণী বললেন, আমি কিছুতেই যাব না। ওকে তো এরপর সারাজীবনই কাঁদতে হবে। কিন্তু বিভূতিভূষণ শুনছেন না। বারবার আঁচল ধরে টানছেন কল্যাণীর। অবশেষে কল্যাণী তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন তাকে আনতে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সকলের নাম পাঠ করছেন, উনি কষ্ট হচ্ছে, তাও বললেন, রামপ্রসাদের নাম বললেন না তো?এদিকে কল্যাণী বাবলুকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার দিকে হাসিমুখে তাকালেন বিভূতিভূষণ এবং তাঁর চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো। তখন রাত আটটা বেজে পনেরো মিনিট। পিতা নোহসি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুত্রবধূ মিত্রা বন্দোপাধ্যায়ের কলমে কৌতূহল জাগানো স্মৃতিকথা 'পিতা নোহসি'।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতায় কাজে লাগাতে হবে। নতুনভাবে ভারত গড়ে তুলতে হবে। নিত্য নতুন আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি জাগরিত করে মানব কল্যাণে ব্যবহার .করতে হবে। নিজের মহৎ শক্তির দ্বারা আপনাকে পরিচালিত করে অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা সম্পদ। সেই মানব সম্পদকে সঠিকভাবে রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশ, সমাজ এবং পরিবারকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতকে জাগরিত করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মনের অপরাধীবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে৷ শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

বন্দুক নয়, কলমকেই হাতিয়ার করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়লেন নজরুল

বিশেষ প্রতিবেদক

কাজী নজরুলের রক্তে মিশে রয়েছে বিদ্রোহ। সেখান থেকে তিনি কোনওদিন সরে আসতে পারেননি। তিনি যখন পত্রিকার সম্পাদনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছিল। তাঁর লেখনি শক্তি ইংরেজে সরকারের ভিতকে একেবারে কাঁপিয়ে দিতে শুরু করে। নজরুল কোনও সময়ে কারোর সঙ্গে আপোষ করে থাকেননি। তিনি সব সময়ে নিজের প্রদর্শিত পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বন্ধু মজুফফর আহমেদও নজরুলকে কব্জা করতে পারেননি। নজরুলকে বহুবার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কিন্তু নজরুল সব সময়ে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন নিজেদের দেশের ওপরে ভিত্তি করে। তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু মজুফফর আহমেদের মতো তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে গ্রহণ করেননি। সাম্যবাদকে গ্রহণ করেছেন স্বদেশের চিন্তাধারার মধ্যে থেকে। সেখানে কোনও বিদেশি চিন্তা প্রভাব ফেলতে পারেনি তাঁর মনে। মুজফফর আহমেদের মতো একজন আর্ন্তজাতিক মানের কমিউনিস্ট নেতার সঙ্গ লাভ করেও নজরুল তাঁর নিজের প্রদর্শিত পথ ধরেই সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছেন। বন্ধু মজফফর আহমেদ নজরুলের মানসিকতার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। নজরুল নিজে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাকে পালন করার সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিতেন। দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তিভাবটা এসেছিল তিনি যখন সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ মাতৃকার প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালোবাসা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টে প্রবেশ করে অনুভব করতে পারলেন যে একজন পরাধীন দেশের নাগরিক কতখানি লাঞ্ছিত হয়। সেনা বাহিনীতে প্রবেশ করে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বিদেশি শক্তি ইংরেজ সরকারকে ভারত থেকে বিতারিত না করতে পারলে স্বাধীনতা নাগরিক হিসাবে মর্যাদা পাবেন না। তিনি আবার পাশাপাশি উপলব্ধি করতে পারেন ইংরেজ শক্তি গোটা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি। এই শক্তিকে পরাস্ত করা খুবই অসম্ভব। তারা একমাত্র ভয় পায় কলমকে। কলম দিয়েই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করার একটি মাত্র হাতিয়ার হচ্ছে কলম। কলমই গণজাগরণ ঘটাতে পারে। গণ বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম।
কলকাতায় নজরুল এসেছিলেন চাকরির সন্ধান করার পাশাপাশি সাহিত্য চর্চা করতে এবং বিপ্লবী চিন্তার ধারক বাহক হতে। গ্রামে থেকে জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না। কলকাতা শহরে থাকলে পারলে বহু গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে এবং জীবন চর্চার উন্নতি ঘটবে বলে মনস্থির করে নিয়েছিলেন। কলকাতা তখন বিপ্লবীদের পীঠস্থান। শিক্ষক নিবারণ ঘটকের কাছ থেকে যে মন্ত্র

তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার পূর্ণ বিকাশের কেন্দ্র স্থল হচ্ছে তখন কলকাতা। নজরুল কলকাতায় এসে সাময়িক থাকার স্থান পেলেন বটে। কিন্তু পেটের খোরাক জোগাড় করতে তিনি হিমসিম থেকে শুরু করলেন। কতদিন আর বন্ধু শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উপরে চাপ দিয়ে থাকা যায়। সেই কারণে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সেনা বাহিনীতে যোগদান করবেন। অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চা করতে থাকবেন। যা সিদ্ধান্ত তাই গ্রহণ ছিল নজরুলের আচরণ। তিনি সব সময়ে হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন আর সেই সিদ্ধান্তকে সফল করতে একেবারে কোমর বেঁধে নেমে পড়তেন। কোনওটাই তাঁর পূর্বপরিকল্পনা মাফিক তৈরি হয়নি। সব কিছুই হঠাৎ করে সিদ্ধান্তগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বাস্তবে রূপ পেয়েছে। তাঁর জীবনের গতিবিধির সঙ্গে প্রচণ্ড রকমের মিল দেখতে পাওয়া যায় 'ধূমকেতু'র সঙ্গে। তাঁর চলমান জীবনটাই ছিল ধূমকেতুরই মত। সেনা বাহিনীকে যোগদানের সিদ্ধান্তই হঠাৎ করে জেগে ওঠা। তিনি এবং তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দুইজনে মিলে ইংরেজ সেনা বাহিনীতে যোগদান করবেন। যা সিদ্ধান্ত তাকে স্বার্থক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন দুই বন্ধু মিলে। নজরুলের সেনা বাহিনীতে সেনার কাজ পেলেন। কিন্তু শৈলজানন্দ কাজ পেলেন না। তিনি সেনা বাহিনীর উপযুক্ত নন এই যুক্তিতে সেনা অফিসার তাঁকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে জানতে পারা যায় তাঁর মাতামহ ম্যাজিস্ট্রিট রায়বাহাদুর এর কারসাজিতে শৈলজাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। তারা চেয়েছিল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসুক। শৈলজা ফিরে গেলেন ঘরে। আর নজরুল ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি প্লটনে ভর্তি হলেন। তাঁর ভাষায় 'বঙ্গবাহিনী'। ইংরেজ সেনা বাহিনীতে বাঙালিরা নাম লেখাতে শুরু করে ছিল তার একটি কারণ ছিল তখনকার বাংলা নেতাদের মনে করতেন ইংরেজ সেনা বিভাগে যোগ দিয়ে ইংরেজদের হয়ে যুদ্ধ করতে পারলে দেশের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ফুটে উঠবে। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই আশায় বালি পড়ে গিয়েছিল। "সেদিন ইংরেজর হয়ে যুদ্ধে যাওয়াটা দেশপ্রেমেরই সামিল ছিল। ভারতবর্ষের মনে আশা ছিল ইংরেজ যুদ্ধে জিতলেই তাকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পুরো স্বাধীনতা না দিলেও স্বাধীনতার অনেকগুলি সুযোগ করে দেবে। নতুবা জার্মান জিতলে হবে আরেক প্রস্থ পরাধীনতা, আরেক প্রস্ত অত্যাচার। সুতরাং ইংরেজর অনুকূল্যই করাই দেশের কল্যাণ করা। সেই মর্মে নেতাদেরও সমর্থন ছিল। আজানা দেবতার চেয়ে জানা ভূত অনেক ভালো" (জ্যৈষ্ঠের ঝড়, পৃষ্ঠা-২৫)। সেনা বাহিনীর কঠোর জীবনে থাকাকালীন নজরুল সাহিত্য চর্চা ত্যাগ করেননি। নজরুল প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন বা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন তাকে সারা জীবন কলম পিষে খেতে হবে। এর থেকে রেহাই নেই। সেনা বাহিনীতে বেশি দিন তাঁর থাকা হল না। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দিল ব্রিটিশ সরকার প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরই। তার ফলে আবার বেকার হলেন নজরুল। কিন্তু তিনি তো সাহিত্য চর্চা ত্যাগ করেননি। সেটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেনা জীবনে থাকার সময়ে। সেনা বাহিনীর চাকরি চলে যাওয়ার পরে তার দুইজন বিশেষ অকৃত্রিম বন্ধু পেয়ে যান যাদেরকে আঁকড়ে ধরে তিনি পরবর্তী জীবনটাকে অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'মুক্তি' ছাপতে গিয়ে 'সাহিত্য পত্রিকা'র পরিচালক মুজফফর আহমেদকে বন্ধু করেছিলেন নজরুল। এবার 'আশা' ছাপতে গিয়ে পবিত্র গাঙ্গুলিকে বন্ধু করে নিলেন। নজরুল তো বেকার। তাঁর সময় কাটে গান এবং কবিতা লিখে। সাহিত্য সেবা করেই তাঁর দিন কাটছিল। আর্থিক আয়ের কোনও পথ খোলা ছিল না তখন তাঁর সমানে। সেই সময়ে বন্ধু মুজফফর আহমেদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এখন কী করবেন নজরুল। তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন নজরুল সঙ্গে সঙ্গে।" আপনি এখন কী করবেন? বিপ্লবী মুজফফর আহমদ জিজ্ঞেস করল নজরুলকে। কী করব মানে? বিস্ময় বিশাল চোখ তুলে তাকাল নজরুল। মানে স্রেফ সাহিত্য করবেন, না রাজনীতি করবেন? রাজনীতি করব না তো যুদ্ধে গিয়েছিলাম কেন? উদাত্ত কণ্ঠে হেসে উঠল নজরুলঃ তবে যা অস্ত্র, রাজনীতির চেয়েও বেশি করব। অস্ত্র? কী অস্ত্র আপনার? কারু অস্ত্র কাস্তে, কারু হাতুড়ি কারু বা বাটালি-তুরপুন-আমার অস্ত্র কলম। আমি রাজনীতিকে সাহিত্যায়িত করব। আমি শুধু রাজনৈতিক নই, আমি সৈনিক-সাহিত্যিক। আমারও তো সেই আকাঙ্খা। উল্লাসিত হল মুজফফর। আরও বেশি করব। রহস্যময়ের মত বললে নজরুল।" (জ্যৈষ্ঠের ঝড়, পৃষ্ঠা-৪৭)। মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকলো পত্রিকা প্রকাশ করার প্রবল ইচ্ছা। নজরুলের এই গোপন ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বন্ধু মুজফফর আহমেদ। সাথী হয়েছিলেন ফজলুল হক সাহেব। আবুল কাসেম ফজলুল হক। কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম সারির উকিল। বাড়ি তার বরিশাল। প্রচণ্ড বাঙাল। তার চেয়ে বেশি প্রকাণ্ড বাঙালি ফজলুল হক সাহেব পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহ দেখালেন। অবশেষে কাগজ প্রকাশ হয়েছিল।

পাঠকদের কলমে
শতবর্ষে উত্তম কুমার

শঙ্করলাল কর্মকার

(উত্তম শতবর্ষ শুরু ৩ সেপ্টেম্বর। তাঁকে নিয়ে বহু লেখা আসতে শুরু করেছে। প্রথম লেখাটি প্রকাশ করা হল।)

উত্তমকুমারের বিপরীতে সুচিত্রা সেন সবথেকে জনপ্রিয় হলেও সুপ্রিয়া ও সাবিত্রীকে প্রাসঙ্গিকতার বিচারে আমি সমান মনে করি।
উত্তম সুচিত্রা সবথেকে বেশী হিট কালজয়ী জুটি। সুচিত্রা সেনের বিপরীতে ছবি উত্তমকে প্রথম ব্লকবাস্টার দেয়। সিনেমার নাম অগ্নিপরীক্ষা। তারপর শাপমোচন, হারানো সুর, পথে হল দেরী, বিপাশা, গৃহদাহ, চন্দ্রনাথ একের পর এক গোল্ডেন সিলভার জুবিলি সিনেমা এগুলো। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু জুটি ভেঙে গিয়েছে ইগোর লড়াইতে। কিন্তু সুচিত্রার সাথে জুটিটা ভাঙে নি উত্তমের মানসিক ঔদার্য্য ও পেশাদারিত্বের কারনে। সুচিত্রার নাম আগে যাবে, ও টাকা বেশী পাবে, ওকে ক্যামেরা বেশী ধরবে - সব শর্ত মেনে নিয়েছিলেন তিনি। সুচিত্রাও উতু নামে ডেকে তাকে বানিয়েছিল বন্ধু। যদিও পর্দায় দুজনার টক্কর খুব উপভোগ করত দর্শকেরা। মান্যতায় এই জুটি ভারত শুধু নয় গোটা বিশ্ববাংলাতেই খুব সমাদৃত এতে কোন সন্দেহ নেই। তাই এই জুটিকে নিয়ে বেশী কলমের কালি খরচের দরকার নেই।
উত্তম সুপ্রিয়া জুটিকেই বা কম বলা যায় কিসে! ছবি সংখ্যায় এরা নম্বর ওয়ান। প্লাস এটা রিল ও রিয়াল ডবল জুটি। পর্দার বাইরেও উত্তম সুপ্রিয়ার অনেক উপাখ্যান ছড়িয়ে আছে। সেগুলোকেও কিন্তু কাউন্ট করতে হবে। শুন বরনারী, জীবন মৃত্যু সুর্য্যশিখা, চিরদিনের, শুধু একটি বছর, কাল তুমি আলেয়া, সন্ন্যাসী রাজা, সব্যসাচীর মতো একের পর এক সফল ছবি এই জুটি থেকে আমরা পাই। শুধু পর্দার হিসাবে অবশ্যই প্রথম জুটি থেকে পিছিয়ে কিন্তু রিয়েলিটি বা বাস্তবতায় এদের সম্পর্ককে ধরলে প্রায় সমানেই চলে আসে। সুপ্রিয়া যে রান্না জানতেন সিনেমা জগতের সেলিব্রিটিমহল বাদ দিন, গোটা কলকাতা শহরে তা আর কেউ জানত কিনা সন্দেহ, তিনি যেভাবে উত্তমকে শরীর মনের বন্ধনে আগলে রেখেছিলেন, যত্ন করেছিলেন, ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তারিফ করতেই হয়। সুপ্রিয়ার ফিগার তো একদম মার্বেল কাটিং করা, অজন্তা ইলোরা বা খাজুরাহের ভাস্কর্য্যের মতো আকর্ষনীয়, এখানে বাকি দুজনার চেয়ে তিনি অনেকটা এগিয়ে তাই সমস্ত যোগ করে তাকেও সমান জায়গাতেই রাখব। নাও মানতে পারেন। না মানারও আছে অধিকার।
শেষে বলব উত্তম সাবিত্রী জুটির কথা। এই জুটির ছবি সংখ্যাও প্রায় কাছাকাছি। রাজা সাজা, হাত বাড়ালেই বন্ধু, ভ্রান্তিবিলাস, নিশিপদ্ম, অভয়ের বিয়ে, ধন্যি মেয়ে, নবজন্ম, মৌচাক ইত্যাদি ছবিতে এই জুটি মানুষের মন জয় করেছিল। সাবিত্রী অন্য ধারার শ্যামলা সুন্দরী, তাঁর চেহারা ভালো ছিল, চোখদুটো খুব সুন্দর। তবে তিনি সুচিত্রার মতো গ্ল্যামার অথবা সুপ্রিয়ার মতো পার্সোনালিটি দিয়ে নয়, অন্যভাবে নিজেকে ভালো লাগিয়েছিলেন। সাবিত্রীর অভিনয় ক্ষমতা ছিল তুখোড়, সবার থেকে ভালো। বিশেষ করে কমেডির টাইমিং এ সাবিত্রীর চৌহদ্দির মধ্যে আসার ক্ষমতা কোন হিরোইনের ছিল না। ট্রাজিক রোলও সাবিত্রী এমন ফোঁটাতো, নিজের চোখে জল সে যত দ্রুত আনতে পারতো একইভাবে আনিয়ে ছাড়ত দর্শকের চোখে। সাবিত্রীও ব্যাক্তিগতভাবে উত্তমের সাথে প্রেমে জড়িয়ে ছিলেন কিন্তু সেটা প্রাইভেট ছিল, ততটা পাবলিক হয় নি। পরে ব্রেক আপ হয়, যদিও পরবর্তীকালেও সাবিত্রীকে খুব স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন উত্তম। সাবিত্রীরই একমাত্র রেকর্ড আছে উত্তমের সাথে নাটক করার। শ্যামলী নাটক ইতিহাস তৈরি করেছিল। এছাড়াও কৃষ্টি ও সৃষ্টি বলে একটি নাট্যদলে সাবিত্রী উত্তমের সাথে কাজ করেছিলেন। সাবিত্রী ক্যারেকটার রোলও করেন কাল তুমি আলেয়া, গৃহদাহ এবং প্রতিশোধ ছবিতে যা তার ভার্সেটালিটি কে তুলে ধরে। কাজেই বৈচিত্র্যবিচারে এই জুটিও উপরের দুটি জুটির সমান, মতামত ব্যাক্তিগত এবং বিরোধযোগ্য। তবে উত্তমের পাশে যেখানেই দেখা গেছে চরিত্রটি একটু ভিন্নধর্মী, সাবিত্রী সেখানে এসে মাত করে দিয়ে প্রচুর অ্যাটেনশান নিয়ে চলে গিয়েছেন। সাধে কি উত্তম বলতেন, ওর সাথে অভিনয় করার সময় আমাকে সতর্ক থাকতে হয়! ব্যবসা, জনপ্রিয়তা এবং স্থায়ীত্বের নিরিখে উত্তম সুচিত্রা জুটি সর্বশ্রেষ্ঠ এতে কোন সন্দেহই নেই। কারন এই ফ্যাক্টরগুলোই কাউন্ট হয়। তবে বাকিরা ফেলনা যেমন নয়, যদি একটু বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে বিচার করা যায় দেখা যাবে অন্য নায়িকাদের সাথে উত্তমকুমারের জুটি কোন এক বা দুই দিক দিয়ে এই জুটির চেয়ে স্বতন্ত্র। আর সেই চুলচেরা বিচারেই এই তিন জুটিকেই পক্ষপাতহীন লেখা।

আঞ্চলিক নাম গ্রহণে মেট্রো স্টেশন

বিশেষ প্রতিবেদক

শহরজুড়ে মেট্রো স্টেশনের নামকরণে সরলতা ও কার্যকারিতার জরুরি প্রয়োজন।
একটি শহরের পরিবহন ব্যবস্থা শুধু তার অর্থনীতি, প্রযুক্তি বা জনজীবনের গতিশীলতার সঙ্গে জড়িত নয়, বরং তার সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতারও প্রতিফলন ঘটায়। বিশেষ করে মেট্রো রেল বা শহুরে রেলব্যবস্থা যখন নগরবাসীর অন্যতম প্রধান চলাচলের মাধ্যম হয়ে ওঠে, তখন প্রতিটি স্টেশন শুধু যাতায়াতের জায়গা নয়, বরং মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। এই স্টেশন গুলির নাম তাই নিছক ভৌগোলিক পরিচয় নয়, বরং তা মানুষের জন্য দিকনির্দেশক, স্মৃতির সঙ্গে জড়িত প্রতীক, এবং শহরের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের শহরের বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনের নামকরণে এমন এক জটিলতা তৈরি হয়েছে যা সাধারণ নাগরিকের জন্য বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সরল, কার্যকর এবং সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নামকরণের প্রয়োজনীয়তা এখন অতীব জরুরি হয়ে উঠেছে।
শহরের ভেতরে স্টেশনগুলির নাম যদি অতিরিক্ত দীর্ঘ, জটিল কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ওঠে, তবে যাত্রীদের অসুবিধা হয়। সাধারণ মানুষ প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে মেট্রো ব্যবহার করেন দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য যাতায়াতের জন্য। সেই যাত্রার মধ্যে যদি স্টেশনের নাম মনে রাখা বা উচ্চারণ করাই কঠিন হয়ে ওঠে, তবে তা কার্যকারিতার পরিপন্থী। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোনও স্টেশনের নাম অতি দীর্ঘ হয় বা একসঙ্গে একাধিক শব্দে ভরা থাকে, তবে ঘোষণায় শোনা, মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া বা কথোপকথনে ব্যবহার করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। শহরের বৃদ্ধ, শিশু কিংবা অশিক্ষিত মানুষও যাতে সহজে নাম বুঝতে ও মনে রাখতে পারেন, সেটিই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য।
এই সমস্যার আর একটি দিক হলো নামকরণে রাজনৈতিক বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক প্রভাব। অনেক সময় দেখা যায়, কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করার জন্য স্টেশনের নাম দেওয়া হয়। যদিও ঐতিহাসিক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই নাম যদি

সাধারণ মানুষের পরিচিত ভৌগোলিক নির্দেশনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। নাগরিকদের জন্য স্টেশনের নামের প্রথম কাজ হলো সহজে পথ নির্দেশ দেওয়া। যদি নামটির সঙ্গে এলাকার কোনো সম্পর্ক না থাকে, তবে যাত্রীদের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়। একটি জায়গার সঙ্গে সম্পর্কিত ভৌগোলিক নাম বা বহুল পরিচিত স্থানীয় নাম সবসময় যাত্রীদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।
শহরের মানচিত্রে সহজ যোগাযোগের জন্য স্টেশনের নামকরণ প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইউরোপ বা আমেরিকার বড় শহরগুলিতে মেট্রো স্টেশনের নাম সাধারণত জায়গার নাম, রাস্তার নাম বা স্থানীয়ভাবে সুপরিচিত কোনও স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে নির্ধারণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় যাত্রী বুঝতে পারেন তিনি শহরের কোন অংশে পৌঁছেছেন। এর বিপরীতে, যদি নামটি অপ্রাসঙ্গিক হয়, তবে নতুন যাত্রী বা পর্যটকরা আরও বেশি সমস্যায় পড়েন। কলকাতা বা অন্যান্য ভারতীয় শহরের মেট্রো রেলপথে বিদেশি পর্যটকদের উপস্থিতি ক্রমেই বাড়ছে, তাদের জন্যও সরল নামকরণ অপরিহার্য। নামের সরলতার গুরুত্ব আরও একটি কারণে বাড়ছে। বর্তমানে স্মার্ট ফোন, মোবাইল অ্যাপ, অনলাইন মানচিত্র বা জিপিএস সেবার মাধ্যমে মানুষ মেট্রোর দিকনির্দেশ পেয়ে থাকেন। যদি কোনও নাম খুব দীর্ঘ হয়, তবে তা টাইপ করতে বা খুঁজে পেতে সমস্যা হয়। এর পাশাপাশি ঘোষণার ক্ষেত্রে দীর্ঘ নাম উচ্চারণে সময় বেশি লাগে, যার ফলে যাত্রীদের বিরক্তি এবং বিভ্রান্তি বাড়ে। একটি ছোট, সহজে উচ্চারণযোগ্য নাম প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও বেশি কার্যকর।
শহরের মেট্রো স্টেশন নামকরণ নিয়ে আর একটি দিক হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিচয়। নাম যদি শহরের ইতিহাস, সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তবে তা নাগরিকদের কাছে গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শর্ত হলো, সেই নাম সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কোনও অপ্রচলিত বা অজানা নাম যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা নামের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। মানুষ সেই নাম ব্যবহার করতেই চান না, বরং স্থানীয় প্রচলিত নামেই স্টেশনটিকে চিহ্নিত করতে থাকেন। এর ফলে সরকারি নাম বাস্তবে কার্যকর হয় না।
এই প্রেক্ষিতে আমাদের শহরের প্রশাসনের উচিত একটি পরিষ্কার নীতি গ্রহণ করা। নামকরণে প্রথমত অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত স্থানীয় ভৌগোলিক পরিচয়কে। দ্বিতীয়ত, নামটি যেন সর্বসাধারণের কাছে সহজে উচ্চারণযোগ্য এবং মনে রাখার মতো হয়। তৃতীয়ত, ইতিহাস বা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত নামকরণ করা যেতে পারে, তবে শর্ত হলো নামটি যেন প্রাসঙ্গিক হয় এবং এলাকার মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে। এ ছাড়া নাগরিক সমাজের মতামত নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি। কোনও স্টেশনের নাম নির্ধারণের আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করা হলে বিভ্রান্তি অনেকটাই কমে যাবে। মেট্রো স্টেশনের নাম শুধু দিকনির্দেশক নয়, বরং শহরের ভাবমূর্তির অংশ। একটি আন্তর্জাতিক শহরে নামের মধ্যে যদি জটিলতা বা বিভ্রান্তি থাকে, তবে তা বাইরের মানুষের চোখে শহরের প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে। অন্যদিকে সরল, সুন্দর ও কার্যকর নাম শহরের পরিকাঠামো কে আরও আধুনিক এবং যাত্রীবান্ধব করে তোলে। সর্বশেষে বলা যায়, শহরের ক্রমবর্ধমান মেট্রো নেটওয়ার্ক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে। এই নেটওয়ার্কের স্টেশনগুলির নামকরণে সরলতা, কার্যকারিতা এবং মানুষের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক।

'দৃষ্টিকোন'
রাধাগোবিন্দ কর

রাধাগোবিন্দ কর (আর জি কর) ২৩ আগস্ট ১৮৫২। ব্রিটিশ ভারতের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁর পিতার নাম ডাক্তার দুর্গাদাস কর। তাঁর ভাই রাধামাধব কর ছিলেন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এবং সফল নাট্যব্যক্তিত্ব।রাধাগোবিন্দ কর হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণের জন্য

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেও নানা কারণে এক বছর পরে কলেজ ত্যাগ করেন। তিনি ১৮৮০খ্রিস্টাব্দে পুনরায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন ও ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যান। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রীলাভ করে দেশে ফিরে আসেন। ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলঃ ডঃ রাধাগোবিন্দ কর ভারতে ফিরে আসলে কলিকাতায় একটি জাতীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি একটি বৈঠক আহ্বান করেন। ওই সালের ১৮অক্টোবর ডঃ মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ডঃ অক্ষয় কুমার দত্ত,ডঃ বিপিন বিহারী মৈত্র,ডঃ এম. এল. দে, ডঃ বি. জি ব্যানার্জী এবং ডঃ কুন্দন ভট্টাচার্য্যের মত কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক দের উপস্থিতিতে ঐ বৈঠকে ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।এই সিদ্ধান্ত থেকে ১৬১,বৈঠকখানা বাজার রোডে ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শীঘ্রই ১১৭, বৌবাজার স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়। ডঃ রাধাগোবিন্দ কর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল রাখা হয় এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল এবং অপর একটি বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ অব ফিজিসিয়ানস অ্যান্ড সার্জেন্স অব বেঙ্গল একত্রীভূত হয়ে দ্য ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ অব ফিজিসিয়ানস অ্যান্ড সার্জেন্স অব বেঙ্গল তৈরী হয় যাকে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ নামে উদ্বোধন করা হয়। ডঃরাধা গোবিন্দ কর এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। বর্তমানে এই কলেজ তাঁর নামানুসারে রাধাগোবিন্দ কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল নামে পরিচিত।

অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের ঝুড়িতে সবজি দিয়ে যাচ্ছেন প্রসূতি মায়েরাই!

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩১ আগস্টঃ কিছুদিন আগেই আশা কর্মীদের বিক্ষোভ দেখেছে কলকাতায়। সেখানেও ফের পুজোয় অনুদান দেওয়া হলেও তাঁদের বেতন কেন বাড়ছে না তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন হাজার হাজার আশা কর্মী। এবার ক্ষোভ বাড়ছে অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলিতেও। বরাদ্দ কমেছে। অগত্যা আইসিডিএস কেন্দ্রে ঝুড়ি পেতে সবজি সংগ্রহ করছেন দিদিমণিরা। এই ছবিই দেখা যাচ্ছে বাঁকুড়ার আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে। দিদিমণিরা বলছেন মাথাপিছু যে বরাদ্দ করা হচ্ছে তা দিয়ে আর যাই হোক রান্না করা পুষ্টিকর খাবার দেওয়া কার্যত অসম্ভব। অগত্যা জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বাঁকুড়ার আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে ঝুড়ি পেতে খোদ উপভোক্তাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করা হচ্ছে সবজি। যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এদিকে শিশু-প্রসূতি মায়েদের অপুষ্টি ঠেকাতে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলি থেকে প্রতিদিন নিয়ম করে প্রসূতি মা ও শিশুদের রান্না করা পুষ্টিকর খাবার দেওয়া নিয়ম। তার জন্য চাল, ডাল সরবরাহ করে সরকার। জ্বালানি, সবজি ও ডিমের জন্য দেওয়া হয় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকাও। উত্তরোত্তর বাজারদর বৃদ্ধি পেলেও পাল্লা দিয়ে বাড়েনি সেই বরাদ্দ টাকার অঙ্ক। জানা গিয়েছে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে দুধরনের খাবার দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। দু'ধরনের খাবারের জন্য বরাদ্দ রয়েছে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা। খিঁচুড়ির দিনগুলিতে প্রসূতি মায়েদের জন্য বরাদ্দ মাথাপিছু ১ টাকা ৬৩ পয়সা। শিশুদের বরাদ্দ আরও কম। শিশুদের মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ১ টাকা ০৯ পয়সা। যেদিনগুলিতে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে ভাত রান্না করার নিয়ম সেদিন শিশুদের খাবারের জন্য চাল বা ডাল বরাদ্দ থাকলেও জ্বালানি বা সবজির জন্য কোনও বরাদ্দই নেই বলে জানা যাচ্ছে। ওই দিনগুলিতে প্রসূতি মায়েদের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৮৪ পয়সা। এখন এই সামান্য বরাদ্দে উপভোক্তাদের ওই পুষ্টিকর খাবার দিতে না পারায় আইসিডিএস কেন্দ্রগুলি শুরু করেছে নতুন পদ্ধতি। এলাকার এক মহিলা বলছেন, ''দিদিমণিরা বলেছেন যাঁর যেমন ক্ষমতা তেমন সবজি দিতে। রোজ যে ভাল-মন্দ দিতে পারি এমন নয়। যেমন পাই তেমনই খাই।'' আর এক গর্ভবতী মহিলা বলছেন, ''আমরা তো এখানে পুষ্টিকর খাবার খেতে পারি না। তাই দিদিমণিরাই সবজি নিয়ে আসতে বলেছেন। সে কারণেই যে যেমন পারছি নিয়ে এসেছি।'' আরতি দে নামে আইসিডিএস কর্মী বলছেন, ''সেন্টার চালাতে খুবই অসুবিধা হয়। জ্বালানিতে তো হয় না। ডিমের দাম খুব বেশি। এখন অফিস থেকে নির্দেশ দিয়েছে সবজি সংগ্রহ করার। ঝুড়িও দিয়েছে। বলেছে প্রসূতি মায়েদের বলে দেবেন সবজি দিয়ে যাওয়ার কথা। তাই আমরা ওদের বলেছি তোমাদের যেমন যেটুকু পারবে দিয়ে যাবে।'' আইসিডিএস কেন্দ্রের সামনে সাতসকালেই একটি ঝুড়ি পেতে দিচ্ছেন আইসিডিএস কেন্দ্রের দিদিমনিরা। সেই ঝুড়িতে প্রসূতি মা ও শিশুদের অভিভাবকদের সাধ্যমতো সবজি রেখে দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। সংগৃহীত সেই সবজি দিয়েই কোনওমতে রান্না করা খাবার উপভোক্তাদের পাতে তুলে দিচ্ছেন আইসিডিএস কর্মীরা। আইসিডিএস কর্মীদের দাবি বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের নির্দেশে তাঁরা এই কাজ করছেন। ঝুড়িও দিয়েছে তারাই। তা নিয়েই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলিকে সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হলেও কেন আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিকে এভাবে সবজি সংগ্রহের পথ ঠেলে দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।

প্রধান শিক্ষক রাজি হননি, তবুও চাপ দিয়ে নিয়োগ, সেই শিক্ষকই এখন 'দাগি'

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩১ আগস্টঃ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করাতে চান নি, কিন্তু পরে চাপ দিয়ে তাঁকে স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে বাধ্য করানো হয়েছে। সেই শিক্ষকের নামই এখন দাগিদের তালিকায়। বিস্ফোরক প্রধান শিক্ষক। মালদহের চাঁচলের খরবা এলাকার হরিনারায়ণ এগ্রিল হাইস্কুলের বাংলা বিষয়ের শিক্ষক আজাদ আলি মির্জার নামও রয়েছে দাগিদের তালিকায়। জানা গিয়েছে, আজাদ সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। এলাকায় তিনি যথেষ্ট প্রভাবশালী বলেও জানা যাচ্ছে। নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ২০২১ সালে এই স্কুলে যোগ দিয়ে ছিলেন তিনি। এক বছর চুটিয়ে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু পড়ুয়াদের তিনি কী পড়িয়েছেন, সেটা জানা নেই ছাত্র এমনকি শিক্ষকদেরও। সবচেয়ে বড় বিষয়, যেদিন তিনি স্কুলে যোগ দিতে আসেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে থাকা

নিয়োগপত্রে কোনও স্বাক্ষর ছিল না। প্রধান শিক্ষক তাঁকে কাজে যোগ দিতে দেননি। পরবর্তীতে এসএসসি দফতর থেকে মির্জা সাহেবের নিয়োগপত্র প্রধান শিক্ষককে ই-মেইলে পাঠানো হয়। সেকথা জানাচ্ছেন খোদ প্রধান শিক্ষক। যদিও ২০২৩ সাল থেকে স্কুলে আর যাননি কালিয়াচকের বাসিন্দা মির্জা সাহেব। কেন তিনি স্কুলে আর যাননি, সেটা কেউ জানে না। এখনও তাঁর মোবাইল ফোন সুইচ অফ। এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়েছে চাঁচলজুড়ে। মানুষজনের বক্তব্য, এই ঘটনাতেই পরিস্কার, রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হোসেন আলি বলেন, ''ও আমাদের স্কুলে লক ডাউনের সময়ে এসেছিল। রেকমেনডেশনটা বাই পোস্টে আসেনি, হাতে হাতে এসেছিল। তাই আমি ওকে জয়েন করাতে চাইনি। পরে মেইলে রেকমেনডেশন আসে। ডিআই-এর পরামর্শ নিয়ে জয়েন করাই। ২০২০ সালে জয়েন করে, ২০২১-২২-এর মধ্যেই চলে যায়। ১০-১২ মাস চাকরি করে।'' প্রসঙ্গত, শনিবারই 'দাগি'দের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তাতে ১৮০৬ জনের নাম রয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ওয়েবসাইটে দাগিদের এই তালিকা আপলোড করা হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, এটাই চূড়ান্ত তালিকা। এতে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষকদের নাম আছে। এরপর আর কোনও তালিকা প্রকাশিত হবে না বলে কমিশন সূত্রের খবর। বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে দাগিদের তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিল।

পায়ের পাতায় বেধড়ক মার, ওড়িশায় কাজে গিয়ে নির্যাতনের স্বীকার বাংলার ছেলে

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩১ আগস্টঃ প্রথমে গণপিটুনি, পরে অকথ্য নির্যাতনের অভিযোগ। এমনকী, পায়ের পাতায় বার বার লাঠির বাড়ি। গোটা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। পা ফেলে চলতে পারছেন না পরিযায়ী শ্রমিক। প্রায় পঙ্গুর মতো অবস্থা গুরুতর জখম অবস্থায় ওড়িশা থেকে ফিরলেন আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলাদেশি সন্দেহে অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। পরিযায়ী শ্রমিকের নাম বিনয় বেসরা। বাড়ি মালদহের গাজোল থানার চিলিমপুর এলাকায়। গত পনেরো দিন আগে ওড়িশার বালিশ চন্দ্রপুরে কাজে যায়। অভিযোগ, সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বলায় তাঁকে ধরে প্রথমে গ্রামবাসীরা গণপিটুনি দেয়। পরে পুলিশ পৌঁছলে পুলিশের সামনেও চলে মারধর। তাঁর পরিচয়পত্র সহ ব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। থানায় নিয়ে গেলে সেখানে পুলিশও আবার মারধর করে বলে অভিযোগ। আক্রান্ত আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে গাজোল পঞ্চায়েত সমিতিতে নিয়ে আসা হয়। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন ও ব্লক সভাপতি দীনেশ টুডু সরব হন। পরিযায়ী শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা সহ আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিক বিনয় বেসরা

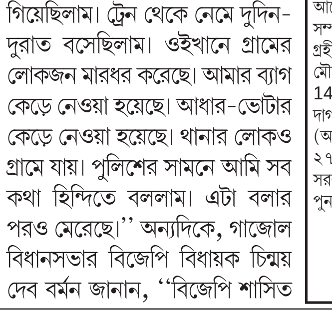

বলেন, ''আমি ওড়িশায় কাজে গিয়েছিলাম। ট্রেন থেকে নেমে দুদিন-দুরাত বসেছিলাম। ওইখানে প্রথমে লোকজন মারধর করেছে। ব্যাগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আধার-ভোটার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। থানার লোকও গ্রামে যায়। পুলিশের সামনে আমি সব কথা হিন্দিতে বললাম। এটা বলার পরও মেরেছে।'' অন্যদিকে, গাজোল বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানান, ''বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলায় হেনস্থার ঘটনা আমি মোটেই মানতে পারছি না। এটা বিরোধীদের চক্রান্ত।''

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
বাদল চন্দ্র রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ সিদ্ধার্থ কুমার দুগর
ঠিকানাঃ গোধি নিবাস, ওয়ার্ড নং-১০, সর্দার সহর জেলা, চুর, রাজস্থান
গ্রহীতাঃ বাদল চন্দ্র রায়
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ IV-13 নং বহি 20/10/20 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 3772/24 - 25/09/24
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0720/7538
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার ৩০দিনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কাছে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। নিম্নে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/গ্রহীতা ও বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ মৌজাঃ গজলডোবা, জে.এল. নং 09, J.L. No.-14, R.S. খতিয়ান 526 R.S. দাগ 524 L.R. দাগ 1051 L.R. খতিয়ান 410 মোট জমি 1.19 (আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭/০২/২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ বাদল চন্দ্র রায়
পিতাঃ নবদু রায়
ঠিকানাঃ পাখুড়ীতলা, পোঃ গড়ালবাড়ী, কোতআলী, জলপাইগুড়ি

কৃষ্ণনগরে তরুণী-খুনে গ্রেফতার মূল অভিযুক্তর মামা, এখনও অধরা দেশরাজ সিং

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৩১ আগস্টঃ কৃষ্ণনগরের কলেজছাত্রী ঈশিতা মল্লিক খুনের ঘটনায় নয়া মোড়। অভিযুক্ত দেশরাজ সিংয়ের মামা কুলদীপ সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, কুলদীপকে খুনের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করা, আশ্রয় দেওয়া এবং তথ্য গোপন করার মতো একাধিক অভিযোগে মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, মূল অভিযুক্ত দেশরাজ আদতে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হলেও দীর্ঘদিন উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরে থাকতেন। কৃষ্ণনগরে কলেজছাত্রীকে খুনের পর সে নিজের রাজ্যে পালিয়ে যায় বলে অনুমান পুলিশের। অভিযুক্তকে ধরতে কৃষ্ণনগর থানার বিশেষ দল উত্তরপ্রদেশের তিনটি আলাদা ঠিকানায় অভিযান চালায়। তল্লাশিতে দেশরাজের বাড়ি থেকে একটি সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার দেওরিয়ার কাছাকাছি এলাকায় অভিযান চালিয়েই পুলিশ কুলদীপ সিংকে ধরে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে সম্পর্ক ভাঙতে চাইছিলেন ঈশিতা। কিন্তু দেশরাজ সেই সম্পর্কে আঁকড়ে থাকতে চাইছিলেন। বারবার হুমকি দিতে থাকেন তিনি। এমনকি আত্মহত্যার চেষ্টা করে তার ভিডিও ঈশিতাকে পাঠায় বলে উঠে আসে

তদন্তে, তবু মেয়েটি নরম হননি। এরপরই খুনের ছক কষে বলে মনে করছে পুলিশ। অভিযুক্ত দেশরাজ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে বন্দুকের ছবি শেয়ার করে লিখেছিলেন, 'ডেডবডি সুন'। সেই বার্তার রহস্য আজ স্পষ্ট হচ্ছে। তদন্তকারীদের ধারণা, দেশরাজের গোরক্ষপুরের খুড়তুতো ভাই নীতিন প্রতাপ সিংয়ের সঙ্গে আগে থেকেই পরিকল্পনা হয়েছিল খুনের। সব দিক খতিয়ে দেখে পুলিশ এখন আশা করছে ধৃত কুলদীপ সিংকে জেরা করলেই খুনের আসল কারণ ও পুরো ষড়যন্ত্র পরিষ্কার হয়ে উঠবে। গত সোমবার কৃষ্ণনগরে ওই কলেজছাত্রীর বাড়িতে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দেশরাজ। পরিবারের সদস্যদের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে দোতলায় উঠে যান। ঈশিতাকে সামনে পেয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেন তাঁকে। ঘটনাস্থলেই তরুণীর মৃত্যু হয়। নিহত তরুণীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন তার মা ও ভাই। দেবরাজকে বাড়িতে ঢুকতে বাধা দেওয়া হলেও বন্দুকের ভয় দেখিয়ে দোতালায় উঠে যায়। তাঁদের চোখের সামনেই মেয়েকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে, তরুণীর মায়ের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। তবে তাঁকে ধরার আগেই ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় অভিযুক্ত।

সিল্কফ্লেক্স পলিমার্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৫১৯০৯ডব্লু২০১৬পিএলসি২১৫৭৩৯
রেজি. অফিসঃ দাগা কমপ্লেক্স, সুলাটি জলধুলাগরি, সাঁকরাইল, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১১৩০২
যোগাযোগ নং.ঃ +৯১ ৮১০০৮ ৬২০১৫
ইমেলঃ investors@silkflexindia.in, ওয়েবসাইটঃ www.silkflexindia.in

নবম (নবম) বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিল্কফ্লেক্স পলিমার্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('কোম্পানি') (সিআইএনঃ এল৫১৯০৯ডব্লু২০১৬পিএলসি২১৫৭৩৯) কোম্পানির সদস্যদের নবম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:৩০ মিনিটে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ সর্বশেষ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই সর্বশেষ সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ০৩ অক্টোবর, ২০২৪) কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের এজিএম-এর নোটিসে নির্ধারিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায়।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন সকল যোগ্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) / কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট অফ কোম্পানির সাথে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নিবন্ধিত। এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.silkflexindia.in-এও পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে যাতে যোগ্য সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে যাতে কোম্পানির যোগ্য সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করা যায়। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এনডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.silkflexindia.in এ প্রকাশিত হয়েছে।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। যার বিস্তারিত তথ্য কোম্পানি কর্তৃক সভার নোটিশে দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভায় সশরীরে উপস্থিত থাকার এবং অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার কোনও বিধান রাখা হয়নি। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বইয়ের অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শনিবার থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর সাথে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০, এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪ এবং আইসিএসআই দ্বারা জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের অধীনে প্রয়োজনীয় বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলঃ

১. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫,
২. কোম্পানির রিমোট ই-ভোটিং সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ভারতীয় সময় সকাল ১০.০০টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না। সদস্যরা একবার ভোট দেওয়ার পরে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না,
৩. যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নির্ধারিত তারিখে অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি কেবল বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন,
৪. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের পর, যে ব্যক্তি শেয়ার অধিগ্রহণ করেন এবং কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যদি শেয়ারহোল্ডার ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন
৫. বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা ভিসি এবং ওএভিএম এর মাধ্যমেও বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবেন তবে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না,
৬. ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য কোম্পানিটি অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব মিস কবিতা শ-কে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে,

সদস্যদের মনে রাখতে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এমসিএ এবং এসইবিআই সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানিটি কোম্পানির সদস্যদের কাছে এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনও কপি পাঠাবে না।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা এনডিএসএল-এর সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মহাত্রেকে evoting@nsdl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
সিল্কফ্লেক্স পলিমার্স (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নিকিতা জয়সওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ হাওড়া
তারিখঃ ০১.০৯.২০২৫

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড

সিআইএন - এল৬৫৯৯৩ডব্লুবি১৯৮১পিএলসি০৩৪২৫২
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ (০৩৩) ২২৫৪-৩১০০, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৫৪-৩১৩০,
ইমেলঃ sec@somanys.com, ওয়েবসাইটঃ www.spotlightvanijya.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টায় ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা ৭০০০০১-এ অবস্থিত তার নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে, যা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। কোম্পানি ৩০শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যদের কাছে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠিয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর ৪৪ নং নিয়ম মেনে সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (ই-ভোটিং) ব্যবহার করে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, কেবলমাত্র তারাই বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। যারা কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (ভারতীয় সময় সকাল ৯.০০টা) থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (ভারতীয় সময় বিকেল ৫.০০টা) পর্যন্ত শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সকল সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট/পোলের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
বার্ষিক সাধারণ সভার আগে যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও বার্ষিক সাধারণ সভার সময় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানি কর্তৃক ইলেকট্রনিকভাবে নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আবার ভোট দিতে পারবেন।
রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন। কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা evoting@nsdl.com ইমেল ঠিকানায় এনএসডিএল হেল্প ডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ৯১ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন।
বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.spotlightvanijya.com) এবং এনএসডিএলের ই-ভোটিং ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এ তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে। এই ফলাফল কোম্পানি কর্তৃক কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই)-তেও পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.spotlightvanijya.com) এবং সিএসই (www.cse-india.com) এ পাওয়া যাবে।

স্পটলাইট ভানিজ্য লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(মুকুল সোমানি), ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০১২৪৬২৫

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০.০৮.২০২৫

NOTICE

I, Md Abul Basar Sk S/O Nurul Islam, date of Birth 05.02.1988, residing at Village- Sidhori, P.O. Sidhori, P.S. Suti, District Murshidabad, West Bengal, PIN-731222, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name is Nurul Islam which has been recorded in my Aadhaar Card (being No 8393 2710 5442), Voter Card (being No FKG3298726), PAN Card (being No BMYPB0700M) instead of Nurul Ialam which is wrongly recorded in my Driving Licence (being No WB-5720130051231) vide affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M 1st Class Court at Berhampore, Murshidabad on 27th August, 2025. Nurul Islam and Nurul Ialam is the same and one identical person.

TENDER NOTICE

The Pradhan, Gagnabad GP, Purulia invites tender for Civil works vide ref. **NITe no-04, 07,08/2025-26/GGP, 2025_ZPHD_894453, 2025_ZPHD_894513, 2025_ZPHD_894529 and NITe no-09, 10/2025-26/GG P 2025_ZPHD_896041.** Last submission date **02.09.25 upto 4.00 pm** and **06.09.25 upto 4.00 pm** respectively. Tender can be made online through the website **http://wbtenders.gov.in** and others details may be obtained from the under signed office address.
Sd/- **Pradhan Gagnabad GP**
Gagnabad, Purulia

ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৫১৯৯ডব্লু১৯৯০পিএলসি০৪৮৭৯১
রেজি. অফিসঃ বাঙ্গানগর, ডায়মন্ড হারবার রোড ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৭৪৩৫১৩
হেড অফিসঃ ৪১০, বর্ধান বিল্ডিং, ২৫এ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোনঃ ০৩৩-২২৮৭১৩৬৬/৬৭, ইমেলঃ krypton@kryptongroup.com
ওয়েবসাইটঃ www.kryptongroup.com

বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (সিআইএনঃ এল২৫১৯৯ডব্লু১৯৯০পিএলসি০৪৮৭৯১) সদস্যদের পঁয়ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০ মিনিটে ভারতীয় মান সময় অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন ২০১৩ ('আইন') এবং এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ (তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ) এর প্রযোজ্য বিধান মেনে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে বর্ণিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায় (ওএভিএম) ব্যবহার করা হবে। এই নিয়মগুলি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('এসইবিআই') দ্বারা জারি করা বিভিন্ন সার্কুলারের সাথে পঠিত, সর্বশেষটি হল যথাক্রমে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 ('সার্কুলার')। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি ২৫শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি সহ ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশ যথাযথভাবে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মাধ্যমে এজিএমের নোটিশের প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kryptongroup.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং সিডিএসএল এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এও পাওয়া যাবে।
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কর্তৃক প্রদত্ত ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের (যার মধ্যে রিমোট ই-ভোটিং অন্তর্ভুক্ত) মাধ্যমে এজিএমে প্রস্তাবিত সকল রেজোলিউশনের ক্ষেত্রে সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং) সুবিধা প্রদান করছে। আইন ও বিধি অনুসারে প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নরূপঃ
১. ই-ভোটিং সময়কাল **শনিবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ১০.০০ টা) থেকে শুরু হবে এবং সোমবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা) পর্যন্ত শেষ হবে।** এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। সদস্যরা একবার কোনও রেজোলিউশনের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করা যাবে না।
২. সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা সভা চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের সমানুপাতিক হবে।
৩. রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরাও বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।
৪. নোটিশ প্রেরণের পর শেয়ার অর্জনকারী এবং কাট-অফ-ডেট অনুসারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে mdpldc@yahoo.com ঠিকানায় আরটিএ-কে ইমেল করে ই-ভোটিং বিবরণ পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটদানের জন্য সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত থাকেন তবে বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড তাদের ভোটদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ই-ভোটদানের জন্য ব্যবহৃত লগইন শংসাপত্রগুলি ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
৫. সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮ এবং ০২২-২৩০৫৮৫৪২/৪৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
আরও সহায়তার জন্য, সদস্যরা ক্রিপ্টন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কোম্পানি সচিব শ্রীমতি প্রিয়া আগরওয়ালের সাথে টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৮৭ ১৩৬৬/১৩৬৭ অথবা ইমেল আইডিঃ cs@kryptongroup.com ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।
ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনঃস্থাপনের জন্য বিশেষ উইন্ডোঃ
এসইবিআই ০২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 এর মাধ্যমে ০৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত একটি বিশেষ উইন্ডো খুলেছে, শুধুমাত্র সেই ট্রান্সফার ডিড পুনঃস্থাপনের জন্য যা ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র/প্রক্রিয়া/অথবা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত/ফেরত দেওয়া/পরিপূরণ করা হয়নি। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির ওয়েবসাইট https://kryptongroup.com/forms এ উপলব্ধ সার্কুলারটি দেখতে পারেন।

ক্রিকটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- **প্রিয়া আগরওয়াল**
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০.০৮.২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **O.S.D. & Ex-Officio Dy. CE (SWM-II), KMC** invites e-tender online percentage two bid systems for following works :

(1) NIT No. : SWM-II/DIST-I/10/2025-26
Name of work : **Replacement of some old & worn out parts by new one of mechanical sweeper (Vehicle No. WB-03D-5701-Model No. Tata-1109H, BS-IV) of Dist-I Garage under SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **2,73,699.00**; Earnest Money : ₹ **5,500.00**; Period of completion : **7 Days**.

(2) NIT No. : SWM-II/DIST-I/2nd/11/2025-26
Name of work : **Supply with fitting fixing of tubeless tyre for telehandler (No. WB08Q-1749) under Dist-I Garage under SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **1,49,388.00**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **7 Days**.

(3) NIT No. : SWM-II/SRC/12/2025-26
Name of work : **Repairing and running maintenance of ACE make backhoe loader (AX 130) of SRC/Chingrihata Garage under SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **2,96,424.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **14 Days**.

(4) NIT No. : SWM-II/SRC/12/2025-26
Tender Title : SWM-II/SRC/14/2025-26
Name of work : **Repairing & running maintenance of hopper tipper dumper vide No. WB 07K 0867, 0876 (TATA Signa 1923 K) of SRC Garage under SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **1,94,593.00**; Earnest Money : ₹ **3,900.00**; Period of completion : **14 Days**.

(5) NIT No. : SWM-II/DIST-III/10/2025-26
Name of work : **Thorough repairing of cabin, load body and running maintenance including spare parts for the tipper truck vehicle No. WB25E-0573 (TATA - 1616) under Dist-III Garage / SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **1,93,976.00**; Earnest Money : ₹ **3,900.00**; Period of completion : **10 Days**.

(6) NIT No. : SWM-II/DIST-III/10/2025-26
Tender Title : SWM-II/DIST-III/12/2025-26
Name of work : **Repairing and maintenance of the vehicle No. WB07K-0862, WB07K-0868 (Hydraulic tipper dumper, Make TATA, Model Signa 1923, BS-VI) of Dist-III Garage under SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **1,91,375.00**; Earnest Money : ₹ **3,900.00**; Period of completion : **10 Days**.

(7) NIT No. : SWM-II/DIST-III/10/2025-26
Tender Title : SWM-II/DIST-III/15/2025-26
Name of work : **Running maintenance including spare parts for the tipper truck vehicle No. WB25E-0580 (TATA - 1616) under Dist-III Garage / SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **1,86,400.00**; Earnest Money : ₹ **3,800.00**; Period of completion : **10 Days**.

(8) NIT No. : SWM-II/DH/32/2025-26
Name of work : **Repairing of cabin body and load body with painting of other allied works of RCV vide No. WB-03C-9543 under Dhapa Garage, SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **2,23,562.00**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Period of completion : **15 Days**.

(9) NIT No. : SWM-II/DH/2nd/13/2025-26
Name of work : **Manufacturing, Fabricating, Fitting fixing of 04 Nos. M.S. Structural Guide Rail at Bosepukur Road (Sitala Tala) Compactor Station, Ward - 67 under Dhapa Garage / SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **1,98,546.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(10) NIT No. : SWM-II/SSU/21/2025-26
Name of work : **Repairing and maintenance of the vehicles No. WB03D-1213, 1786 (Movable Compactor) (Leyland-1619, BS-IV) of SSU Garage under SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **1,98,669.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(11) NIT No. : SWM-II/SSU/21/2025-26
Tender Title : SWM-II/SSU/23/2025-26
Name of work : **Repairing and maintenance of the vehicle No. WB03D-1293, 1296 (Movable Compactor) (TATA-1613, BS-IV) of SSU Garage under SWM-II**; Estimated Amount : ₹ **1,98,502.00**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **10 Days**; Last date and time of submission of bid : **10.09.2025 upto 1 pm (For Sl. No. 1 to 11)**; The bid forms and other details are available on and from **01.09.2025 (1 pm) (For Sl. No. 1 to 11)**; The website **https://etender.wb.nic.in or https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 11)**.

The **Director General (Uttaran Service), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/US/HQ/96/25-26/088 (1st Call)
Name of work : **Renovation of pay & use toilet beside Bijoygarh Play Ground in Ward No. 96, Br.-X**; Estimate Amount : ₹ **4,96,850.01 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/US/HQ/107/25-26/091 (1st Call)
Name of work : **Construction of ladies bathroom at Tara Shaw Uttaran and different slum area in Ward No. 107, Br.-XII**; Estimate Amount : ₹ **3,22,147.53 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **6,500.00**.

(3) NIT No. : KMC/US/HQ/113/25-26/090 (1st Call)
Name of work : **Construction of sanitary latrine at Niranjan Pally Uttaran and different slum area in Ward No. 113, Br.-XI**; Estimate Amount : ₹ **4,97,682.53 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **60 Days (For Sl. No. 1 to 3)**; Last date and time of submission of bid : **13.09.2025 upto 11:00 Hrs (For Sl. No. 1 to 3)**; Bid opening date and time for technical proposals : **16.09.2025 at 11:00 Hrs (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid form and other details are available on and from **02.09.2025 (17:00Hrs) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Executive Engineer (WS)/BDT, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/PBDT/E/2025-26/04/1st Call
Name of the work : **Refurbishing of 9 Nos. submersible pump-motor set at Mollahati and other 8 Nos. Big-Dia T/W under Poddarnagar Big-Dia T/W unit**; Estimated Cost : ₹ **2,84,458.42**; Earnest Money : ₹ **5,700.00**; Period of completion : **21 Days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/PBDT/E/2025-26/05/1st Call
Name of the work : **Shifting of big dia tubewell electrical operating system from pump room to kiosk at Nehru Colony in Ward No. 97 and Sultan Alam Road KMDA Park in Ward No. 89**; Estimated Cost : ₹ **2,63,256.50**; Earnest Money : ₹ **5,300.00**; Period of completion : **15 Days**.

(3) NIT No. : KMC/WS/PBDT/E/2025-26/06/1st Call
Name of the work : **Replacement of damaged feeder pillar box, main switch and other electrical accessories at Garia Bus Stand, Ramgarh 47 Pally, Dhobikhana big dia T/W**; Estimated Cost : ₹ **1,67,122.13**; Earnest Money : ₹ **3,400.00**; Period of completion : **10 Days**.

(4) NIT No. : KMC/WS/PBDT/E/2025-26/09/1st Call
Name of the work : **Refurbishing of 9 Nos. submersible pump-motor set at 52D, Babubagan Lane and other 8 Nos. Big-Dia T/W under Poddarnagar Big-Dia T/W unit**; Estimated Cost : ₹ **2,77,186.42**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **21 Days**.

(5) NIT No. : KMC/WS/PBDT/M/2025-26/08/1st Call
Name of the work : **Withdrawal-refixing including fishing of submersible pump-motor at Ashoke Nagar Park Big-Dia Tubewell and other 14 location under Poddarnagar Big-Dia T/W unit**; Estimated Cost : ₹ **2,99,795.90**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days**.

(6) NIT No. : KMC/WS/PBDT/M/2025-26/09/1st Call
Name of the work : **Improvement of 3 Nos. old Big-Dia T/W by surging at Sutan Alam Road Mutepara, KMDA Park and Charu Chandra Place East in Ward No. 89 under Poddarnagar Big-Dia T/W unit**; Estimated Cost : ₹ **2,39,867.89**; Earnest Money : ₹ **4,800.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date of submission of bid : **11.09.2025 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; Tender will be opened on : **13.09.2025 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 6)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

The **Executive Engineer (WS)/C, KMC** invites e-tender for the following work (Submission of Bid through **Online**).
NIT No. : KMC/WS/C/SEC-F/06/Wd-49/25-26
Name of work : **Improvement of filtered water supply by laying 150mm dia pipe line at Akhil Mistry Lane along Raja Ram Mahon Sarani in Ward No. 49**; Tentative Estimate Amount : ₹ **4,15,939.00**; Earnest Money : ₹ **8,320.00**; Time of Completion : **30 days**; Last date and time of online submission of tender : **17.09.2025 at 11 am**; Bid opening date & time : **19.09.2025 at 11 am**; For full and further details, please visit the website **https://wbtenders.gov.in** Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason. **982/25-26**

বিজ্ঞান ও পরিরবেশ

আকাশে রক্তবর্ণ চন্দ্রোদয়! কবে, কোথা থেকে দেখতে পাবেন 'রক্ত মুন'?

বিরাট এ বিশ্বে সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবীর অবিরাম ঘূর্ণন, পারস্পরিক টান, বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন নতুন ঘটনার জন্ম নেওয়া - এসবই তো আসলে

জ্যোতির্বিজ্ঞানের খেলা। সেই খেলায় কখন যে কী জাদু তৈরি হবে, কেউ জানে না। এই যেমন আগামী সপ্তাহে এক বিরল মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছেন বিশ্ববাসী। রাতের আকাশে আলো ছড়াবে রক্তবর্ণ চাঁদ! আকাশ পরিষ্কার থাকলে ভারত-সহ একাধিক জায়গা থেকে খোলা চোখে দেখা যাবে ' মুন', এমনই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ৭ সেপ্টেম্বর রাত প্রায় ৯টা থেকে থেকে ৮ তারিখ রাত আড়াইটে পর্যন্ত রাতের আকাশে উদয় হবে রক্তবর্ণ চন্দ্র।আসলে কী ঘটতে চলেছে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর? জানাচ্ছেন, পৃথিবীর ছায়ায় সম্পূর্ণ ঢেকে যাবে চাঁদ। আর তাতেই শ্বেতশুভ্র চাঁদের রং, রূপ বদলে যাবে। রক্তিম আভায় জ্বলজ্বল হয়ে উঠবে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। সেটাই 'রক্ত মুন'। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ এমনিতে বিরল কোনও ঘটনা নয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি-বার্ষিক গতির জেরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু তার জন্য চাঁদের রূপবদল, রক্তবর্ণ হয়ে ওঠা, এ বিরল। ভারত থেকে ঠিক কোন সময় সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে পৃথিবীর উপগ্রহকে, তার বিস্তারিত সময়সীমাও জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ৭ সেপ্টেম্বর রাত ৮টা ৫৮ থেকে পরদিন অর্থাৎ ৮ তারিখ রাত ২টো ২৫ পর্যন্ত পৃথিবীর ছায়ায় ঢেকে থাকবে চাঁদ। এর মধ্যে রাত ১১টা থেকে ১২টা ২২ পর্যন্ত পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের সময়সীমা। এই সময়ের মধ্যে চাঁদ ধীরে ধীরে হয়ে উঠবে রক্তাভ। আর মাহেন্দ্রক্ষণ হল রাত ১১টা ৪১। অর্থা এই সময়েই 'রক্ত মুন'-এর সবচেয়ে সুন্দর রূপ দেখা যাবে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তবে শর্ত একটাই। আকাশ পরিস্কার, দূষণমাত্রা ন্যূনতম থাকলে ' রক্ত মুন'-এর আসল রূপ দেখা যাবে। কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে রক্তবর্ণ চাঁদ।

ভয়েজার ২-এর তোলা সৌরজগতের শেষ ছবি! দেখুন নেপচুন ও তার 'চাঁদকে

লর আগস্টে যাত্রা শুরু করেছিল ভয়েজার ২। গত পাঁচ দশক ধরে মানুষের এই স্বপ্নযান ভেসে চলেছে ভিনগ্রহীদের কাছে মানুষের খবর পৌঁছে দেবে বলে। বেশ কয়েক বছর হল সে রয়েছে ইন্টারস্টেলার স্পেসে। অর্থাৎ সূর্যের চৌহদ্দির বাইরে। ৩৬ বছর আগে নেপচুনের এক ছবি তুলেছিল ভয়েজার-২। গত বছর যা প্রকাশ্যে কিন্তু কেন এই ছবি স্পেশাল? সেই প্রথম নেপচুনের এমন 'ক্লোজ আপ' ছবি তোলা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ২৫ আগস্ট ভয়েজার ২ ছিল পৃথিবী থেকে ৪.৭ বিলিয়ন অর্থা ৪৭০ কোটি কিলোমিটার দূরে। ফলে নেপচুন ছিল একেবারেই কাছে। ফলে ছবিতে তাকে অতিকায় দেখিয়েছে। পাশেই দৃশ্যমান ছিল নেপচুনের বৃহত্তম উপগ্রহ ট্রাইটন। এই ছবি তোলার পরই কমে আসা পাওয়ার সাপ্লাইকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ভয়েজার ২-এর অপটিক্যাল ক্যামেরা বরাবরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার তোলা শেষ ছবিটি বিজ্ঞানীদের চমকিত করে রেখেছে।

উল্লেখ্য, ভয়েজার ২-তে রয়েছে এক খণ্ড ইউরেনিয়াম যার ভিতরে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় ঘড়ি। যে ঘড়ি দেখলে যানটির উৎক্ষেপণের সময়টা জানা যাবে। রয়েছে সোনার রেকর্ড।

১২ ইঞ্চির ওই রেকর্ডগুলিতে রয়েছে সৌরজগতের মানচিত্র। রয়েছে সারা বিশ্বের সুরের নমুনা-সহ (বিঠোভেন থেকে মোজার্ট) মানুষের পাঁচহাজার বছরের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান। রয়েছে তিমির ডাক, পাখির ডাক এবং আরও কত জন্তুজানোয়ারের ডাক! এদের বলা যেতে পারে 'টাইম ক্যাপসুল'। অর্থা এককথায় মানুষের ইতিহাস, চেতনা, দর্শনের এক সমষ্টি। যা অন্য কোনও জগতের জীবদের সংস্পর্শে এলে তারা জানতে পারবে আমাদের কথা।

ভয়েজারেরও থাকবে না। এই বছরের পর আর বিজ্ঞানের তথ্য সে সংগ্রহ করতে পারবে না। ভয়েজার ১ ও ২, দুই যানেরই পাওয়ার ব্যাঙ্ক থেমে যাবে। তবে তাদের সংগৃহীত তথ্য এরপরও জমা হতে থাকবে পৃথিবীর রিসিভারে! মোটামুটি ২০৩৬ সালের মধ্যেই আর ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কের বাইরে চলে যাবে তারা। তবে এরপরও ভেসে চলবে অন্তরীক্ষে।

সৌরজগতের 'অতিথি' ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে! নাসা খুঁজে পেল জল ও CO2

নাসার স্ফেয়ারএক্স টেলিস্কোপ খুঁজে পেল এক ইন্টারস্টেলার ধূমকেতুকে! নাম তার 3IAT-LAS। যার শরীরে ভর্তি কার্বন-ডাই অক্সাইড। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিয়েছে এই মহাজাগতিক বস্তুকে ঘিরে।

জানা যাচ্ছে, গত ৭ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট সময়কালের মধ্যে নাসার ' খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে ওই বস্তুকে। আর তাতেই ধরা পড়েছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই অক্সাইড রয়েছে সেখানে। পাশাপাশি বরফ ও কার্বন ও মনোক্সাইডও মিলেছে। তবে অল্প পরিমাণে। কেবলই স্ফেয়ারএক্স নয়, জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের নজরবঃিদও হয়েছে ইন্টারস্টেলার বস্তুটি। সামগ্রিক ভাবে ' সঙ্গে মিল লক্ষ করা যাচ্ছে কুইপার বেল্টে অবস্থিত বস্তুদের সঙ্গে! মনে করা হচ্ছে অন্য কোনও নক্ষত্রমণ্ডলী তথা তারার পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়ে সে এসে পড়েছে এই ' কিন্তু কী করে ধরা গেল এটি ইন্টারস্টেলার? আসলে এর কক্ষপথই সেই দিকটি পরিষ্কার করে দিচ্ছে। কিন্তু এই অন্য জগতের বাসিন্দা আমাদের জন্য কোনও বিপদবার্তা বয়ে আনবে না

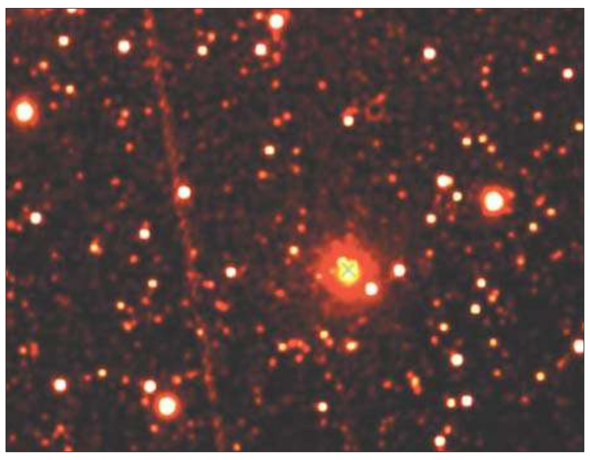

তো? এব্যাপারে অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বলছেন, সৌরজগতের ভিতর দিয়ে নিজের মনে এগিয়ে চলবে মহাজাগতিক বস্তুটি। ১ জুলাই প্রথমবার ৩আইঅ্যাটলাস নামের এক জ্যোতিষ্ককে দেখতে পান বিজ্ঞানীরা। দেখা যায়, সেটি ১ লক্ষ ৩০ হাজার মাইল প্রতি ঘণ্টা বেগে ধেয়ে আসছে। আবিষ্কারের পরদিনই বোঝা গিয়েছিল, সেটি রয়েছে সৌরজগতের বাইরে। যার ব্যাস ১৫ মাইল। অর্থা আকারে ম্যানহাটান শহরের চেয়েও বড়। এই বস্তুটিকে এমনকী ভিনগ্রহীদের যান বলেই প্রাথমিক ভাবে দাবি করা হয়েছিল। পরে অবশ্য এমন দাবি ক্ষীণ হয়ে আসে।

ধর্না মঞ্চ

৩১ আগস্ট ঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী বিভেদ নীতি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজ্য কিষান ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কিষান ক্ষেত মজদুর তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্না মঞ্চ

বারবার বন্যা, অতিবৃষ্টিতে বিধ্বস্ত ভারত, বেহাল পাকিস্তান-চিনও

চলতি বছরে বারবার বন্যার কবলে পড়েছে ভারত। হড়পা বান, ধস, অতিবৃষ্টির মতো নানা কারণে বহু প্রাণহানির সাক্ষী থেকেছে উত্তরের রাজ্যগুলি। কেবল ভারত নয়, পড়শি দেশ পাকিস্তান এবং চিনেও বন্যার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, কেন এত বেশিবার বন্যার কবলে প।ছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি? সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পাকিস্তানে বন্যায় ৮০০জনের মৃত্যু হয়েছে। আগামী দিনেও বন্যা সতর্কতা জারি রয়েছে সেদেশে। অন্যদিকে, বুধবারই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বৈষ্ণোদেবীতে অন্তত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে একাধিকবার এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে প।ছে উত্তরাখণ্ড, জম্মু-কাশ্মীরের মতো জায়গাগুলি। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে একাধিক নদী। গঙ্গা, চেনাবের মতো নদীগুলির উপকূলবর্তী এলাকায় বিপাকে আমজনতা। চিনে গত দু'মাস ধরে প্রবল বৃষ্টির জেরে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, প্রত্যেক বছর বর্ষাকালেই বৃষ্টি হয় এই দেশগুলিতে। কিন্তু চলতি বছরে কেন এত বেশি বৃষ্টি হল? কেন বারবার বন্যার কবলে পড়ল বিস্তীর্ণ এলাকা? এর জন্য উষ্ণতা বেড়ে যাওয়াকেই দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এই দেশগুলি ক্রমেই উষ্ণ হয়ে উঠছে। তার ফলে হিমালয়ের মতো পর্বতগুলিতে জমে থাকা বরফ গলছে এবং বাষ্পীভূত হচ্ছে। সেই বাষ্প থেকে মেঘ তৈরি হয়ে স্বাভাবিক নিয়মে বৃষ্টি হচ্ছে। যেহেতু বিরাট পরিমাণে বরফ গলছে, তাই মেঘ তৈরির পরিমাণও বা।ছে।

শুধু বরফ গলাই নয়, নদীর জলও আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বাষ্পীভূত হচ্ছে। তার ফলে একদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়ছে, তার জেরে নদীতে জলস্তর বাড়ছে। বিপদসীমা পেরিয়ে বইছে নদীপগুলি। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, বনভূমি কেটে ফেলা, শহর গা।ে তোলার জেরেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণে ব্যাপক তারতম্য হচ্ছে, যা বাড়তে পারে আগামী দিনেও। তবে বন্যা মোকাবিলায় প্রশাসন প্রস্তুত থাকলে প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব, মত বিশ্লেষকদের।

প্রসব যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় 'নির্বানায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ বন্ধ্যাত্ব কোন অভিশাপ নয়,এটি একটি দেহের অভ্যন্তরের একটি সাধারণ নিয়মের অব্যবস্থা।সেটা পুরুষ বা নারির উভয়ের শরীরের হরমোন সহ নানান গঠনমুলক অনিয়মিত সরবরাহ থেকে হতে পারে। যার পরিণামে বহু সংসারে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় যার থেকে আসে গভীর ডিপ্রেশন আর সঙ্গ নেয় অনেক দিনের পুরানো কুসংস্কার। আর সেইজন্যেই সব ধরনের অর্থনীতির মানুষ কে বন্ধ্যাত্ব থেকে মাতৃত্ব এর সাধ জোগাতে, সাধ ও সাধ্যের সন্নিবেশ ঘটাতে শুরু হল এক অভূতপূর্ব পথ চলা, নির্বানা আই ভি এফ ও উর্বরতা ক্লিনিক এর হাত ধরে। সহজলভ্য চিকিৎসার নতুন ঠিকানা আই ভি এফ নির্বানা উর্বরতা ক্লিনিক।। ডাঃ মীনা নারাযণ, নির্বাণ আইভিএফ এবং ফার্টিলিটি ক্লিনিকের পরিচালকের কথায় সাশ্রয়ী মূল্যের, উচ্চ-সফল হারে , খুব কম খরচের আইভিএফ চিকিৎসা চালু করার ঘোষণা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। নির্বাণ আইভিএফ-এ, বিশ্বমানের প্রযুক্তি, প্রমাণ-ভিত্তিক প্রোটোকল এবং ব্যক্তিগতকৃত যত্ন একত্রিত করি যাতে উর্বরতা চিকিসা সহজলভ্য এবং কার্যকর উভয়ই হয়। এখানে রয়েছে সর্বোত্তম ডিম্বাণুর গুণমান,,উন্নত ভ্রূণ সংস্কৃতি এবং নির্ভুল ভ্রূণবিদ্যা যা রোগীর সুস্থতা ও সন্তানের নিরাপত্তার দিকটি মাথায় রেখেই পরিচালনা করা হয়।উন্নত ইমপ্লান্টেশন এবং উচ্চ জন্মহারের জন্য নির্বানা আই ভি এফ কোনও লুকানো খরচ প্রদান করে না।। বরং এখানে সন্তানধারণের সফলতার হার ৯০থেকে ৯৭ শতাংশে । ব্লাস্টোসিস্ট কালচার হয় বিনামূল্যে,কোনও ফ্রিজিং খরচ নেই। অর্থা খুব স্বল্প প্যাকেজের মাধ্যমেই নিম্ন আযের মানুষ আই ভি এফ সহজেই করাতে পারবেন জানালেন ডাঃ মীনা নারাযণ , তিনি আরো বলেনঃ যে আর্থিক বাধা দম্পতিদের পিতৃত্ব অর্জনে বাধা হতে পারে না। এদিন উপস্থিত অভিনেত্রী অহনা দত্ত ও প্রেরণা দাস মনে করেন এখানকার চিকিসা সহজতর এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে উর্বরতা যত্নকে নীতিগত অথচ সাশ্রয়ী মূল্যের প্রতিটি সফল গর্ভাবস্থার রক্ষা চিকিৎসা ব্যবস্থার একটা সমাজের উজ্জ্বল দিক।

ফেডারেল কোর্টে বড় ধাক্কা

ওয়াশিংটন, ৩১ আগস্ট ঃ প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্যনীতির অন্যতম বিতর্কিত পদক্ষেপ 'ট্যারিফ বা শুল্ক আরোপের ক্ষমতা নিয়ে আদালতে বড় ধাক্কা খেলেন তিনি। ২৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সার্কিট কোর্ট অফ আপিলস একটি ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছে, ট্রাম্প এককভাবে আমেরিকার শুল্ক কাঠামো পরিবর্তন করার সাংবিধানিক ক্ষমতা রাখেন না। ৭-৪ ভোটে আদালতের এই রায় কার্যত ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং দেশের বাণিজ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার সীমা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে। ট্রাম্প এই রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ করেছেন আদালতকে। রায় ঘোষণার এক ঘণ্টার মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি লিখেছেন, এই রায় আমেরিকাকে ধ্বংস করে দেবে।

ট্রাম্প-মোদি সম্পর্কের ফাটল কোয়াডে যোগ দিতে ভারতে আসছেন না ট্রাম্প?

৩১ আগস্ট ঃ বছরের শেষে কোয়াড সম্মেলন আয়োজিত হবে ভারতে। কিন্তু সেখানে যোগ দেবেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প! শনিবার এক প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। যদিও নয়াদিল্লি কিংবা ওয়াশিংটনের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াই জানানো হয়নি। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের? ওই মার্কিন সংবাদমাধ্যমের 'শান্তি নোবেল প্রাইজ অ্যান্ড আ টেস্টি ফোন কলঃ হাউ দ্য ট্রাম্প-মোদি রিলেশনশিপ আনর্যাভেল্ড' শীর্ষ প্রতিবেদনে পরিষ্কার দাবি করা হয়েছে, বছরশেষে ট্রাম্পের ভারতে আসার কথা থাকলেও তিনি সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। এর পিছনে অবশ্যই রয়েছে এই মুহূর্তে বহুলচর্চিত ট্রাম্প-মোদি সম্পর্কের ফাটল। প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, ' ট্রাম্পের বারবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ' করার দাবি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিরক্ত করে তুলেছিল। এবং এটা কেবলই সূত্রপাত।'প্রতিবদনে আরও দাবি করা হয়েছে, গত ১৭ জুন বারবার প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদিকে ফোন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একবার দীর্ঘ কথোপকথনের পর আর ফোন রিসিভ করেননি মোদি। এর পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে বেশকিছু টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। ৫০ শতাংশ শুল্কের কোপ পড়েছে ভারতের উপর। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ঘুরপথে ভারতকে দায়ী করেছেন ট্রাম্প। সব মিলিয়ে ক্রমেই তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়েছে দু'জনের সম্পর্ক। আর তারই ফলশ্রুতি, ট্রাম্প সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ভারতে যাবেন না।অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও আমেরিকা এই চার দেশ নিয়ে গঠিত কোয়াড। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের আগ্রাসনকে সামাল দিতে হাতে হাত রেখেছিল এই দেশগুলি। যদিও বাইডেন শাসনে বার বার অভিযোগ উঠেছিল, কোয়াড ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে প।ছে। তবে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে চিনা আগ্রাসন ব্যাপক আকার নেওয়ায় ফের গুরুত্ব বাড়ে কোয়াডের। এই পরিস্থিতিতে গত জানুয়ারিতে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোয়াড। তাতে শামিল ছিল ভারতও। সেখানে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছিল, বিশ্বের ভালোর জন্য কাজ করবে কোয়াড। পাশাপাশি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোনওভাবেই তাদের ' বরদাস্ত করা হবে না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পরিস্থিতি প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। একদিকে ' মেরে ট্রাম্প দূরে সরে গিয়েছেন ভারতের, অন্যদিকে ' বিরুদ্ধে জোট বাঁধছে ভারত ও চিন! রবিবারই এসসিও বৈঠকের আগে মিলিত হয়েছেন মোদি ও জিনপিং।

গদিচ্যুত থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

৩১ আগস্ট ঃ শত্রু দেশের নেতার সঙ্গে ফোনালাপ ফাঁস হওয়ায় সাসপেন্ড করা হয়েছিল থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পেতাংতার্ন শিনাওয়াত্রা। সেই মামলায় এবার প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করা হল তাঁকে। কম্বোডিয়ার প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতা হুন সেনের সঙ্গে ফোনালাপের জেরেই এই পদক্ষেপ। দাংরেক পর্বতের উপরে অবস্থিত প্রিয়াহ ভিহিয়ার বা প্রিয়া বিহার শিবমন্দির।

অস্ত্রধারী শিখকে গুলি করে মারল পুলিশ!

৩১ আগস্ট ঃ আমেরিকায় বন্দুকবাজ কিংবা ছুরি হাতে আততায়ীর হামলার ঘটনা প্রায় অহরহ ঘটে। বহু নিরীহ ও অসহায় মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এতে। যা রুখতে তৎপর থাকে মার্কিন প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে লস অ্যাঞ্জেলসে এক শিখকে গুলি করে মারার অভিযোগ উঠল মার্কিন পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের দাবি, অকারণে মাঝরাস্তায় অস্ত্র হাতে ঘোরাঘুরি এবং পুলিশকে আক্রমণের অপরাধে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, মৃত শিখের নাম গুরপ্রীত সিং। দাবি, লস অ্যাঞ্জেলসের রাস্তায় তাঁকে খাপখোলা

তলোয়ার নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন আধিকারিকরা। হঠাৎই তাঁরা দেখতে পান, মাঝ সড়কেই শিখদের প্রাচীন মার্শাল আর্ট ' দেখাচ্ছেন গুরপ্রীত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের অভিযোগ, গুরপ্রীত সিং তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে আধিকারিকদের হামলার চেষ্টা করেন। আক্রমণ প্রতিহত করতে শিখকে গুলি করে পুলিশ। গোটা ঘটনাটাই লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশের বডিক্যামে ক্যামেরাবন্দি হয়। একটি ওয়েবসাইটে সেই ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। তবে খুব সম্প্রতি নয়, গত ১৩ জুলাই ঘটেছিল এই ঘটনা। কিন্তু তা প্রকাশ্যে এসেছে সম্প্রতি। এরপরই তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। মৃত গুরপ্রীতের কাছ থেকে লস অ্যাঞ্জেলস পুলিশ যে তলোয়ারটি উদ্ধার করেছে, সেটি আসলে একটি খন্ডা। ' প্রসঙ্গত, এটি একটি 'দোধারি তলোয়ার' (দুমুখো তরবারি) যা সাধারণত 'গটকা' প্রদর্শনের সময়ই ব্যবহার করা হয়। নিহত গুরপ্রীত সিংয়ের সঙ্গে কোনও রকম 'খলিস্তানি' যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।উল্লেখ্য, ' পাঞ্জাবের একটি প্রাচীন মার্শাল আর্ট বা যুদ্ধকৌশল। এতে তলোয়ার, বর্শা, ঢাল এবং লাঠি-সহ বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহার করা হয।সাধারণত শিখদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ' প্রদর্শন করা হয়।মাঝরাস্তায় তা করতে যাওয়াতেই গুরপ্রীতকে প্রাণ হারাতে হয়েছে বলে দাবি। প্রশ্ন উঠছে, গ্রেপ্তার না করে সরাসরি গুলি কেন করা হল ওই শিখকে? ঘনিয়েছে বিতর্ক।

Name Change

I AJIJUL HAQUE MOLLA (Father's Name) on behalf my minor daughter NARGIS PERVIN (Old Name) Residing at Vill-Bankri, P.O.-Chandaneswar, District-South 24 Parganas, Pin-700061, West Bengal, India have changed her name and she shall henceforth be known as NARGIS PARVIN (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit No 13, Dated 29/08/2025. NARGIS PERVIN (Old Name) and NARGIS PARVIN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I , SK LIYAKAT ALI (OLD NAME) ,S/O SK OYAJED ALI , RESIDING AT DANKUNI AKANPARA, WARD NO - 4 ,P.O. - DANKUNI COAL COMPLEX, 712310 , DIST - HOOGHLY, W. B. ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK LIYAKUT ALI (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 29/08/2025 SK LIYAKUT ALI (NEW NAME) AND, SK LIYAKAT ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Biplob Barman S/o Bhabatosh Barman Residing at Bergum, Bergoom Habra - I, District - North 24 Parganas, Pin - 743263 West Bengal India shall henceforth be known as Biplab Barman. I declare that Biplob Barman and Biplab Barman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-08-2025.

Name Change

I, KASHMIRA (Old Name) W/O JAKIR MALLICK Residing at Vill-Kalubati, P.O.& P.S.-Haripal, District - Hooghly, Pin - 712403 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KASHMIRA BEGUM MALLICK (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 29-08-2025. KASHMIRA (Old Name) and KASHMIRA BEGUM MALLICK (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sanoj Kumar Singh (Old Name) S/o Brij Bihari Das Residing at 14/H/7, Bibi Bagan Lane, P.s - Entally, District-Kolkata, Pin- 700015 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Sanoj Kumar Das (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah, vide affidavit no 8310 Dated 21-08-2025. I Sanoj Kumar Singh (Old Name) and Sanoj Kumar Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MALLICK NASIR JAKIR (Old Name) S/O JAKIR MALLICK Residing at Vill-Kalubati, P.O.& P.S.-Haripal, District - Hooghly, Pin - 712403 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NASIR MALLICK (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 16-04-2025. MALLICK NASIR JAKIR (Old Name) and NASIR MALLICK (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mahtab Ayubi (Old Name) S/o Late Md. Ayub Residing at 6 Alimuddin Street, Goal Talab, P.s - Park Street, District - Kolkata Pin - 700016, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Mahtab Ayubi (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata, vide affidavit no 1188 Dated 26-08-2025. Mahtab Ayubi (Old Name) and Md Mahtab Ayubi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, MD MOTALEB ALI SARDAR (Old Name) S/O REYAJADDIN SARDAR Residing at Vill-Uttar Daharani, P.O.-Daharani, District - South 24 Parganas, Pin - 743329 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MOTALEB SARDAR (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 29-08-2025. MD MOTALEB ALI SARDAR (Old Name) and MOTALEB SARDAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kartick Chandra Goldar (Old Name) S/o Matilal Golder Residing at Vill - Chitholia, P.o - Sanekpur, P.s - Gopal Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743701, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Kartick Chandra Golder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 29-08-2025. Kartick Chandra Goldar (Old Name) and Kartick Chandra Golder (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pinki Ray W/o Biplab Barman Residing at Jolpara, Bergoom, District - North 24 Parganas, Pin - 743263 West Bengal India shall henceforth be known as Pinki Barman. I declare that Pinki Ray and Pinki Barman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-08-2025.

Name Change

I, Mohammed Abid Hussain alias Mohammad Abid Hussain (Old Name) S/o Md Hamid Hussain Residing at 10/1, P M Busti 2nd Bye Lane, P.o+P.s - Shibpur, District - Howrah, Pin - 711102, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Abid Hussain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 29-08-2025.Mohammed Abid Hussain, Mohammad Abid Hussain (Old Name) and Md Abid Hussain (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Champa Chowdhury wife of Suparna Majumder, residing at 35Y, Middle Road, Survey Park, PO- Santoshpur, Kolkata – 700075, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Champa Majumder as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/08/2025. Champa Chowdhury and Champa Majumder both are same and one identical person.

Name Change

I, Akshay Samanta Rasamay Samanta S/o Rasamay Samanta Kunjbihari Samanta Residing at Betkundu, P.o - Jagatpur, P.s - Mahishadal, District - Purba Medinipur, Pin - 721603, West Bengal India shall henceforth be known as Akshay Samanta. I declare that Akshay Samanta Rasamay Samanta and Akshay Samanta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 29-08-2025.

Name Change

I, Mujibar Rahman son of Late Suleman, residing at 5/E, Kasai Basti 2nd Lane, Narkeldanga, Kolkata - 700011, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mujibar Raheman as declared before the Notary Public at Kolkata dated 28/08/2025. Mujibar Rahman and Mujibar Raheman both are same and one identical person.

Name Change

I,RABIYA BEGAM SK (OLD NAME) ,W/O SK LIYAKUT ALI , RESIDING AT DANKUNI AKANPARA, WARD NO - 4 ,P.O. - DANKUNI COAL COMPLEX, 712310 , DIST - HOOGHLY, W. B. ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABEYA BEGUM (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 29/08/2025 RABEYA BEGUM (NEW NAME) AND, RABIYA BEGAM SK (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MONOJ UPADHYAY (Old Name) S/O RAMBILAS UPADHYAY Residing at A 38 Tapoban Abasan Prakalpa, (Behind Sian Hospital), P.O. & P.S.-Bolpur, District - Birbhum, Pin - 731204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MANOJ UPADHYAY (New Name) as declared before the Notary Public at Barasat, North 24 Parganas vide affidavit no 3175, Dated 23-07-2025. MONOJ UPADHYAY (Old Name) and MANOJ UPADHYAY (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MOUSUMI UPADHYAY (Old Name) W/O MANOJ UPADHYAY Residing at A 38 Tapoban Abasan Prakalpa, (Behind Sian Hospital), P.O. & P.S.-Bolpur, District - Birbhum, Pin - 731204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MOUSHUMI UPADHYAY (New Name) as declared before the Notary Public at Barasat, North 24 Parganas vide affidavit no 3175, Dated 23-07-2025. MOUSUMI UPADHYAY (Old Name) and MOUSHUMI UPADHYAY (New Name) both are same and identical person.

স্প্যাঙ্গেল মার্কেটিং লিমিটেড

পি-১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ৩য় তলা, রুম নং ২৪
কলকাতা-৭০০০৭২, ফোনঃ২২৮২-৫০২০২২৮০-৫০২২
CIN : L51311WB1984PLCO50209
ই-মেইলঃ **parida.1995@rediffmail.com** ওয়েবসাইটঃ **www.spanglemarketing.in**

৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধের তারিখ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ দুপুর ১২,৩০ টায় কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, পি-১০৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, তৃতীয় তলা, কক্ষ নং ২৪, কলকাতা - ৭০০০৭২-এ অনুষ্ঠিত হবে।

সেখানে সম্পাদিত সাধারণ ব্যবসা এবং ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ সেই সদস্যদের কাছে ইমেল করা হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত এবং অনুমোদিত পদ্ধতিতে এর প্রকৃত কপি অন্যান্য সকল সদস্যদের তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস হওয়ার প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা সভার স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসেবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

(ক) সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.spanglemarketing.in-এও পাওয়া যাবে) এবং উক্ত নথিপত্রের কপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পরিদর্শনের জন্য সভার তারিখ পর্যন্ত কার্যদিবসে এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত, পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাবে।

(খ) সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদান সহ বিজ্ঞপ্তি এবং এর নির্দেশাবলী কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯,০০ টায় শুরু হবে এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫,০০ টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না।

(গ) ই-ভোটিং সুবিধা সম্পর্কিত বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। এই ম্যানুয়ালটি টুল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা www.evotingindia.com এ কল করতে পারেন।

(ঘ) সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দিতে সক্ষম সদস্য নিজের পরিবর্তে একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন এবং পোলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। বৈধ প্রক্সি নিয়োগের দলিলটি সভা শুরু হওয়ার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা আগে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে জমা দিতে হবে।

(ঙ) রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

(চ) সভায় ব্যালটপোলের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করা হবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি তারা 'পোল'-এর মাধ্যমে সভায় ভোট দিতে পারবেন।

কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সেবি(তালিকাবদ্ধকরণ এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) উপলক্ষে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়ে কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যসুবিধাভোগী মালিকরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন সহকারী। ম্যানেজার, এনএসডিএল, চতুর্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারে! মুম্বাই-৪০০০১৩ ফোন ০২২ -২৪৯৯৪৭৩৮, ই-মেইলঃ evotingnsdl.co.in

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
স্প্যাঙ্গেল মার্কেটিং লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর /-(অমিত কুমার গিরি)
কোম্পানি সচিব
এম.নং-এসিএস৬৫৮৪৬

স্থান-কলকাতা
তারিখ-৩০.০৮.২০২৫

কলকাতার এনএসএইচএম কলেজ ক্যাম্পাসে পালিত হলো 'খেল মহোসব-২০২৫'

সুমম আদক, হাওড়া, ৩১ আগস্ট ঃ হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ সিং এর জন্মদিন উপলক্ষে জাতীয় ক্রীড়া দিবসে এনএসএইচএম কলেজ ক্যাম্পাসে পালিত হলো বহুল প্রতীক্ষিত 'খেল মহোসব ২০২৫'। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এক বর্ণাঢ্য ওয়াকাথন-এর মাধ্যমে। ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের সম্মানিত পোর্টাল হেডগণ। ড. সুবীর সেন, ড. কৃষ্ণেন্দু সরকার, শর্মিলা সিনহা, ড. সৌজন্য পূড়ি সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। পুরো অনুষ্ঠানটির মূল আয়োজনের দায়িত্বে ছিল ' (সেন্টার ফর স্পোর্টস এক্সেলেন্স)। অনীশ চ্যাটার্জি ও অমিত কুমার নস্করের নেতৃত্বে উদয় টিম অসাধারণ উদ্যম ও নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। প্রায় ৬০০-রও বেশি অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিভাগ থেকে নানা ক্রীড়া শাখায় যোগ দেন। শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এই দিনটি ক্রীড়া-সচেতনতা, সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা এবং ঐক্যের মেলবন্ধন ঘটায় বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। এনএসএইচএম কলেজ ক্যাম্পাসের আয়োজনে 'খেল মহোসব ২০২৫' প্রমাণ করল যে খেলাধুলা শুধু শারীরিক সক্ষমতা নয়, এটি একতা, নেতৃত্ব এবং প্রাণশক্তিরও প্রতীক। প্রসঙ্গত, 'খেল মহোৎসবে' টেবিল টেনিস বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ী হন 'ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টে'র সম্মিত দাস এবং 'মাস্টার্স ইন হসপিটাল এডমিনিস্ট্রেশন' এর সুজয় ভট্টাচার্য। 'উদয় অর্গানাইজেশন' এর আয়োজিত 'স্পোর্টস ডে' স্বীকৃতি অনুষ্ঠানে এদের হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জন্মদিন পালন ঘোষের চক শিবালয় মন্দিরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩১ আগস্ট ঃ শনিবার বিপ্লবী কানাই লাল দত্তের ১৩৭ তম জন্মদিন পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হলো জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের ঘোষেরচক শিবালয় মঃদিরে। কিংসফোর্ড কে হত্যা করার জন্য কানাই লাল দত্তের পরিবর্তে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে ক্ষুদিরাম বসু গিয়েছিলেন । রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই কে হত্যা করার জন্য ১৯০৮ সালে তাঁকে মাত্র ২০ বছর বয়সে আলিপুর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল । তিনিই একমাত্র বিপ্লবী যার ফাঁসির আগে ১৬ পাউন্ড ওজন বেড়ে গিয়েছিল । ১৮৮৮ সালের ৩০ শে আগস্ট আজকের দিনে তিনি হুগলির চঃদন নগরে জন্মগ্রহন করে ছিলেন । জন্মাষ্টমীর দিন তাঁর জন্ম হয়েছিল বলে পিতা মাতা নাম রেখেছিলেন কানাই।

রবিবার বন্ধ ইল দ্বিতীয় হুগলি সেতু ও কোনা এক্সপ্রেসওয়ে

৩১ আগস্ট ঃ ফের প্রায় সাড়ে ১৭ ঘন্টার জন্য আজ রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ও কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। রবিবার ভোর ৪টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এই রুট। সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাছে স্টিল পোর্টাল বিম উত্তোলনের কাজ ও দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে কেবল ও বিয়ারিং প্রতিস্থাপন কাজের জন্য বন্ধ থাকবে যান চলাচল। কলকাতা পুলিশ ও হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতামুখী গাড়ি ধূলোগ। মোড় থেকে সলপ হয়ে নিবেদিতা সেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। হাও।মুখী গা।হিও। ব্রিজ ও নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করবে। চলতি সপ্তাহের রবিবার দিনভর হাও।য় চলবে কড়া ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ। হাওড়া সিটি পুলিশ শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, জনস্বার্থে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী- কোলাঘাট কিংবা ডানকুনি থেকে কলকাতামুখী গাড়ি আর কোনওভাবেই কোনার এক্সপ্রেসওয়ে বা বিদ্যাসাগর সেতু ব্যবহার করতে পারবে না। তাঁদের বিকল্প পথ হিসেবে ধুলাগ।-নিবড়া-সলপ হয়ে বিবেকানঃ দ সেতু ধরতে হবে। একইভাবে কলকাতা থেকে হাও।মুখী গাড়ি হাওড়া ব্রিজ বা নিবেদিতা সেতু ধরে ঘুরতে হবে। কোলাঘাটমুখী ছোট গাড়ির জন্য খোলা রাখা হয়েছে কাজীপাড়া-জিটি রোড-আন্দুল রোড হয়ে এনএইচ ১৬। আর ডানকুনিমুখী ছোট গাড়ির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে হ্যাং সাং ক্রসিং-শৈলেন মান্না সরণি-আমতা রোড-সলপ হয়ে সিসিআর ব্রিজ-মাইতিপাড়া পর্যন্ত রুট। তবে বিকল্প হিসেবে কাজীপাড়া হয়ে বালি-জিরো পয়েন্ট হয়ে ডানকুনি যাওয়ার পথও খোলা থাকবে। সাঁতরাগাছি স্টেশনে পৌঁছনোর জন্য আলাদা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিবড়া দিক থেকে আসা ছোট গাড়ি জগাছা-মাহিয়াড়ী রোড ব্যবহার করতে পারবে। অন্যদিকে কাজীপাড়া বা হ্যাং সাং ক্রসিং থেকে আসা ছোট গাড়িকে বিশেষ অনুমতি দিয়ে সাঁতরাগাছি স্টেশন পর্যন্ত কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে ঢুকতে দেওয়া হবে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার সারাদিন এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর থাকবে। যাত্রী ও চালকদের অগ্রিম সতর্ক থেকে বিকল্প রুট বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে দুর্যোগ, বৃষ্টি থেকে রেহাই মিলবে উত্তরবঙ্গের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩১ আগস্ট ঃ ফের বঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস। সপ্তাহের শুরুতেই বাংলায ফিরতে পারে মৌসুমী অক্ষরেখা। তার ফলে দক্ষিণবঙ্গে ফের চোখরাঙাচ্ছে দুর্যোগ। তবে অবিরাম বৃষ্টি থেকে রেহাই পেতে পারেন উত্তরবঙ্গবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মৌসুমী অক্ষরেখা ওড়িশার উপর দিযে বঙ্গোপসাগরে ঢুকতে পারে এই সপ্তাহে। তার ফলে দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস। সোমবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। মঙ্গলবার কলকাতা-সহ হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। বুধবারও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃহস্পতি ও শুক্র বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। এদিকে, রবিবার কলকাতায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.২ ডিগ্রি। শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০ থেকে ৯৪ শতাংশ। বৃষ্টি হযেছে ৬.৮ মিলিমিটার। উত্তরবঙ্গের জন্য রয়েছে সুখবর। রবিবার বৃষ্টি তুলনামূলকভাবে কিছুটা কমবে। রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাই গুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে।

পুজোর আগেই দুঃসংবাদ! বন্ধ পরিক্রমা স্পেশাল বাস

৩১ আগস্ট ঃ আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর পুজো মানেই সাজগোজ, খাওয়া দাওয়া, গল্প-আড্ডা আর প্যান্ডেল হপিং। কিন্তু এক মণ্ডপ থেকে আর এক মণ্ডপে ভি। ঠেলে, লাইন দিয়ে ঠাকুর দেখতে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয় বইকি! তাই শহরের বড় বড়, ঐতিহ্যবাহী পুজো গুলো ঘুরে দেখতে অনেকেই পুজো পরিক্রমা স্পেশাল সরকারি বাসকেই বেছে নেন। কিন্তু সেইসব যাত্রীদের জন্য দু ঃসংবাদ। এবার পুজোয় থাকবে না সরকারি পুজো স্পেশাল বাস। কর্মী সংকট এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে স্পেশাল পুজো প্যাকেজ ট্যুর বাতিল করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। ২০২৩ সালে শিলিগুড়িতে চালু হওয়া এই প্যাকেজ ট্যুরটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মাত্র ৩৫০ টাকার বিনিময়েই শহরের উল্লেখযোগ্য পুজো মণ্ডপগুলি ঘুরে দেখতে পারতেন যাত্রীরা। শিলিগুড়ির চম্পাসারি থেকে যাত্রা শুরু করে সেন্ট্রাল কলোনি, দাদাভাই স্পোর্টিং, সুব্রত সংঘ, সুভাষপল্লি, রবীন্দ্রনগর, রথতোলার পুজো ঘুরে দেখাত বিশেষ বাস। সঙ্গে

থাকত এলাহী রাতের খাবারের আয়োজন। NBSTC-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই জানিয়েছেন, কর্মী অপ্রতুলতার পাশাপাশি ডিভিশনাল ম্যানেজার শ্যামলকুমার সরকার চলতি সপ্তাহের রবিবারেই অবসর নিচ্ছেন। ফলে নতুন আধিকারিক কবে আসবেন সেই নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। অন্যদিকে, এত অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশের অনুমতি, প্যাকেজ আয়োজন, টিকিট বিক্রি সম্ভব নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হতাশ শিলিগুড়ি সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষজন।

৬৫ বছরের সমস্যার সুরাহা! প্রথম পার্কিং জোন পাচ্ছে আলিপুরদুয়ার

দুরন্ত ব্যাাতা, আলিপুরদুয়ার, ৩১ ৬৫ বছর ধরে চলে আসা সমস্যার সুরাহা! সাধারণের দাবি মেনে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে হাসপাতাল রোডে পুজোর আগে পার্কি জোন তৈরি করছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। জনসাধরণের সুবিধার পাশাপাশি, পুরসভারও অতিরিক্ত আয় হবে। সাফল্য পেলে শহরের অন্য জায়গাতেও পার্কিং জোন তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছে পুরসভা। আলিপুরদুয়ার শহরে অন্যতম সমস্যা যানজট। বিশেষ করে জেলা হাসপাতালের সামনের রাস্তায় প্রচুর গাড়ি যাতায়াত করে। হাসপাতালে আসা গাড়িগুলিও বিক্ষিপ্তভাবে রাখা হয়। যাতে যানজটের সৃষ্টি হয় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল এলাকায় পার্কিং জোন করা হোক। সেই দাবি মেনেই কাজ শুরু হয়েছে।স্থানীয় বাসিন্দা এক যুবক বিশা মণ্ডল বলেন, এটা হাসপাতাল রোড। ২৪ ঘণ্টাই গাড়ি যাতায়াত করে। হাসপাতাল থাকায় অনেক গাড়ি রাস্তার দুই ধারে রাখা

থাকে। ফলে যানজট হয়। রাস্তায় চলা যায় না। আমাদের দাবি ছিল পার্কিং জোন তৈরি করার। পুরসভাতা তৈরি করেছে। পুরপ্রধানকে ধন্যবাদ জানাই।১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি আনন্দকুমার জয়ওয়াল, এখানে পরপর ওষুধের দোকান রয়েছে। ডাক্তারবাবুরা চেম্বার করেন। রোগীদের ভিড় হয়। গাড়ি রাস্তার ধারেই রাখেন অনেকে। তাতে যানজটের সৃষ্টি হয়। অদূরেই হাসপাতাল। এই পার্কিং জোনের দরকার ছিল। এতে সবার সুবিধা হবে। আলিপুরদুয়ার পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, পার্কিং জোনে গাড়ি রাখতে হলে নির্দিষ্ট হারে পার্কিং ফি দিতে হবে। অনুমান, এতে পুরসভার আয়ও বাড়বে। শহরে প্রথম পার্কিং জোন পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করা হচ্ছে। সফল হলে শহরের অন্যত্রও আরও পার্কিং জোন তৈরি করা হবে। পুজোর আগেই পার্কিং জোন চালু করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুরসভা।

কৃষ্ণনগর হত্যাকাণ্ডে পুলিশের জালে ধরা পড়ল প্রেমিকের মামা

দুরন্ত বার্তা, ৩১ আগস্ট ঃ কৃষ্ণনগরে কলেজছাত্রী খুনে পুলিশের জালে ধরা পড়ল দেশরাজের মামা। কুলদীপ সিং নামে ওই ব্যক্তিকে উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়া থেকে পাকড়াও করা হয়। তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মদত দেওয়া, আটকে রাখা, খুনের ষড়যন্ত্র-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। দেশরাজ আদতে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। বাংলায় উত্তর ২৪ পরগনার বীজপুরে থাকত। কৃষ্ণনগরের বাড়িতে ঢুকে ঈশিতাকে নৃশংসভাবে খুনের পর উত্তরপ্রদেশে দেশরাজ পালিয়েছে বলে পুলিশ মনে করছে। দেশরাজকে ধরতে কৃষ্ণনগর পুলিশের তিনটি দল উত্তরপ্রদেশের তিনটি ভিন্ন ঠিকানা? পৌঁছেছে। সার্চ ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে দেশরাজের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। সেখান থেকে একটি সিম কার্ড উদ্ধার হয়। শুক্রবার দেওরিয়া শহরের কাছেই একটি জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। কুলদীপ সিং নামে একজনকে পাকড়াও করেন

তদন্তকারীরা। সম্পর্কে সে দেশরাজের মামা বলেই খবর। পুলিশ জানিয়েছে, সম্পর্ক শেষ করতে চাইছিলেন ঈশিতা। সম্পর্ক বাঁচাতে দেশরাজ তাঁকে হুমকি দিতে থাকে। নিজের হাত কাটা, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ভিডিও দেশরাজ তাঁকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাতেও মন গলেনি ঈশিতার। তারপরই সম্ভবত তাঁকে খুনের ছক কষা হয়। ঈশিতা ও দেশরাজের বন্ধুদের নিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল। সেখানেই বন্দুকের ছবি পোস্ট করেছিল দেশরাজ। সঙ্গে লেখে,'ডেডবডি সুন'। কার মৃতদেহের কথা বলেছিল সে? প্রশ্নের উত্তর এখন স্পষ্ট। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের খুড়তুতো ভাই নীতিন প্রতাপ সিংয়ের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছিল দেশরাজ। দু'জন মিলেই কি ওই তরুণীকে খুনের পরিকল্পনা করে, উঠছে সে প্রশ্ন। ধৃতকে জেরা করে কৃষ্ণনগরের তরুণী ঈশিতা মল্লিক খুনের রহস্যের জট খুলবে বলেই আশা তদন্তকারীদের।

কর্মক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা

দুরন্ত বার্তা,পাঁশকুড়া, ৩১ আগস্ট ঃ কর্মক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন! সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করল CHO,পাঁশকুড়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে CHO র ছবিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি বিক্ষোভ দেখালো এলাকার অনান্য CHO সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা. গতকাল পাঁশকুড়ার শ্যামচক লেভেল ক্রসিং লাগোয়া এলাকা থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয, রেল পুলিশের অনুমান ট্রেনের ধাক্কায় ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে।, ওই মহিলার নাম সুস্মিতা সামন্ত দাস, বয়স ৩৮, বাড়ি পাঁশকুড়াতে হলেও থাকতেন খড়্গপুরের শহরের ইন্দা'য়,।পাঁশকুড়ার মাগুরি জগন্নাথচক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে CHO পদে কর্মরত ছিলেন তিনি, সূত্রের খবর,ঘটনার ছয় মাস আগে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানসিক অত্যাচারের লিখিত অভিযোগ করেন তিনি, যদিও পরবর্তীকালে কর্তৃপক্ষ বসে বিষয়টা নিয়ে মিটমাট করে নেয, সেই ঘটনার পর থেকেই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে ওই স্বাস্থ্য কর্মী। গতকাল ট্রেনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে সুস্মিতা

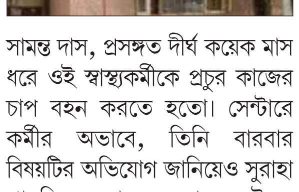

সামন্ত দাস, প্রসঙ্গত দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রচুর কাজের চাপ বহন করতে হতো। সেন্টারে কর্মীর অভাবে, তিনি বারবার বিষয়টির অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা পাননি। ,আজ সকালে উত্তর মেছোগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে CHO অর্থা কমিউনিটি হেলথ অফিসার সুস্মিতা সামন্তের ছবিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের পাশাপাশি এক মিনিট নীরবতা পালন করে সহকর্মীরা। পাশাপাশি এই ঘটনার বিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখায় তারা।ব্লকের অন্যান্য সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত CHO সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীরা বিক্ষোভের শেষে হাসপাতাল কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়,এটি খুব মর্মান্তিক ঘটনা, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ওরকম কিছু অভিযোগ এনেছে কিনা আমি জানিনা,আমি তো নতুন চার্জ হ্যান্ড ওভার নিয়েছি।, আমি আসার আগে কিছু ঘটনা শুনেছি ওনার মানসিক চিকিসা চলার জন্য আমরা কখনো কাজের চাপ দেইনি। বরং কর্ম ক্ষেত্রে একাধিকবার ওই স্বাস্থ্য কর্মীর বিরুদ্ধে গাফিলতিদের অভিযোগ উঠে এসেছে। উনি কিছুটা ডিপ্রেশনও ছিলেন কি নিয়ে তা বলতে পারব না, তাই হেল্প এর জন্য আমরা একজন anm কেও দিয়েছিলাম, উনি হয়তো মেটাল ডিপ্রেশনে ছিলেন। আমরা বিষয়টা বুঝতে পারিনি।এই বিষয়টা নিয়ে তদন্ত চলছে।

তিস্তাপারের চা কথা, পাহাড়ে বিপুল উৎপাদন হলেও তরাই-ডুয়ার্সে রুগ্ন পরিস্থিতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩১ অগস্ট ঃ পাহাড় থেকে নামার পথে হু হু করে কমে যাচ্ছে চা উপাদন! এই তথ্য উঠে এসেছে টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে। এতে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে চা শিল্পে দুটি ভিন্ন ছবি। একদিকে পাহাড়ের চা বাগানগুলিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য। পাহাড়ে কাঁচা চা পাতার উপাদন বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। আর ডুয়ার্স ও তরাইয়ে উৎপাদন হু হু করে উপাদন কমছে। তরাই ডুয়ার্সে চা উৎপাদনের ঘাটতি চা অর্থনীতিকে প্রভাব ফেলবে। কারণ ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলে চা উৎপাদনের উপর বহু মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল। টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার তারতম্যে পাহাড়ি এলাকা ও তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানে উৎপাদনের বিপরীত পরিসংখ্যান ধরা পড়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জুন মাসে ডুয়ার্সে চা বাগানে উৎপাদন কমেছে প্রায় ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার কেজি। তরাইয়ে কমেছে ১ লক্ষ কেজির বেশি। গতবছরের তুলনায় এই বছর ডুয়ার্সে চা উৎপাদন ৬৪ লক্ষ ৮৪ হাজার কেজি থেকে নেমেছে ৫৮ লক্ষ কেজির ঘরে। তরাই অঞ্চলে ১৬ লক্ষ ২৬ হাজার কেজির জায়গায় উপাদন কমে

দাঁড়িয়েছে ১৫ লক্ষ ২০ হাজার কেজি। পাহাড়ি এলাকার ছবি আলাদা। দৃশ্যপট একেবারেই আলাদা। গত বছর জুন মাসে চা উৎপাদন ছিল ৩ লক্ষ ৭৭হাজার ৭৮৬ কেজি। এবারে বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৪১ কেজি। অর্থাৎ, উৎপাদন বেড়েছে ১ লক্ষ ৭হাজার কেজির বেশি। কালিম্পং বাদে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ের প্রায় সব এলাকায় দেখা গেছে এই বৃদ্ধি। জুন মাসে ডুয়ার্সে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৫০৫ মিলিমিটার। গত বছর হয়েছিল ১২১৪ মিলিমিটার। বৃষ্টির দিন কমে দাঁড়িয়েছে ২৫ থেকে ১৮ দিনে। তাপমাত্রা বেড়েছে ৩৪.৭ ডিগ্রি থেকে ৩৬.৯ ডিগ্রিতে। তরাইয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ। জুনে বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৩২৯ মিলিমিটার, যা আগের বছরের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়েছে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি। এই কারণে চা উৎপাদনে ঘাটতি। পাহাড়ের ক্ষেত্রে একই রকম আবহাওয়া সত্ত্বেও চা উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাহাড়ি চা বাগানগুলিতে উন্নত চাষ পদ্ধতি এবং মাটির স্বাভাবিক আর্দ্রতা বেশি। যার ফলে তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাতের মধ্যেও উৎপাদনে প্রভাব পড়েনি।

শোধ করতে পরিবেশ থেকে নেওয়া 'ঋণ', তাই বছর বছর নিজের সঞ্চয় ভেঙে চলেছেন তৃণমূলের বিধায়ক

মিঠুন হালদারঃ পরিবেশকে সবুজ ও সুস্থ রাখা এবং পরিবেশ থেকে নেওয়া অক্সিজেনের 'ঋণ' শোধ করার জন্য রবিবার থেকে লালগোলা বিধানসভা এলাকায় শুরু হলো 'ঘরে ঘরে বৃক্ষরোপণ, দুই লক্ষের লক্ষ্য পূরণ' কর্মসূচি।

লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক মহম্মদ আলীর উদ্যোগে তাঁর বিধানসভা এলাকায় গতবছর এক লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এই কর্মসূচির। তৃণমূল বিধায়কের লক্ষ্য এবছর আরও এক লক্ষ গাছ লালগোলাবাসীর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে নিজের বিধানসভায় এলাকায় ২ লক্ষ গাছ রোপনের কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলী বলেন,' ভারতবর্ষের বনাঞ্চলের অনুপাত মাত্র ২২ শতাংশ। এই অনুপাত হওয়া উচিত ছিল কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ। তৃণমূল সরকার এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে পশ্চিমবঙ্গে বনাঞ্চল ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ। এই রাজ্যের জনঘনত্ব অত্যন্ত বেশি হলেও রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগে এখন বনাঞ্চলের অনুপাত ১৯ শতাংশের বেশি হয়েছে। 'তিনি বলেন,' একজন সুস্থ মানুষের সারাজীবন বেঁচে থাকার সময় যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে তা উৎপাদন করতে অন্তত সাতটি পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ থেকে উৎপাদিত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। তাই আমাদের সকলেরই কর্তব্য কমপক্ষে সাতটি গাছ লাগিয়ে সারা জীবন তার পরিচর্যা করে। তবে লালগোলা বিধানসভা এলাকাকে লক্ষ লক্ষ গাছের সবুজ চাদরে মুড়ে দেওয়যার জন্য বিধায়ক কোনও সরকারি সাহায্য নেন না। সরকারি হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক মহম্মদ আলী ২০০৩ সালে নভেম্বর মাসে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের জমানো যে টাকা পেয়েছেন তা

দিয়েই তিনি সবুজের সমারোহ বাড়িয়ে চলেছেন। মহম্মদ আলী জানান,' আমার এক ছেলে বাংলাদেশে ডাক্তারি পড়ে এবং এক ছেলে সদ্য গ্রাজুয়েট হয়েছে ,বাড়িতে স্ত্রীও রয়েছে। তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করার পর আমার অবসরকালীন প্রাপ্য যে টাকা সঞ্চিত রয়েছে তা দিয়েই আমি লালগোলা বিধানসভা এলাকাকে সবুজে ভরে দিতে চাই। এই কাজ করতে প্রত্যেক বছর আমার প্রায় ১২ লক্ষ টাকা করে খরচ হয়।' তিনি বলেন,' গত বছর লালগোলাবাসীকে কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, জামসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কে কোন ধরনের গাছ নেবে এই নিয়ে কিছুটা সমস্যা হওয়ায় এবছর আমরা সকলকে মেহগনি গাছ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তৃণমূল বিধায়কের এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার জন্য 'আমাদের লালগোলা' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরাও এগিয়ে এসেছেন। ওই সংগঠনের সম্পাদক নির্ঝর সিংহ বলেন,' লালগোলা বিধানসভায় এক লক্ষের কাছাকাছি বাড়ি রয়েছে এবং ২৫৬ টি বুথ রয়েছে। প্রত্যেকটি বুথে আমাদের সংগঠনের কমপক্ষে একজন করে সদস্য রয়েছেন। আগামী সাত দিনের মধ্যে আমরা আমাদের সংগঠনের সদস্যদের সাহায্য নিয়ে প্রত্যেক বাড়িতে একটি করে গাছ পৌঁছে দেবো। গাছ নেওয়ার জন্য লালগোলার কোনও মানুষকে কোথাও যেতে হবে না।' তৃণমূল বিধাযক মহম্মদ আলী বলেন,'গাছ বিতরণের কর্মসূচির জন্য ফ্লেক্স বা পোস্টার যা তৈরি করা হয় তার কোনওটিই আমার ব্যক্তিগত প্রচারের নয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য অন্যরাও যাতে গাছ লাগানো, তাকে বাঁচানো এবং বিতরণের কাজে উৎসাহিত হন। গত বছর ১ লক্ষ গাছ বিতরণের কর্মসূচি হওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিল আগামী দিন হয়তো আর এটা হবে না। কিন্তু আমি এই কর্মসূচি প্রত্যেক বছর চালিয়ে যেতে চাই। আমার উদ্দেশ্য এই ধরনের কাজ দেখে যাতে বিভিন্ন জেলা এবং রাজ্যের বিধায়ক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীরাও অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে গাছ লাগানো এবং বিতরণের কাজে এগিয়ে আসেন।'

গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্না মঞ্চে কিষান খেত মজদুর তৃণমূল কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৩১ আগস্ট ঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের স্বৈরাচারী বিভেদ নীতি, বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজ্য কিষান ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কিষান ক্ষেত মজদুর তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্না মঞ্চে অংশ নিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক। এদিন তিনি দক্ষিণ বারাসত স্টেশন থেকে কয়েক্ হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নিয়ে কলকাতার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্না মঞ্চে অংশ নেন।তিনি এদিন কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কঠোর সমালোচনার পাশাপাশি বাংলা ও বাংলাভাষীদের ওপর কেন্দ্রের সরকারের অসহিষ্ণুতা এসআইআর এর উপর তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন।

শুরু হলো বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৩১ আগস্ট ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবছরও শুরু হলো বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা। মুর্শিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা সুতির আহিরন থেকে শুরু হয়। আজ ৩১ আগষ্ট ভোর পাঁচটায় আহিরণ ঘাট থেকে ৮১ কিমি বিভাগে জলে ঝাঁপ দেন প্রতিযোগীরা।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জিএম-র অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন শ্রী উদয় বোরওয়ানকর

গোরখপুর, ৩১ আগস্ট ঃ শ্রী উদয় বোরওয়ানকর, মহাপরিচালক, আরডিএসও ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। শ্রী বোরওয়ানকর ভারতীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা পরিষেবার একজন কর্মকর্তা। বারাণসী থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর, ১৯৮৫ সালে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন

কর্তৃক তিনি মর্যাদাপূর্ণ স্পেশাল ক্লাস রেলওয়ে শিক্ষানবিশের জন্য নির্বাচিত হন। জামালপুরের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইনস্টিটিউট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর, তিনি মুম্বাই থেকে স্নাতকোত্তর (এমবিএ) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি আইআইটি খড়গপুর থেকে ইলেকট্রনিক্স, হায়দ্রাবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস এবং বোকানো স্কুল অফ বিজনেস (মিলান) থেকে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা এবং অস্ট্রিয়ার গ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।শ্রী বোরওয়ানকর গত ৩৫ বছরে মধ্য রেলওয়ে, পশ্চিম রেলওয়ে, দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য রেলওয়ে, পশ্চিম মধ্য রেলওয়ে, রেলওয়ে বোর্ড এবং খনি মন্ত্রণালয় এবং মহা মেট্রোতে ডেপুটেশনে অনেক চ্যালেঞ্জিং পদে চমৎকার সেবা প্রদান করেছেন।তিনি অতিরিক্ত বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারনাগপুর, রেলওয়ে বোর্ডে নির্বাহী পরিচালক, নাগপুর মেট্রোতে অপারেশনস এবং ম্যানেজমেন্টে র দায়িত্বে, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজারভোপাল এবং দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য রেলওয়ে এবং পশ্চিম রেলওয়ের প্রধান প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন।২০২৪ সালের আগস্ট থেকে আরডিএসও-এর মহাপরিচালক হিসেবে, তিনি ভারতীয় রেলওয়েতে আধুনিক প্রযুক্তির একীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং কবচ, বন্দে ভারত ট্রেন, হাইড্রোজেন ট্রেন, ' এবং ড্রোন ভিত্তিক প্রযুক্তি' ডিএএস-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রচারণার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শ্রী উদয় বোরওয়ানকর একজন ভালো পাঠক, বিশিষ্ট বক্তা এবং জৈব চাষ, ফটোগ্রাফি এবং ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। প্রযুক্তিগত এবং ব্যবস্থাপনাগত নেতৃত্বের পাশাপাশি, তিনি পরিবেশ সুরক্ষা, সবুজ শক্তি এবং মান ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

ক্রিকেটপ্রেমীদের চাপে নতিস্বীকার, দলীপ ট্রফি নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত বোর্ডের

৩১ আগস্ট ঃ ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট হওয়া সত্ত্বেও সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছিল না চলতি বছরের দলীপ ট্রফিতে। সেই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। সেই ক্ষোভের মুখে অবশেষে নতিস্বীকার করল বোর্ড। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, এবার দলীপ ট্রফির সরাসরি সম্প্রচার হবে। দেখা যাবে ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যান্য ম্যাচগুলিও। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে দলীপের প্লে অফ পর্ব। প্রথম দিনে মুখোমুখি হয়েছে পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল। মহম্মদ শামি, অর্শদীপ সিংয়ের মতো জাতীয় দলের তারকারা সেখানে খেলছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টের কোনও সম্প্রচার নেই! এহেন ঘটনায় ক্ষুব্ধ ক্রিকেটপ্রেমীরা। তাঁদের প্রশ্ন, প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্তের যুগে এখন পাড়ার টুর্নামেন্ট ও সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তাহলে দলীপের মতো প্রতিযোগিতা কেন দেখানো হবে না ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য? হতাশ এক ক্রিকেটভক্ত সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘ এলাকায় স্থানীয় একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে, সেটাও এইচডি কোয়ালিটিতে সম্প্রচার হচ্ছে। কিন্তু দেশের প্রথম সারির ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, সেটা কেবল স্কোরকার্ড দেখতে পাচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমী। এই পরিস্থিতি ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটপ্রেমী উভয়ের পক্ষেই খুব খারাপ।’ আরেকজনের মত, ‘ সেদিন তো টেনিস বলের টুর্নামেন্ট ও দেখানো হয়। কিন্তু দলীপ ট্রফির সম্প্রচার নেই।’এহেন পরিস্থিতিতেই সাইকিয়া জানান, দলীপ ট্রফির ফাইনাল সরাসরি সম্প্রচার হবে। শুধু তাই নয়, সম্প্রচারকারীদের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে যেন ঘরোয়া ক্রিকেট ১০০ দিন ধরে দেখানো হয়। বোর্ড সচিবের কথায়, ঘরোয়া ক্রিকেটকে বিসিসিআই সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়। সেকারণেই জাতীয় দলের ক্রিকেটাররাও ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন। উল্লেখ্য, দলীপ ট্রফির ফাইনাল শুরু হচ্ছে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে।

এশিয়া কাপের আগে ফের ঝড়, টিম ইন্ডিয়ায় জায়গা পাকা রিঙ্কুর

৩১ আগস্ট ঃ তাঁকে এশিয়া কাপের দলে নেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা ছিল। অবশেষে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে জায়গা হয়েছে তাঁর। প্রথম একাদশে জায়গা পেলে কি ফিনিশারের ভূমিকায় দেখা যাবে রিঙ্কু সিংকে? সেই প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে রাখছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশের টি-টোয়েন্টি লিগে ব্যাট হাতে একের পর এক ঝড় তুলে নিজের জায়গা পাকা করার পথে রিঙ্কু। মিরাট ম্যাভেরিকসের অধিনায়ক ৪৮ বলে করলেন ৭৮ রান। তুললেন ছক্কার ঝড়ও। উত্তরপ্রদেশের লিগে কাশী রুদ্রাসের বিরুদ্ধে জেতার জন্য মাত্র ১৩৬ রান দরকার ছিল মিরাটের দলের। কিন্তু সেখানেও ২৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে আচমকা বিপদে পড়ে যায় তারা। সেখানে থেকে শুরু হয় রিঙ্কুর ধামাকা। মাধব কৌশিকের সঙ্গে জুটি বেঁধে অনায়াসে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যান। দুজনের জুটিতে ওঠে ১১৩ রান। আর মাত্র ১৫.৪ ওভারেই জিতে যায় মিরাট ম্যাভেরিকস। রিঙ্কু অপরাজিত থাকেন ৪৮ বলে ৭৮ রানে। মারেন ছটি ছক্কা এবং ছটি চার। ইনিংসের শেষ চার বলের স্কোরবোর্ড এরকম- ৬, ৪, ৬, ৬। এর আগে উত্তরপ্রদেশের লিগে সেঞ্চুরি করেছিলেন রিঙ্কু। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ৪৮ বলে ১০৮ রানের ইনিংস উপহার দেন রিঙ্কু। বিধ্বংসী সেই ইনিংস সাজানো ছিল ৭টা চার ৮টা ছক্কা দিয়ে। ফের একবার মিরাটকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তুলে এনে দক্ষ ফিনিশারের ভূমিকায় জিতিয়েছেন, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে। স্পষ্টতই এমন ইনিংসের পর তিনি যে টিম ম্যানেজমেন্ট কে বার্তা দিয়ে রাখলেন, তা বলাই বাহুল্য। গত আইপিএলে ভালো ফর্মে ছিলেন না রিঙ্কু। ফলে জাতীয় দলেও তিনি কতটা সুযোগ পাবেন, সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে। যদিও ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগে একাধিক বিধ্বংসী ইনিংসে ‘দলের জন্য নিজের স্থান পাকাপোক্ত করছেন তিনি।

মেসি আসছেন যুবভারতীতে, শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল আয়োজকদের

৩১ ঃ চোদ্দ বছর আগে যুবভারতী স্টেডিয়াম সাক্ষী থেকেছিল মেসি-মায়ার। দেশের জার্সিতে অধিনায়কত্বের সূচনাটা সেদিন ভারতীয় ফুটবলের রাজধানীতে করেছিলেন তিনি। অবশ্য তখনও বিশ্ব ফুটবলের অবিসংবাদিত মহানায়ক হয়ে ওঠেননি আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। কয়েকটা ব্যালন ডি’অর জিতলেও সর্বকালের সেরার তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হননি মেসি। ১৪ বছর পর ফের সেই যুবভারতীতে ফিরতে চলেছেন লিওনেল মেসি। এবার বিশ্বজয়ী হিসাবে, সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসাবে। তবে এবার ম্যাচ খেলবেন না মেসি, যোগ দেবেন ‘ কনসার্টে’। যে কনসার্ট আয়োজন করা হচ্ছে আর্জেন্টাইন মহাতারকার সম্মানে। প্রাথমিকভাবে অবশ্য এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে। তবে শেষ পর্যন্ত তা হতে চলেছে এশিয়ার অন্যতম সেরা ফুটবল স্টেডিয়ামে। ১২ ডিসেম্বর রাতে শহরে চলে আসছেন মেসি। ১৩ ডিসেম্বর প্রথমে যাবেন যুবভারতীতে, ‘ কনসার্টে’ অংশ নিতে। সেখান থেকে যাবেন লেকটাউনে, নিজের মূর্তি উদ্বোধন করতে। তারপর আরও একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে আর্জেন্টাইন ম্যাজিশিয়ানের। কলকাতা ছাড়াও এবারের ভারত সফরে মুম্বই, দিল্লি এবং আমেদাবাদে কর্মসূচি রয়েছে মেসির। এমনকী তিনি দেখা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও। কিন্তু হঠাৎ কেন বদলে গেল ‘ কনসার্টের’ ভেনু? কেন ইডেনের বদলে যুবভারতীতে যাচ্ছেন মেসি? শোনা যাচ্ছে, লেকটাউনের সঙ্গে ইডেনের দূরত্বের জন্য এই বদল। আসলে মেসির থাকার কথা বাইপাস সংলগ্ন এক হোটেলে। সেখান থেকে লেকটাউন যাওয়ার পথেই রয়েছে যুবভারতী। সেখানে যদি পুরনো সূচি অনুযায়ী ইডেনে কনসার্ট হত, তবে অনেকটা পথ ঘুরতে হত মেসিকে। তাঁর পুরো ভ্রমণসূচির দায়িত্বপ্রাপ্তরা এতটা পথ ঘোরা নিয়ে আপত্তি জানান। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আয়োজকরা কথা বলেছেন। তিনি সবুজ সংকেত দিতেই ইডেনের পরিবর্তে নতুন ভেনু হিসাবে যুবভারতী বেছে নেওয়া হয়। ফলে চোদ্দ বছর পর ফের মেসির দেখা পাবে যুবভারতী।

জাপানকে হারিয়ে হকি এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ভারত

৩১ আগস্ট ঃ হকি এশিয়া কাপে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয় ভারতের। বিহারের রাজগীরে আয়োজিত হকি এশিয়া কাপে জাপানের বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জিতল ভারতীয় দল। জোড়া গোল অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিংয়ের। যার সুবাদে এশিয়া কাপের সুপার চারেও পৌঁছে গেল ভারত। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে চিনের বিরুদ্ধে ৪-৩ গোলে জিতেছিল ভারতীয় দল। সেখানে ভারতকে ভুগিয়েছিল রক্ষণ বিভাগ। দ্বিতীয় ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এই ম্যাচে শুরুতেই এগিয়ে যায় ভারত। ৪ মিনিটে গোল করেন মনদীপ সিং। যা এই টুর্নামেন্টে ভারতের প্রথম ‘ গোল। ঠিক পরের মিনিটেই ফের গোল। পেনাল্টি কর্নারের সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি অধিনায়ক হরমনপ্রীত। তবে তারপর আর গোলের ব্যবধান বাড়াতে পারেনি ভারত। বরং একাধিকবার দুরন্ত সেভ করেন গোলকিপার কৃষাণ পাঠক। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল ভারত। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় রক্ষণকে চাপে ফেলে ব্যবধান কমায় জাপান। তৃতীয় কোয়ার্টারের ৮ মিনিটে গোল করেন জাপানের কোসেই কাওয়াবে। সেই সময় যথেষ্ট চাপ বেড়েছিল ভারতের উপর। সেক্ষেত্রেও

রক্ষাকর্তা সেই হরমনপ্রীত। ফের পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে যান তিনি। কিন্তু তাতেও হাল ছাড়েনি জাপান। শেষ পর্যন্ত ভারতকে চাপে রাখে। যার জেরে ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে একটি গোলের ব্যবধানও কমান কাওয়াবে। যদিও ভারত ৩-২ গোলে ম্যাচ জেতে। এই জয়ের ফলে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে পুল এ-র শীর্ষে ভারত। এই গ্রুপে ভারতের শেষ ম্যাচ কাজাখস্থানের বিরুদ্ধে। যারা এদিন চিনের কাছে ১-১৩ গোলে পরাজিত হয়েছে। এই গ্রুপে চিন ও জাপান দুদলেরই পয়েন্ট ৩। শেষ ম্যাচে একে অপরের মুখোমুখি হবে। ফলে যেই জিতুক না কেন, ভারতের পয়েন্ট কে টপকাতে পারবে না। শেষ ম্যাচে ভারত হারলেও সেরা দুই দলের মধ্যে থেকে সুপার ফোরে যাওয়া আটকানো যাবে না। সেই হিসেবে সুপার ফোরে পৌঁছে গেলেন হরমনপ্রীতরা।

ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের দায়িত্ব পালন করছেন রেনেডি সিং

৩১ আগস্ট ঃ একটা সময় ভারতীয় ফুটবলে দাপিয়ে খেলেছেন রেনেডি সিং। একটা সময় টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে পেশেদার ফুটবলে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল মনিপুরের এই মিডফিল্ডারের। পরবর্তীতে যোগদান করেছিলেন কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলে। সেখান থেকেই পরবর্তীতে মোহনবাগান হয়ে এভারেডি এফসি থেকে শুরু করে শিলং লাজংয়ের হয়ে আইলিগ খেলেছিলেন এই ফুটবলার। তারপর গত ২০১৪-২০১৫ মরসুমে দক্ষিণের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব তথা কেরালা ব্লাস্টার্সের মধ্যে দিয়ে ফুটবলার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ারে ইতি টেনেছিলেন তিনি। পরবর্তী সময় থেকেই ফুটবলের অন্যান্য দায়িত্বে যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছেন রেনেডি সিং। একটা সময় মানালো দিয়াজের অনুপস্থিতিতে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব ও পালন করে এসেছেন এই ভারতীয়। পরবর্তীতে বেঙ্গালুরু এফসির হেড কোচ তথা জেরার্ড জারাগোজার সহকারী কোচ হিসেবে যোগদান করেছিলেন রেনেডি সিং। তবে গত কয়েকদিন আগেই তাঁকে নতুন দায়িত্ব দিয়েছে আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। সেই অনুযায়ী এবার থেকে কর্নাটকের এই ফুটবল ক্লাবের রিজার্ভ দলের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন তারকা। পূর্বে এই পদে আসীন ছিলেন বিবিয়ানো ফার্নান্দেজ। কিন্তু এখন ভারতের অনূর্ধ্ব ১৭ দলের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সবদিক মাথায় রেখেই এবার রেনেডির উপর ভরসা রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। তাঁর আগে দেশের অন্যতম সক্রিয় ফুটবল প্রতিষ্ঠান তথা ক্লাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে ও দায়িত্ব পালন করেছেন রেনেডি সিং। তাঁর সক্রিয়তায় যুব প্রতিভাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল এই ফুটবল দল। তবে এবার নতুন দায়িত্ব পাওয়ার দরুন তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সমস্ত কিছুর জন্য এবার ধন্যবাদ জানাল ক্লাসিক ফুটবল অ্যাকাডেমি।বেশকিছু ঘন্টা আগে সোশ্যাল সাইটে রেনেডি সিংয়ের ছবি আপলোড করে তাঁদের তরফে লেখা হয়, ক্লাসিক ফুটবল একাডেমি নিশ্চিত করেছে যে রেনেডি সিং আর আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসেবে থাকবেন না।তিনি একাডেমিতে যে অভিজ্ঞতা, নির্দেশনা এবং নেতৃত্ব এনেছেন তাঁর জন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। তাঁর উপস্থিতি আমাদের খেলোয়াড়দের উপর এবং একটি ক্লাব হিসেবে আমাদের দর্শনের উপর একটি স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। বেঙ্গালুরুর সাথে তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার সাথে সাথে, আমরা তাঁর আগামী যাত্রার জন্য শুভেচ্ছা জানাই।

কিচি এফসির বিপক্ষে তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চান অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ

৩১ আগস্ট ঃ জয়ের মধ্য দিয়ে এএফসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। গত ২৫শে আগস্ট কম্বোডিয়ার শক্তিশালী ফুটবল দল ক্রাউন এফসির বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। দ্বিতীয়ার্ধে রেস্টি নানজিরির অ্যাসিস্ট থেকে গোল করেছিলেন ফাজিলা ইকওয়াপুথ। তাঁর করা একমাত্র গোলেই এসেছিল জয়। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সকলে। এই জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে দলের সকল ফুটবলারদের। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আসন্ন ম্যাচে হংকংয়ের শক্তিশালী কিচির সাথে ড্র করলেই গ্রুপ পর্বে স্থান করে নেবে মশাল কন্যারা। আসলে কয়েকদিন আগেই হংকংয়ের এই শক্তিশালী দলের কাছে পয়েন্ট নষ্ট করেছে কম্বোডিয়ার চ্যাম্পিয়ন দল। যারফলে পরের রাউন্ডের স্থান পেতে গেলে আর মাত্র এক পয়েন্ট লাগবে ভারতের এই ফুটবল ক্লাবের। বলতে গেলে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ থাকছে সৌম্যা গুগুলথদের কাছে। তবে প্রথম ম্যাচের মতোই দ্বিতীয় ম্যাচে জয় সুনিশ্চিত করতে চান গতবারের আই লিগ জয়ী কোচ। তবে প্রতিপক্ষ দলের বিপক্ষে ৩ পয়েন্ট সুনিশ্চিত করা যে খুব একটা সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই

জানেন তিনি। সেজন্য ম্যাচের আগে প্রতিপক্ষ দলকে যথেষ্ট সমীহ করছেন অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। তাঁর কথায় ফিজিক্যাল ফিটনেসের দিক থেকে যথেষ্ট এগিয়ে কিচি এফসি। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী ম্যাচ খেলে পুরো পয়েন্ট সুনিশ্চিত করাই অন্যতম লক্ষ্য সকলের। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে লাল-হলুদ কোচ বলেন, প্রথম ম্যাচে জয় আশায় দলের মধ্যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তবে এই ম্যাচে প্রথমার্ধের শুরু থেকেই গোল তুলে নেওয়ার লক্ষ্য থাকবে। তাছাড়া আমরা গত ম্যাচে ক্রাউন এফসির সাথে তাঁদের খেলা দেখেছি। বক্সের মধ্যে ওরা যথেষ্ট বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। তবে আমরাও পরিকল্পনা মাফিক ফুটবল খেলে গোল তুলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি ম্যাচ জিতেই ফিরে আসতে পারবো। বলাবাহুল্য, এএফসির কথা মাথায় রেখে অনেক আগে থেকেই দল গঠনের কাজে হাত দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। জাতীয় দলের ফুটবলারদের পাশাপাশি একাধিক দাপুটে মহিলা ফুটবলারদের যুক্ত করা হয়েছে এবার দলের সঙ্গে। বিশেষ করে মাওরিন টোভিয়া ওকপালা থেকে শুরু করে গত ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা তথা ফাজিলা ইকওয়াপুথের মতো ফুটবলারদের যুক্ত করা হয়েছে লাল-হলুদে। তাঁদের সামনে রেখেই এই ম্যাচে সফল হতে চাইবেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ।

রাজ্যের ক্রিকেট প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মান পাওয়া মানে অনেক বড় প্রাপ্তি

৩১ আগস্ট ঃ শনিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে আয়োজিত হয়েছে সিএবির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলার ক্রিকেট প্রশাসক থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের ক্রিকেটাররাও। কিন্তু সব আলো যেন পড়ল আকাশ দীপের ওপর। ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে আসা এই পেসারকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। আর এই সম্মান আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন আকাশ। আবেগে ভেসে গিয়ে মঞ্চেই আকাশ দীপ বলে ওঠেন, আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু সিএবি আমার ক্রিকেটের জন্ম দিয়েছে। অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আকাশ দীপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। সৌরভ জানান, ইংল্যান্ড সফরের প্রতিটি দিন আকাশের পারফরম্যান্সের জন্য তিনি অপেক্ষা করতেন। পঞ্চম উইকেট নেওয়ার দিন তিনিও ছিলেন অধীর আগ্রহে। এই ধরণের সম্মান প্রসঙ্গে আকাশ বলেন, এটা আমার কাছে গর্বের মুহূর্ত। রাজ্যের ক্রিকেট প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মান পাওয়া মানে অনেক বড় প্রাপ্তি। কঠিন সময়ে এমন মুহূর্তগুলি সাহস দেয়। আকাশ দীপ ইংল্যান্ড সফরে এক টেস্ট ম্যাচে নিয়েছিলেন ১০ উইকেট, আবার এক ইনিংসে করেছিলেন ৬৬ রান। কোনটা বেশি স্মরণীয়? উত্তরে আকাশ বলেন, যে পারফরম্যান্সে দলের জয় আসে, সেটাই বেশি মূল্যবান। আমি একজন বোলার, তাই চাই বল করে দলের জয় এনে দিতে। তবে দুই পারফরম্যান্সই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতীয় ক্রিকেটে এই মুহূর্তে একাধিক মেন্টর, কোচ ও অধিনায়কের অধীনে খেলার অভিজ্ঞতা হয়েছে আকাশ দীপের। গৌতম গম্ভীর সম্পর্কে বলেন, গৌতম স্যার সব সময় অনুপ্রাণিত

করেন। আমার স্কিল সম্পর্কে উনি যা বলেন, আমি নিজেও জানি না! রাহুল দ্রাবিড় এবং গম্ভীরের কোচিং স্টাইলের মধ্যে তুলনা টেনে বলেন, দু’জনেরই নিজস্ব স্টাইল আছে, কিন্তু দু’জনেই পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলেন। ওঁরা যেভাবে আমাদের গাইড করেন, সেটা দারুণ। অধিনায়ক হিসেবে শুভমন গিলের নেতৃত্বের প্রশংসা করে আকাশ বলেন, ওর ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দারুণ। আমি ভাগ্যবান যে ওর নেতৃত্বে খেলেছি। আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টে ঋষভ পন্থের অধিনায়কত্বেও খেলেছেন আকাশ। তিনি ঋষভ সম্পর্কেও বলেন, ও একজন মানসিকভাবে খুব শক্ত ক্রিকেটার। যে চোট ও পেয়েছে, সেটা দেখে মনে হয়, কেউ খেলতে পারবে না। কিন্তু ঋষভ সেই অবস্থাতেই মাঠে নেমেছে, ব্যাট করেছে। এটা বাকিদের জন্য বড় শিক্ষা। বর্তমানে ভারতীয় পেস আক্রমণে প্রতিযোগিতা তুঙ্গে। আকাশ দীপকে প্রথমে একাদশে সুযোগ না পেলেও পরে দুর্দান্তভাবে কামব্যাক করতে দেখা যায়। তখন কীভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন? উত্তরে আকাশ বলেন, দলে কম্বিনেশন কাজ করে। কিন্তু আমি নেটসেও কাজ করে যাচ্ছিলাম। কখন সুযোগ আসবে, জানতাম না, তবে প্রস্তুতি থাকতাম। তিনি আরও বলেন, বুমরাহ ভাইয়ের মতো সিনিয়ররা পাশে থাকেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী ওদের সঙ্গে আলোচনা করি। দীর্ঘ সফরে একসঙ্গে সময় কাটানোর ফলে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যেকোনও সময় সাহায্য চাইলে ওরা পাশে থাকেন। আকাশ দীপ কিছুটা চোটপ্রাপ্ত হলেও জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। তিনি বলেন, ছয়.মাস টানা খেলার পর রেস্ট দরকার ছিল। কাল থেকে আবার বোলিং শুরু করব। ব্রাঙ্কো টেস্ট নিয়ে চলা বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে সরাসরি উত্তর দেন, ওটা ফিজিও আর ট্রেনারের কাজ। খেলোয়া।রে ফোকাস খেলার দিকেই থাকা উচিত। পরবর্তী লক্ষ্য কী? উত্তরে আকাশ দীপ বলেন, আমার একটাই লক্ষ্য, দেশের হয়ে যতদিন সম্ভব খেলতে চাই। দলের জয়ে অবদান রাখতে চাই। এটা আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

বাংলাদেশ ক্রিকেটকে একধাক্কায় ১০ বছর এগিয়ে দেওয়া লক্ষ্য রাখতে চান তামিম

৩১ ঃ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন একবছরও হয়নি। এবার ক্রিকেট প্রশাসনে আসতে চান বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। বিসিবি’র আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চান তামিম। আর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি হলে সে দেশের ক্রিকেটকে ৮-১০ বছরের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে চান প্রাক্তন তারকা। বিসিবির শেষ নির্বাচন হয়েছিল ২০২১ সালের ৬ অক্টোবর। অর্থাৎ চলতি বছরের অক্টোবর মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন করতে হবে। নিয়ম অনুসারে, নির্বাচনের ৩০ দিন আগে থেকে সমস্ত প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এর আগে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দেশ ছাড়েন সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। এখন বোর্ড সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তবে জানা যাচ্ছে, তিনি নির্বাচনে দাঁড়ানো নিয়ে খুব একটা আগ্রহী নন। বাংলাদেশ ক্রিকেটের নিয়ম হচ্ছে, আগে পরিচালক পদে নির্বাচিত হতে হয়। সরাসরি সভাপতি হওয়া যায় না। তামিমও সেই পথেই এগোচ্ছেন। তিনি জানান, আগে থেকেই বলা যায় না, সভাপতি হব কি না। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, পরিচালক হওয়ার জন্য নির্বাচনে দাঁড়াব কি না, তাহলে বলব ভালো সম্ভাবনা আছে। যদি আমি পরিচালক হিসেবে যথেষ্ট সমর্থন পাই, তাহলে হয়তো সভাপতির জন্য দাঁড়াতে পারি। বাকিটা পরে দেখা যাবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের ভালো করার জন্য বড় দায়িত্বে আসা দরকার। বিসিবির সভাপতি হলে কোন বিষয়ে নজর দিতে চান প্রাক্তন বাঁ-হাতি ওপেনার? তিনি বলছেন, ‘ দুই-তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে চাই। সবচেয়ে জরুরি হল পরিকাঠামো উন্নয়ন। খেলোয়াড় ও কোচরা থাকলেও তাদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। বিপিএল বা ডিপিএল চলাকালীন একটাই মাঠে সাতটা দল অনুশীলন করে। অথচ বিসিবি বিশ্বের অন্যতম ধনী ক্রিকেট বোর্ড। আমি সুযোগ পেলে পরের চার বছরে এমন কিছু করতে চাই, যাতে বাংলাদেশ ক্রিকেট ৮-১০ বছর এগিয়ে যাবে।

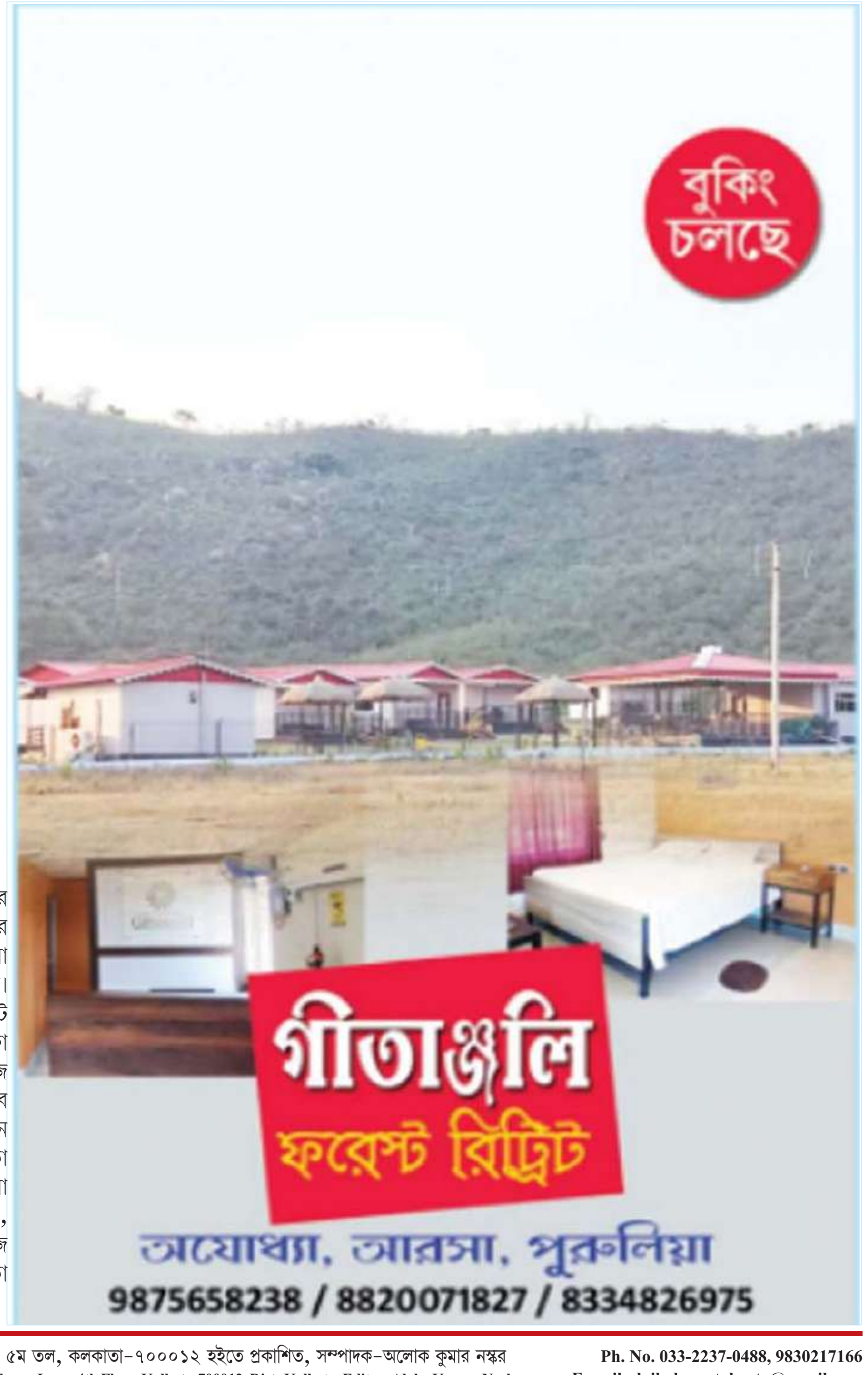

ভারতীয় দলের মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব ধোনিকে? জল্পনার মধ্যেই ধেয়ে এল কটাক্ষ

৩১ ঃ মহেনন্দ্র সিং ধোনিকে নাকি ফের ভারতীয় দলের মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটের খবরে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট মহল। এমনকী, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন তারকা মনোজ তিওয়ারি এ নিয়ে কটাক্ষও করেছেন। ২০২১ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার মেন্টর ছিলেন ধোনি। সেবার সফল হননি। বরং সেবারই সাম্প্রতিক অতীতের সবচেয়ে খারাপ বিশ্বকাপ দেখেছে টিম ইন্ডিয়া। সে সময় অধিনায়ক ছিলেন বিরাট কোহলি, রবি শাস্ত্রী ছিলেন হেডকোচ। টিম ইন্ডিয়া বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকেই। ম্যাচে পাকিস্তানের কাছে ১০ উইকেটে হারতে হয়েছিল। সেই ব্যর্থতার পর দায়িত্ব ছাড়েন ধোনি। তবে এক ক্রিকেট ওয়েবসাইট সূত্রের খবর, সেই ব্যর্থতা ভুলে বিসিসিআই ফের ধোনিকে মেন্টর পদে চাইছে।

আগামী বছর দেশের মাটিতেই বিশ্বকাপ। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জিতে প্রথম দল হিসাবে ৩ বার টি-২০ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়ার সুযোগ রয়েছে সূর্যদের কা ওই ক্রিকেট ওয়েবসাইটের দাবি, বিসিসিআই মনে করছে, ধোনির মস্তিষ্ক, পরিকল্পনা, নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তুলনায় অনভিজ্ঞ ভারতীয় দলের জন্য

সম্পদ হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও প্রশ্ন রয়েছে, ওই প্রস্তাব বোর্ড দিলেও আদৌ ধোনি সেটা গ্রহণ করবেন তো? একে তো অতীত অভিজ্ঞতা জঘন্য। তারপর আবার এবার ধোনিকে মেন্টর হয়ে এলে কাজ করতে হবে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে। আর গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর রসায়ন যে খুব একটা সুখকর না সেটা কমবেশি সকলের জানা। এসবের মধ্যে আবার কটাক্ষও ছুটে এসেছে প্রাক্তন ভারতীয় তারকা মনোজ তিওয়ারির তরফে। মনোজ বলছেন, বিসিসিআই ধোনিকে প্রস্তাব দিতে ফোন করলে ধোনি সেই ফোন আদৌ তুলবেন তো? ধোনি তো এসএমএসেরও উত্তর দেন না শুনেছি। একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, ধোনি আর গম্ভীর যদি একসঙ্গে কাজ করেন তাহলে সেটা দেখার মতো বিষয় হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com